THE

HOMŒOPATHIC THERAPEUTICS

OF

DIARRHŒA

Dysentery, Cholera, Cholera Morbus, Cholera Infantum

AND

ALL OTHER LOOSE EVACUATIONS OF THE BOWELS

BY

JAMES B. BELL, M. D.

Translated into Benrali

BY

P. C. MAJUMDAR, M. D.

Third Edition.

উপহার।

প্রিয়বর

শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়,

এল, এম, এস।

প্রিয় পরেশ!

পাঠ্যাবস্থার অকৃত্রিম প্রণয়ের চিহ্ন স্বরূপ অদ্য তোমার হস্তে অতি আদরের সহিত এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রদান করিলাম, গ্রহণ করিলে সুখী হইব।

তোমার একান্ত

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার,

২০৩।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ যে প্রকাশিত হইবে ইহা মনে করি নাই। ইহার সঙ্গে আমার আন্তরিক কষ্টের একটী বৃত্তান্ত সংযুক্ত আছে। একটু প্রকাশ করিয়া না বলিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন না। ইহাতে আমার আন্তরিক যন্ত্রণার কতক লাঘব হইবে বিবেচনা করিয়াই লিখিলাম।

বেল সাহেবের পুস্তক যে আমি অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইব ইহা কখনই মনে উদয় হয় নাই। আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ জানকীনাথ এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আমাকে উৎসাহিত করে, আমি প্রথমে তাহার কথায় কর্ণপাত করি নাই। তাহাতে সে কতক অংশ আপনি অনুবাদ করিয়া আমাকে দেখায়, তখন আমি বুঝিলাম ইহা আমাকে করিতেই হইবে। ইহাতে সে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল। সেইজন্য আমি তাহার নামেই ইহা মুদ্রিত করিবার প্রস্তাব করিলাম। "আমি ত চিকিৎসক নহি, ইহাতে আমার অধিকার নাই" বলিয়া অতি নম্রভাবে সে তাহার নাম প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিল। তখন আমি প্রস্তাব করিলাম ইহা তোমার নামে উৎসর্গ করি, কিন্তু তাহার এরূপ বিনীত স্বভাব ছিল যে, সে তাহাতেও অস্বীকৃত হইয়া বলিল, আপনার হৃদয়ের বন্ধু পরেশনাথের নামে ইহা উৎসর্গীকৃত করুন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া জানকীনাথ ভাগলপুরে পরেশনাথের বাড়ীতে বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ অবস্থিতি করিয়াছিল। সেই উপকার স্মরণ করিয়া আমার নিকট এই প্রস্তাব করে।

পরেশনাথের অমায়িক স্বভাবে মুগ্ধ হইয়াই, আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই জানকীনাথ ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সেই জন্য আমি আজ এই বিবরণ জনসমাজে প্রচার করিলাম। তাহার যেরূপ নম্র স্বভাব ও বিনীত ভাব ছিল, জীবিত থাকিলে সে এ কথা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে দিত না।

এই সংস্করণে অনেক স্থান পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। চারি পাঁচটী ঔষধ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষে ওলাউঠার চিকিৎসা পৃথকভাবে লিখিত হইয়াছে। এটী বেল সাহেবের পুস্তকে নাই। সাধারণের সুবিধার জন্য এটী আমি স্বয়ং লিখিয়া ইহাতে সংযোজিত করিয়া দিয়াছি। পুস্তকখানি সাধ্যানুসারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে সাধারণের উপকারে আসিলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র শর্ম্মা।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এত অল্প সময়ের মধ্যে যে দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হইবে, তাহা কখনই মনে করি নাই। তৃতীয় সংস্করণে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। তবে অনেক স্থান সংশোধিত ও ভাষা প্রাঞ্জল করা হইয়াছে। এ বিষয়ে আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার,
২০৩।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
আইরিস	৬৮
আর্জেণ্টম নাইট্রিকম	১৪
আর্ণিকা	১৫
আর্সেনিক	১৬
ইণ্ডিউজা	৪
ইপিকাকুয়ানা	৫৮
উদ্গার ...	১৩৮
একোনাইট	১
এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম	১০
এণ্টিমোনিয়ম্ টার্ট	১১
এপিস	১২
এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা	৯
এলুমিনা	৮
এলোজ	৫
এস্কিউলস্	৩
ওপিয়ম	৭৩
ওলাউঠা রোগ চিকিৎসা	১৬০
কফিয়া	৪৪
কল্চিকম	৪৫
কলোসিন্থ	৪৭
কষ্টিকম	৩৬

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
কার্ব্বলিক এসিড	৩৫
কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস	৩৩
ক্যান্থারিস	৩০
ক্যামোমিলা	৩৭
ক্যাম্ফর	২৮
ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব	২৪
ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌	২৬
কিউপ্রম	৫০
কেপ্‌সিকম	৩১
ক্রোটন	৪৮
গণ্ডদেশ	১৫১
গমিগটী	৫৬
গলকোষ	১৩৩
গলনালী	১৩২
গ্রাফাইটিস	৫৩
চক্ষু ও কর্ণ	১২৪
চায়না	৪৩
চিকিৎসা প্রদর্শিকা	৮৯
চেলিডোনিয়ম	৩৯
জননেন্দ্রিয়	১৫০
জ্বর	১৫৫
জেট্রোফা	৫৭
জেল্‌সিমিয়ম	৫৫

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ড্যালকামারা	৫২
ডিজিটেলিস	৫১
তলপেট	১৪৩
ত্বক	১৫৭
নক্সভমিকা	৭০
নাসিকা	১২৫
নিদ্রা	১৫৩
নেট্রম মিউরিয়েটিকম	৬৮
নেট্রম সলফ	৬৯
পডোফাইলম	৭৮
পল্সেটিলা	৮২
প্রস্রাব	১৪৭
প্লম্বম	৭৭
পাকাশয়	১৪২
পৃষ্ঠ	১৫১
ফস্ফরস	৭৪
ফস্ফরিক এসিড	৭৬
বমন ও বমনোদ্রেক	১৩৮
বক্ষঃস্থল	১৫০
ব্যাপ্টিসিয়া	১৯
বেলেডনা	২১
ব্রাইওনিয়া	২৩
ভেরেট্রম	৮৭

বিষয়।	পৃষ্ঠা
মন ও মানসিক অবস্থা	১২
মলত্যাগের পূর্ব্বে বিরেচনের আনুষঙ্গিক লক্ষণ	১১
মলত্যাগকালীন ঐ	১১
মলত্যাগের পর ঐ	১২
*মলদ্বার	১৪
মলের অবস্থা ও আনুষঙ্গিক উপসর্গ	১০
মলের আকার ও লক্ষণ	৯০
মার্কুরিয়স কর	৬৪
মার্কুরিয়স সল	৬৫
মুখমণ্ডল	১২৫
মুখ	১২৮
লাইকোপোডিয়ম	৬২
লেপ্টাণ্ড্রা	৬১
শাখা প্রশাখা	১৫২
সল্ফর	৮৪
সাধারণ আনুষঙ্গিক	১২৪
সাধারণ লক্ষণ	১৫৮
সিকিউটা ভাইরোসা	৪২
সিনা	৪০
সোরিনম	৮০
ক্ষুধা	১০৬

হোমিওপেথিক চিকিৎসা।

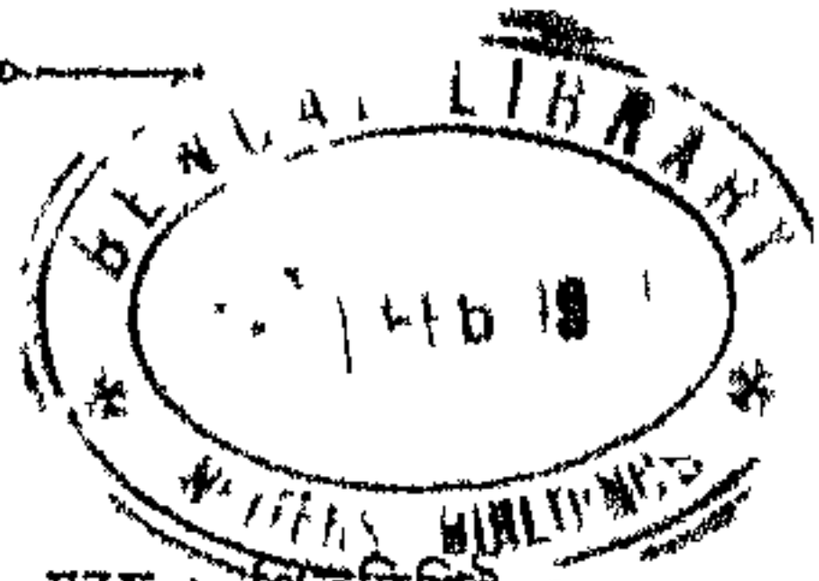

একোনাইট।

(ACONITE.)

মল—জলের মত পাতলা; কাল; সবুজ; পিত্তবিশিষ্ট; দুর্গন্ধযুক্ত, রক্তবিশিষ্ট, আটার মত; শ্লেষ্মাযুক্ত; অল্প; বার বার হওয়া (রক্ত আমাশয়ের মল); ইচ্ছার বিরুদ্ধে (বায়ু নিঃসরণ হওয়ার সময়)।

বৃদ্ধি—গ্রীষ্মকালে, ঠাণ্ডা রাত্রিতে, ভিজার পর, অত্যন্ত গরম হওয়ার পর; ঠাণ্ডা অথবা গরম বাতাসে ভ্রমণ বা বৃষ্টিতে ভিজার পর; রাগান্বিত অথবা ভীত হওয়ার পর; ঘর্ম্মাবরোধের পর; রাত্রিতে এবং ফল খাইলে বৃদ্ধি।

হ্রাস—গরম ব্যঞ্জন খাওয়ার পর (বেদনা); মলত্যাগের পূর্ব্বে কর্ত্তনবৎ বেদনা; বমনোদ্রেক ও ঘর্ম্ম।

মলত্যাগকালীন—কর্ত্তনবৎ বেদনা; কোঁথ দেওয়া; বায়ু নির্গমন (জলের মত মল নিঃসরণ)।

মলত্যাগের পর—বমনোদ্রেক ও ঘর্ম্ম সত্ত্বেও আরাম বোধ। চিন্তা; মৃত্যুভয়; অস্থিরতা; মাথাঘোরা; উঠিয়া বসিতে গেলে মূর্চ্ছা যাওয়া অথবা মুখ ফেঁকাশে হওয়া; শুইলে মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ

হওয়া; জল ভিন্ন অন্যান্য বস্তুতে তিক্ত স্বাদ; ওষ্ঠ শুষ্ক ও বিবর্ণ; অসহ্য তৃষ্ণা, বমনোদ্রেক; রক্ত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন; ঘর্ম্মকালীন খাদ্য বমন; পাকস্থলীতে শীতল পাথর রহিয়াছে বোধ; তলপেট স্ফীত ও হাত দিলে বেদনা বোধ; তলপেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা, মস্তকে, স্কন্ধে ও ঘাড়ে বাতের বেদনা; দুর্গন্ধবিশিষ্ট অল্প রক্তবর্ণ সেডিমেণ্ট-বিহীন প্রস্রাব; নিদ্রাহীনতা; সমস্ত শরীর সাধারণতঃ শুষ্ক। কঠিন ও দ্রুতগতি নাড়ী।

আভ্যন্তরিক কম্পন, চর্ম্ম শুষ্ক ও গরম, শরীর ঢাকিয়া রাখিতে অনিচ্ছা, শরীরের আবৃত অংশে ঘর্ম্ম।

ওলাউঠায়—স্ফূর্ত্তি-হীন চেহারা, মুখ নীলবর্ণ, ওষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ; ভয়াতুর; হাত পা ঠাণ্ডা ও নখ নীলবর্ণ, নাড়ী পাওয়া যায় না, পতনাবস্থা।

একোনাইট উদরের তরুণ রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ কার্য্যকারী হয়, এমন কি উপযুক্তরূপ প্রয়োগে আমরক্ত ও ওলাউঠা, অন্য ঔষধের সাহায্য ব্যতীত, সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে পারে। আমরক্ত রোগে মার্কুরিয়স কর ব্যবহারে উপকার না হইলে, একোনাইটের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে উপকার দর্শে। ডল্কেমারার সহিত ইহার কার্য্যকারিতার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে এবং উহা ঐ ঔষধের পরেই ব্যবহৃত হয়।

এস্‌কিউলস হিপোকেষ্টেনম্‌।

(ÆSCULUS HIPPOCASTANUM.)

মল—কর্দ্দমবৎ ; সাদা ; ধূসরবর্ণ ; প্রথমাংশ কাল ও শেষ ভাগ দুধের ন্যায় সাদা ; রক্তযুক্ত ও কাদার ন্যায় (অর্শ-রোগে)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—পেট ডাকা ও নাভিমূলে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মলত্যাগকালীন—কোমরে ও সেক্রম অস্থিতে অতিশয় বেদনা ; দুর্ব্বলতা ; কোঁথ দেওয়া ; মলদ্বারে অসুখ বোধ ; দুর্গন্ধ-যুক্ত মলনিঃসরণ।

মলত্যাগের পর—তলপেটের বেদনার লাঘব বোধ।

আনুষঙ্গিক—বিষাদযুক্ত ও খিটখিটে ; সম্মুখ দিকে মাথা-ধরা ; তলপেটে বেদনা ও তলপেট ডাকা ; মলদ্বারে শুষ্ক ও গরম বোধ ও চুলকানি এবং তন্মধ্যে ছোট ছোট কাটা বিদ্ধ হইয়া থাকা বোধ ; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি স্ফীত বোধ হইয়া মলদ্বার বন্ধ ; মলদ্বারে জ্বালা ও পুড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা, এবং স্ফীত হইয়া মলদ্বার বন্ধ। বেদনা, জ্বালা ও রক্তবর্ণ অর্শ।

যে সকল রোগী অনেক দিন পর্য্যন্ত পেটের পীড়া ভোগ করে ও তৎসঙ্গে তাহাদের অর্শ, এবং কোমর ও সেক্রম অস্থিতে বেদনা থাকে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

ইথিউজা।

(ETHUSA CYNAPIUM.)

মল—পিত্তসংযুক্ত ; ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ ও জলবৎ সবুজবর্ণ, সবুজ আভাযুক্ত ধূসর, সবুজ-শ্লেষ্মা, রক্তবিশিষ্ট শ্লেষ্মা ; অজীর্ণ, অধিক পরিমাণে গন্ধহীন (সবুজবর্ণ মলত্যাগ)।

বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পর ; বালকদিগের দন্ত উঠিবার সময়, গ্রীষ্মকালে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—তলপেটে খোঁচা বেঁধা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মলত্যাগের সময়—ভয়ানক কোঁথ দেওয়া।

মলত্যাগের পর—বেগ দেওয়া কিন্তু মলনিঃসরণ হয় না। অবসন্ন বোধ ও নিদ্রালুতা।

আনুষঙ্গিক—বৈকালে ও খোলা বায়ুতে ভ্রমণে খিট্‌খিটে ভাব, মুখ ফেঁকাশে, রক্তবর্ণ ও পরিবর্ত্তিত, ভয়ের সহিত পতনাবস্থা। মুখের ঘা (এপ্‌থি) ; ঘন ঘন পিপাসা, দুগ্ধ পান করিলে সহ্য হয় না, খাওয়াইলেই তৎক্ষণাৎ অবিকৃত দুগ্ধ উঠিয়া পড়ে। বমনেচ্ছা ব্যতিরেকে বমন, সবুজবর্ণ পিত্ত অথবা ফেণার ন্যায় সাদা বস্তু বমন, বেগে বমন, বমনের পরই অবসন্নতা ও নিদ্রা ; আক্ষেপযুক্ত হিক্কা। দুগ্ধ দধির মত চাপ হইয়া উঠিয়া পড়ে।

অজ্ঞানাবস্থা ; খেঁচুনী ; অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ করা ; চক্ষু নিম্ন দিকে নত ; কনীনিকা অনিমেষ এবং বিস্তৃত ; মুখে ফেণা উঠা, মুখ-মণ্ডল রক্তবর্ণ, দাঁত লাগা, নাড়ী দ্রুত, কঠিন এবং ক্ষীণ। শরীরের

উপরিভাগ ঠাণ্ডা ঘর্ম্মযুক্ত, শীতের সহিত নিদ্রালুতা; নিদ্রা-কালীন চমকিয়া উঠা; অত্যন্ত অবসন্নতা।

শিশুদিগের ওলাউঠার (Cholera Infantum) প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ ফল লাভ করা যায়, কিন্তু কেবল এই ঔষধ প্রয়োগেই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না, সুতরাং ইহার অব্যবহিত পরেই, অবস্থা-ভেদে, সোরিনম, সিপিয়া ও সল্‌ফর ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

এলোজ।

(ALOES.)

মল—পীতবর্ণ; রক্ত সংযুক্ত আম; সবুজবর্ণ; পীতাভাযুক্ত সবুজবর্ণ অথবা উজ্জ্বল পীতবর্ণ; পিত্তসংযুক্ত আম; ধূসরবর্ণ, কাদার মত; রক্তবর্ণ জলীয়বৎ; বেগে গরম মল নির্গমন; অজীর্ণ মল, অনিচ্ছায় মলত্যাগ বা প্রস্রাব করা, অল্প পরিমাণে রক্ত আম; গুটী গুটী অথবা অল্প ভাঙ্গা ভাঙ্গা জলীয়বৎ মল; সামান্য দুর্গন্ধবিশিষ্ট পীতবর্ণ মল; দুর্গন্ধযুক্ত রক্তামাশয়।

বৃদ্ধি—শীত অথবা গ্রীষ্মকালে; বৈকালে, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে; শয্যায় শয়নসময়ে বৃদ্ধি; প্রাতে ৫টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত; অম্ল ব্যবহারে; মনের বিরক্তি থাকিলে; অতিশয় উত্তাপ ভোগ করিলে; সেঁতসেঁতে ঘরে অবস্থান জন্য ঠাণ্ডা লাগিলে, চলিলে বা দাঁড়াইয়া থাকিলে অথবা ভ্রমণ করিলে; আহারের পর; জল পানের পর; প্রস্রাবত্যাগ কালীন।

হ্রাস—সম্মুখদিকে বাঁকিয়া পড়িলে ও বায়ু নির্গমন হইলে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—মল ধারণে কষ্টবোধ; মলত্যাগ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত, বস্তিকোটর পূর্ণ ও ভারি বোধ হয়, যেন মলদ্বার কোন তরল বস্তু দ্বারা পূর্ণ এবং ঐ তরল বস্তু যেন শীঘ্রই মলদ্বার হইতে বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ বোধ হয়। মলদ্বারের শিথিলতা ও দুর্ব্বলতা; এবং বায়ুনিঃসরণকালে মল বাহির হইবে এমত বোধ।

ক্ষুদ্র অন্ত্রে পুড়িয়া যাওয়ার ন্যায়, সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা; নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা, অধিক বায়ু নিঃসরণ।

মলত্যাগকালীন—বেগ দেওয়া, তলপেটে কর্ত্তন ও ছেদনবৎ বেদনা, ক্ষুধা, মলদ্বারে উষ্ণ বোধ; অতিশয় কোঁথ দেওয়া, অধিক বায়ু নিঃসরণ, সর্ব্বদা গরম।

মলত্যাগের পর—মলদ্বার স্ফীত; পুড়িয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা; ভার বোধ এবং চুলকানি; টনটনানি, গরম বোধ। অর্শ, শীতল জল প্রয়োগে আরাম বোধ, নাভিতে কর্ত্তনবৎ বেদনা, উহা কিয়ৎকাল স্থায়ী হয়; অতিশয় দুর্ব্বলতা, মূর্চ্ছা, অধিক পরিমাণে চট্‌চটে ঘর্ম্ম।

আনুষঙ্গিক—বেদনাকালীন নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট ও রাগের ভাব, অল্প বমনোদ্রেকের সহিত মাথাধরা, ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, জিহ্বা রক্তবর্ণ ও শুষ্ক এবং তৎসঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা; সাধারণতঃ ক্ষুধা প্রবল, তরল বস্তু পান করিবার ইচ্ছা, মাংস খাইতে অনিচ্ছা, তিক্ত স্বাদ, হাইপোকণ্ড্রিয়াতে বেদনা, তৎসঙ্গে পদদ্বয়ে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। যকৃৎপ্রদেশে ও তলপেটে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা

এবং সম্মুখে বাঁকিয়া বসিলে তাহার উপশম বোধ, মলত্যাগের বেগ বোধ, মলত্যাগের বেগ, কিন্তু কেবল বায়ু নির্গত হয়। নাভির চতুর্দ্দিকে হুলবিদ্ধবৎ ও খুঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা এবং ঐ বেদনা চাপিলে বৃদ্ধি হয়। তলপেটের নিম্ন প্রদেশে, বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকে চাপিয়া ধরার ন্যায় অসহ্য বেদনা; তলপেটের নিম্ন প্রদেশ স্ফীত ও চাপিয়া ধরিলে বেদনাযুক্ত; মলদ্বারে ও কোটি-দেশে কর্ত্তনবৎ ও চিমটানবৎ বেদনা, তলপেটে বায়ু ইতস্ততঃ গমনাগমন করে, বিশেষতঃ বাম দিকেই বেশী। আহারের পর পাকাশয়ে বেদনা, বোতল হইতে জল পতনের ন্যায় তলপেটে গড় গড় শব্দ হয়। বায়ুনিঃসরণের সময় অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও মলদ্বারে জ্বালা; প্রস্রাব অধিক পরিমাণে হয়, অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ, উরুদেশ ভারি ও অগ্নির উত্তাপ হইতে উঠিয়া গেলে শীত বোধ, খোলা বাতাসে গেলে উপশম বোধ হয়, কিন্তু যাইতে অনিচ্ছা বোধ।

উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে এলোজ অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। উপর্য্যুক্ত লক্ষণসমূহ অতি নির্দ্দিষ্ট ও ভ্রমশূন্য। যখন আমাশয়ের মল নিঃসরণের সঙ্গে পেট গড় গড় করে, তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। উদরাময়ের সঙ্গে বালকদিগের অত্যন্ত ক্ষুধা থাকে।

এলুমিনা।

(ALUMINA.)

মল—পাতলা চটচটে, ক্লেশে নির্গত হয়।

বৃদ্ধি—কোষ্ঠবদ্ধের পর; আহারের পর; টাইফয়েড জ্বরের সময়; গ্রীষ্মকালে; ভ্রমণকালে; সাধারণতঃ একদিন অন্তর।

। স—অল্পক্ষণ নিদ্রার পর; শরীরে উষ্ণ লাগাইলে বেদনা)। মল নিঃসরণের পূর্ব্বে বেদনা।

মলত্যাগকালীন—বেদনা; কোঁথ দিতে গেলে বেদনা বোধ; মলদ্বারে জ্বালা, অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ।

মলত্যাগের পর—সচরাচর আরাম বোধ; কখন কখন বেদনা বর্ত্তমান থাকে; পৃষ্ঠদেশে দপদপানি; মলদ্বারে ক্ষত।

আনুষঙ্গিক—ভয়ানক; সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন, প্রাতঃকালে মাথা ঘোরা, এবং তৎসঙ্গে দুর্ব্বলতা ও বমনেচ্ছা। স্বাভাবিক ও অজীর্ণকর বস্তু খাইবার ইচ্ছা, যথা, চাথড়ি, পরিষ্কার বস্ত্র, কয়লা, অম্ল, কাফি, শুষ্ক চাউল ইত্যাদি। পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা, বারম্বার আর্ত্তনাদে উপশম বোধ; অত্যন্ত বেদনা অনুভব হইবে বোধ। কেবল মাত্র মলত্যাগকালেই প্রস্রাবত্যাগ।

স্বাভাবিক অবসন্নতা; রক্তাল্পতা। এলুমিনা তরুণ উদরাময়ে কখন কখন, এবং আমাশয়ে যখন প্রস্রাব ও মলত্যাগে কষ্ট বোধ হয়, তখনই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যখন পুরাতন উদরাময়ের সহিত রক্তাল্পতা, ক্ষুধার অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন এবং এক

দিন অন্তর একদিন বৃদ্ধি ইত্যাদি উপসর্গ বর্ত্তমান থাকে, তখন এই ঔষধ বিশেষ উপকারী এবং এই ঔষধ দ্বারাই আশাতীত ফল লাভ করা যায়। উচ্চ ডাইলিউশন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শীঘ্র শীঘ্র ঔষধ সেবন করা অনুচিত।

এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা।

(AMMON MURIATICA.)

মল—কর্দ্দমবৎ, পাতলা, শ্লেষ্মাযুক্ত, সবুজবর্ণ। পীতবর্ণ, কর্দ্দমবৎ।

বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে; স্ত্রীলোকের ঋতুর সময়ে; আহারের পরে; দিনের বেলায়; খোলা বায়ুতে বেড়াইলে (বমনেচ্ছা)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—অত্যন্ত কোঁথ দেওয়া; নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা।

মলত্যাগকালীন—কোঁথ দিলে বেদনা বোধ।

মলত্যাগের পর—কোঁথ দিতে গেলে বেদনা, তলপেটে বেদনা ও বোধ হয় যেন ক্ষত হইয়াছে। মলদ্বারে জ্বালা।

আনুষঙ্গিক—বিরক্তি বোধ, তিক্ত স্বাদ; কিছু আহার করিলে তিক্ত উদ্গার উঠে; ক্ষুধামান্দ্য; আহারের পর অথবা খোলা বায়ুতে ভ্রমণে বমনেচ্ছা; তলপেটে চিমটানির ন্যায় বেদনা; শ্বাসগ্রহণে ব্যাঘাত, শব্দপূর্ব্বক বায়ু নিঃসরণ।

এই ঔষধ পুরাতন উদরাময়ে, অন্যান্য লক্ষণ বর্ত্তমানে ও স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর সময় অতিশয় উপকারী। ইহার অনেক

লক্ষণের সহিত এলোজের লক্ষণের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। তবে প্রভেদ এই যে, যখন লক্ষণগুলি মৃদু আকারে থাকে, তখন এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। বালকদিগের উদরাময়ে সবুজবর্ণ শ্লেষ্মাযুক্ত মল থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু তদ্বিষয়ে এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা দ্বারা কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই।

এণ্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম্।

(ANTIMON CRUD.)

মল—জলবৎ বস্তু প্রায়ই অধিক পরিমাণে নির্গত হয়; কিছুকাল কোষ্ঠবদ্ধ ও কিছুকাল বেশী পরিমাণে জলীয়বৎ মল নিঃসরণ।

বৃদ্ধি—অম্ল দ্রব্য খাওয়ার পরে, অত্যন্ত গরমের পরে, স্নানের পরে, শীতল বস্তু আহারের পরে, বয়োধিক ব্যক্তিদিগের, গর্ভাবস্থায়, রাত্রিতে, অতি প্রত্যূষে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মলত্যাগকালীন—মলদ্বারে বেদনা। মলদ্বার হার্নিস বাহিরের ন্যায় বাহির হওয়া।

আনুষঙ্গিক—যুক্তিমূলক অথবা অবিশ্বাসজনক মনোভাব, বালকদিগের দিকে তাকাইলে অথবা তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে অসহ্য বোধ করে, লবণাক্ত লালা নিঃসরণ, রাত্রিকালে পিপাসা, সাদা পুরুলেপযুক্ত জিহ্বা, অত্যন্ত বমন, পিত্তসংযুক্ত ও তিক্তরস-বিশিষ্ট, কর্দ্দমবৎ শ্লেষ্মাযুক্ত পদার্থ বমন, আহারে বা পানে

বমন পুনরারম্ভ হওয়া, অম্লখাইবার ইচ্ছা। শীঘ্র শীঘ্র অধিক পরিমাণে প্রস্রাবত্যাগ।

এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডমে পৈত্তিকের উপসর্গাদি প্রবল থাকে। একোনাইট, আর্সেনিক ও ভেরেট্রমের বমন হইতে ইহার বমনের বিভিন্নতা এই যে, ইহাতে অত্যন্ত পিপাসা ও সাদা পুরু জিহ্বার লক্ষণ থাকে না। অনেক সময়ে এই বিভিন্নতার প্রতি দৃষ্টি না করাতে ইহার সত্বর কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করা যায় না, সুতরাং শীঘ্র আরোগ্য কার্য্য সাধিত হয় না।

এণ্টিমোনিয়ম্ টার্টারিকম্।

(ANTIM TART.)

মল—পাতলা, ঈষৎ ধূসরবর্ণযুক্ত পীত; জলবৎ; রক্ত-সংযুক্ত শ্লেষ্মা; শীঘ্র শীঘ্র, পাতলা, পিত্তসংযুক্ত, অত্যন্ত দুর্গন্ধ-যুক্ত মল নির্গমন।

বৃদ্ধি—বসন্তরোগে; ফুস্‌ফুস্ প্রদাহের সময়ে। মদ্যপায়ী-দিগের, পেটে চাপ দিলে কিম্বা উপড় হইয়া শয়ন করিলে (বেদনার বৃদ্ধি), গ্রীষ্মকালে, শৈত্যসেবনের পরে, রাত্রিকালে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—উদর স্ফীত না হইয়াও অত্যধিক বায়ু নিঃসৃত হয়। তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনা, বমন করিবার ইচ্ছা।

মলত্যাগকালীন—অত্যন্ত কোঁথপাড়া, বমনেচ্ছা, পেটে বেদনা, মলদ্বারে উত্তাপ বোধ।"

মলত্যাগের পরে—যন্ত্রণার হ্রাস। কোঁথপাড়া, মলদ্বারে জ্বালা।

আনুষঙ্গিক—অত্যন্ত খিট্‌খিটে; শিশুদিগকে স্পর্শ করিলে অথবা তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও তাহারা বিরক্ত হয়। মাথা ধরা, ফল অথবা অম্ল দ্রব্য খাইবার ইচ্ছা। শীতল পানীয় পানের ইচ্ছা, শীঘ্র শীঘ্র অল্প অল্প জলপান করিবার ইচ্ছা অথবা জলপান করিতে অনিচ্ছা, দুগ্ধপানে অরুচি। পচা ডিম্বের আস্বাদযুক্ত উদ্গার উঠা। ক্রমাগত কষ্টকর বমনোদ্রেক ও তৎসহ কপালে ঘর্ম্ম। খাদ্য বমন। সবুজবর্ণ জলবৎ ফেণিল পদার্থ উদ্গীর্ণ হয়। বমনের সহিত হস্তদ্বয়ের কম্পন, ও মূর্চ্ছা হয়। তৎপরে অত্যন্ত নিদ্রালুতা ও মুখশ্রী বিবর্ণ এবং চক্ষুদ্বয় কোটরস্থ হইয়া পড়ে। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও নাড়ী সূক্ষ্ম এবং ক্ষীণ হয়।

এণ্টিমোনিয়ম টার্ট,উদরাময় রোগে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে ইহাতে অনেক সময়ে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। ভেরেট্রমে ওলাউঠার ভেদ বমনের উপকার না হইলে, ইহা দেওয়া যায়।

এপিস মেলিফিকা।

(APIS MEL.)

মল—সবুজবর্ণ; পীতবর্ণ আঠাযুক্ত; পীতবর্ণ জলবৎ; পরিষ্কার, বর্ণহীন জলবৎ; রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা, (কর্দ্দমের ন্যায় পদার্থ মিশ্রিত), দুর্গন্ধবিশিষ্ট (জলবৎ) ক্লেশশূন্য; (কর্দ্দমবৎ

শ্লেষ্মা) অনিচ্ছায় মলত্যাগ ও মলদ্বার সঙ্কুচিত বোধ হয়, বার বার মলত্যাগ।

বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে, অম্ল বস্তু আহারে, গরম গৃহে ও নড়িলে।

মলত্যাগকালীন—কোঁথ দেওয়া, সেঁটে ধরার ন্যায়, কোঁথ দিতে গেলে বেদনা বোধ ; অন্ত্রে ক্ষত হওয়ার ন্যায় বোধ হয়।

মলত্যাগের পর—মলদ্বারে ক্ষত বোধ।

আনুষঙ্গিক—কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার অক্ষমতা ; পশ্চাদ্দিক উষ্ণ। শিব-চক্ষু ; মুখ বিবর্ণ ; কপালে ও চক্ষুর তারকায় বেদনা ; জিহ্বা শুষ্ক, উজ্জ্বল, ফাটা, এবং ক্ষত ও চতুর্দ্দিকে ফুস্কুড়িযুক্ত, ক্ষুধারাহিত্য।

অসহ্য তৃষ্ণা, রোগী অল্প পরিমাণে জলপান করে কিন্তু বার বার চাহিতে থাকে ; বমনেচ্ছা, আহার্য্য বস্তু, পিত্ত, তরল, তিক্ত কিম্বা অম্ল বস্তু বমন, তলপেট স্ফীত, তৎসঙ্গে বেদনা ও গড় গড়ানি শব্দ। তলপেটের দেওয়ালে (abdominal wall) ক্ষত ও অত্যন্ত বেদনা বোধ ; বিশেষতঃ নিঃশ্বাসত্যাগ করিলে অথবা চাপ দিলে অনুভব করা যায় ; তলপেটে জ্বালা, সর্ব্বদা বেশী পরিমাণে প্রস্রাব, অথবা প্রস্রাব অল্প কিম্বা একেবারে বন্ধ হয়, প্রস্রাব ত্যাগ করিতে কষ্টবোধ হয় বা ফোঁটা ফোঁটা মূত্র পড়িতে থাকে ; নিঃশ্বাসত্যাগে কষ্ট বোধ। ঘুম ভালরূপ হয় না ও তৎসঙ্গে দাঁত কড়মড় শব্দ করে ; নিদ্রালুতা, চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ। হস্ত সবুজবর্ণ, শরীর শীর্ণ, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, উদরী ও তলপেটে শোথ।

বালকদিগের উদরাময় ও ওলাউঠা যখন ভয়ানক আকার

ধারণ করে ও রোগী ক্রমে অবসন্ন হইতে থাকে, তখন এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। মলের সৌসাদৃশ্য থাকিলেও অন্য ঔষধ হইতে এই ঔষধ পৃথক্ করিতে পারা যায়; কারণ ইহাতে পিপাসা থাকে না, জিহ্বা শুষ্ক এবং ত্বক্ উষ্ণ ও শুষ্ক থাকে। এপিসের বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত উপসর্গ এই যে, (abdominal Wall বা) উদরের দেওয়ালে ক্ষতবৎ বেদনা থাকিবেই থাকিবে।

আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্।

(ARGENTUM NIT.)

মল—সবুজবর্ণ, শ্লেষ্মাযুক্ত, গাঢ় জলবৎ শ্লেষ্মাযুক্ত তরল ধূসরবর্ণ, অল্প পরিমাণে; (জলবৎ শ্লেষ্মাযুক্ত), বেদনারাহিত্য (রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা)।

বৃদ্ধি—রাত্রিতে, দুই প্রহরের পরে, অধিক মিষ্ট দ্রব্য ভোজনে, মধ্যাহ্নে, ভোজনের পরে, দন্ত উঠিবার সময়ে, অতি প্রত্যূষে, আহারের পরে (তলপেটে বেদনা)।

হ্রাস—আহারের পর, অম্ল ভোজনের পর (বমনোদ্রেক)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—শূলবৎ বেদনা।

আনুষঙ্গিক—মুখশ্রী বিবর্ণ ও মুখমণ্ডল বসিয়া পড়া; ওষ্ঠ এবং মুখ শুষ্ক ও তৎসঙ্গে অল্প পিপাসা, সন্ধ্যাকালে মিষ্ট দ্রব্য ভোজনের ইচ্ছা। দন্তে সহজে ঠাণ্ডা লাগে ও অম্ল বোধ হয় এবং তৎসঙ্গে সর্ব্বদা দন্ত কড়মড়ি। শব্দের সহিত ঢেকুর ও বমনোদ্রেক,

স্বল্প চট্‌চটে দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মা বমন, নড়িলে তলপেটে হঠাৎ বেদনা উপস্থিত হয়। হাইপোকণ্ড্রিয়াতে বা পেটে কাপড় আঁটিয়া বাঁধিতে কষ্ট বোধ হয়, ভাল নিদ্রা হয় না, কম্পন ও দুর্ব্বলতা, পায়ের ডিমে দুর্ব্বলতা, ঠাণ্ডা বোধ। এই ঔষধের উপসর্গ সকল বর্ত্তমানে যদি বালকদিগের অতিরিক্ত মিষ্ট দ্রব্য খাওয়ার জন্য এই পীড়া হয়, তবে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। আমরক্তের শেষ অবস্থায় ও বালকদিগের ওলাউঠায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

আর্ণিকা মণ্টানা।

(ARNICA MONT.)

মল—কর্দ্দমবৎ, শ্লেষ্মাযুক্ত; ধূসরবর্ণ, চোয়ান জলের ন্যায়; অপরিপাকের মত; রক্তসংযুক্ত ও গাঢ়। অম্লগন্ধযুক্ত; অল্প পরিমাণে বার বার, নিদ্রাকালীন অনিচ্ছায় মলত্যাগ, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মল-নিঃসরণ।

বৃদ্ধি—আঘাতে; নড়িলে চড়িলে; বামপার্শ্বে শয়ন করিলে, জ্বরকালীন; পিত্তাধিক্য জ্বরে।

হ্রাস—বায়ু নির্গমনে (তলপেটে বেদনা)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—পাকস্থলীতে বার বার বেগ দেওয়া।

মলত্যাগকালীন—বেগ দেওয়া, কোঁথ দেওয়া, তলপেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মলত্যাগের পর—কোঁথ বা বেগ দিলে বেদনা বোধ হয়।

আনুষঙ্গিক—শরীর অপেক্ষা মস্তক বেশী গরম বোধ। মস্তক

ও বক্ষঃস্থল উষ্ণ, তলপেট ও হস্ত পদ শীতল, মুখমণ্ডল মলিন ও বিবর্ণ; লবণাক্ত, তিক্ত, চট্‌চটে অথবা দুর্গন্ধযুক্ত আস্বাদ। আহারে অনিচ্ছা, বিশেষতঃ মাংস ও ঝোল খাইতে অধিক অনিচ্ছা, শির্কা অথবা মদ্য পানে ইচ্ছা। রোগী পিপাসার্ত্ত, কিন্তু কিসে পিপাসার শান্তি হইবে তাহা বুঝিতে পারে না, কারণ সর্ব্ব প্রকার পানীয়ই বিস্বাদ বোধ হয়। পাকস্থলী পরিপূর্ণ, বমনেচ্ছা। পানীয় দ্রব্য উদ্গিরণ; তলপেটের দক্ষিণ অংশ শক্ত ও ফোলা এবং স্পর্শ করিলে অসহ্য বেদনা অনুভব, কিন্তু বায়ু নির্গত হইলে উপশম বোধ হয়। পেট গড় গড় করে, পেট ঢাকের মত ফুলিয়া থাকে, বার বার ঢেকুর উঠে; তিক্ত ও অম্লগন্ধ; দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ; ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ, কিন্তু প্রস্রাব নির্গত হয় না। অল্প পরিমাণে হলুদবর্ণ প্রস্রাব নির্গত হয়, কখন কখন অনিচ্ছায় প্রস্রাব হয়। দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম, নিদ্রালুতা ও দুর্ব্বলতা। শরীর অসাড় হইয়া থাকে। সমস্ত শরীরে ভয়ানক বেদনা হয় ও শরীর স্পর্শ করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। বিছানা শক্ত বোধ হয়, অস্থিরতা, ছট্‌ফট্‌ ও এপাশ ওপাশ করা। পেটের পীড়ায় এই ঔষধ অধিক ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু ইহার উপসর্গগুলি সুস্পষ্ট, সুতরাং ঔষধ নির্ব্বাচন সহজ। পাকস্থলীর দোষে (Gastric derangement) ইহা বিশেষ উপযোগী।

আর্সেনিকম্ এল্‌বম্।

(ARSENIC ALBUM)

মল—গাঢ় সবুজবর্ণ আমযুক্ত; সাদা চট্‌চটে, রক্তমিশ্রিত

আম, কাল রক্তসংযুক্ত জলীয় মল ; চট্‌চটে শ্লেষ্মাযুক্ত আম ; পাটকিলেবর্ণ আম, রক্তসংযুক্ত আম ; গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, জলবৎ হরিদ্রাবর্ণ, গাঢ়, অপাকযুক্ত ; পর্য্যায়ক্রমে অর্থাৎ কোন সময় উদরাময় হয় এবং তৎপরে কোষ্ঠবদ্ধ হয়। বার বার হয় ; অল্প, অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ ; পচা ঘায়ের পুঁযের ন্যায় জলীয় মল, অধিক পরিমাণে সবুজবর্ণ জলবৎ মলত্যাগ।

বৃদ্ধি—রাত্রিকালে, আহার বা পানের পরে ; দুই প্রহর রাত্রির পরে ; ঠাণ্ডা লাগাইলে ; ঠাণ্ডা বস্তু আহারে ; বরফ অথবা কুল্পি খাইলে। দন্ত নির্গমনের সময়ে, ফল অথবা অম্ল বস্তু আহারে ; বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলে ; বিকারজ্বরকালীন ; অধিক পরিমাণে মদ্যপানের পর ; শরীর পুড়িয়া গেলে ; ঠাণ্ডা স্থানে বাস করিলে।

হ্রাস—বাহ্যিক তাপ লাগাইলে (বেদনা)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—শীত বোধ, মনের উদ্বেগ, তলপেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা, বমন ; পিপাসা ; তলপেট ফাটিয়া যাওয়া বোধ ; চাপিয়া ধরার ন্যায় বোধ।

মলত্যাগকালীন—শীতবোধ ; বমনোদ্রেক বা বমন, কোঁথ দেওয়া ; মলদ্বারে পুড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা ; মলদ্বারের উপর অংশে সঙ্কোচন।

মলত্যাগের পর—উপশম বোধ ; মলদ্বারে পুড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা ; দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত কম্পন ও শুইয়া পড়া ; বুক ধড়্‌ফড়্ করা ; ঘর্ম্ম ; ক্লান্তিবোধ ; হাপিস বাহির হইয়া পড়া।

আনুষঙ্গিক—অত্যন্ত অস্থিরতা, উদ্বেগ, শীঘ্র শীঘ্র

স্থান পরিবর্ত্তন, বালকেরা জাগিলে খুঁত খুঁত করে ও রাগান্বিত হয় এবং মস্তক উঁচু করিয়া শুইতে চায়; রোগীর মৃত্যুভয় হয় ও আত্মীয় স্বজন পরিবার তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়; ভীত হইয়া নিঃশব্দে ক্রন্দন, মুখ ফেঁকাশে, মৃত্যুভয়, পীতবর্ণ। চেহারা বিকৃত ও অল্প অল্প ঘর্ম্ম হয়। চক্ষুর চারি দিকে নীলবর্ণ দাগ পড়ে। ওষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ, শুষ্ক, ফাটা, নীলবর্ণ ও ঠাণ্ডা। জিহ্বা কাল, শুষ্ক, ফাটা, ধূসরবর্ণ। মুখে ঘা; রক্তসংযুক্ত লালা। অত্যন্ত অসহ্য তৃষ্ণা এবং বার বার অল্প পরিমাণে জলপান, অম্ল বস্তু, শীতল জল, ও মদ্যপানের ইচ্ছা, ক্ষুধামান্দ্য। আহার ও পানের পর মুখে তিক্ত স্বাদ। খাদ্য-বস্তু দর্শনে বমনোদ্রেক।

আহারের বা পানের অব্যবহিত পরেই বমন। খাদ্য বস্তু, জল, লালা, ধূসর বা কৃষ্ণবর্ণ বস্তু, পিত্ত, গাঢ় স্বল্প সবুজ ও পীতবর্ণ শ্লেষ্মা বমন। পাকাশয়ে অসহ্য বেদনা; তলপেটে ও পাকাশয়ে জ্বালা। তলপেট স্ফীত। প্রস্রাব বন্ধ, অল্প পরিমাণে সবুজবর্ণ ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট প্রস্রাব। ত্বকের উপর লাল ও নীল বর্ণের চাকা চাকা দাগ পড়া, নিদ্রাকালীন অস্থিরতা; হঠাৎ চমকিয়া উঠা ও খেঁচনী, ঘর্ম্ম চট্‌চটে ও গরম। আলস্য ত্যাগ ও পায়ের আঙ্গুলে খিলধরা। প্রথমে ত্বক্ শুষ্ক ও গরম অথবা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা ও চট্‌চটে ঘাম। রোগীর শরীরাভ্যন্তরে অত্যন্ত জ্বালা হয়। ত্বক্ ঠাণ্ডা অথবা শুষ্ক, কিন্তু পরক্ষণেই ঠাণ্ডা ও অল্প পরিমাণে ঘর্ম্ম।

রোগী শীঘ্র শীঘ্র ভয়ানক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। নাড়ী দ্রুত ও

প্রায় পাওয়া যায় না। প্রাতঃকালে নাড়ীর গতি দ্রুত ও সন্ধ্যাকালে হ্রাস; রোগী শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

এই ঔষধ বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। রীতিমত প্রয়োগ না হওয়াতে অনেক সময়ে উপকার হওয়া দূরে থাকুক, অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। অনেক চিকিৎসক ইহার উপসর্গ সকলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তরুণরোগে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার সদৃশ-লক্ষণাক্রান্ত অন্যান্য ঔষধ হইতে ইহাকে নির্ব্বাচন করিতে হইলে দেখা আবশ্যক যে, পিপাসা ও অস্থিরতা সম্পূর্ণরূপ বর্ত্তমান আছে কি না। কারণ এই দুই উপসর্গ ও শ্লেষ্মাযুক্ত মলে, দুর্গন্ধবিহীন ও জলবৎ মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকা একান্ত আবশ্যক এবং তাহা হইলেই এই ঔষধ প্রযোজ্য।

ব্যাপ্‌টিসিয়া।

(BAPTISIA TINCT.)

মল—শুষ্ক রক্তমিশ্রিত; রক্তবর্ণ শ্লেষ্মাযুক্ত; অল্প অল্প, বার বার; কৃষ্ণবর্ণ পাতলা মল; পীতবর্ণ; জলীয়; গাঢ় ধূসরবর্ণ শ্লেষ্মা ও রক্তবিশিষ্ট; অত্যন্ত দুর্গন্ধবিশিষ্ট; বিনা কষ্টে মলত্যাগ।

বৃদ্ধি—গ্রীষ্মকালে; বসন্ত ঋতুতে; বিকারজ্বরকালীন (Typhoid fever); দিনের বেলায় ও রাত্রিতে, শক্ত বস্তু আহারে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—হাইপোকণ্ড্রিয়াতে বেদনা; শীত, পৃষ্ঠদেশে ও অন্যান্য অঙ্গে বেদনা।

মলত্যাগকালীন—কোঁথ দেওয়া; বেদনা • বরাবর থাকে।

মলত্যাগের পর—কোঁথ দেওয়া।

আনুষঙ্গিক—এলোমেলো বকা ও অজ্ঞানতা; কথা বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়া। ভাঙ্গিয়া দোমোড় হওয়া জ্ঞান ও ভগ্নশরীরের অংশ কুড়াইবার জন্য বিছানা হাতড়ান।

মুখে ঘা, বিশেষতঃ যাহাদিগের মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত অনেক দিন হইতে ঘা আছে; দুগ্ধপোষ্য বালকদিগের মুখে ঘা; নাড়ি কাল এবং তথা হইতে রক্ত ও পচা দুর্গন্ধ বাহির হয়। জিহ্বার মধ্যস্থলে পীত ও ধূসরবর্ণ ময়লা পড়া এবং ধার লাল ও চাক্‌চিক্যশালী। অল্প পিপাসা বা পিপাসাহীনতা, তলপেটে দুর্ব্বল বোধ; বমনেচ্ছা বা বমন; বালকেরা তরল বস্তু ভিন্ন আর কিছু খাইতে চায় না। শক্ত বস্তু খাইতে দিলে গলায় বাধে; যকৃৎ ও পিত্তকোষে বেদনা; প্রস্রাব ও ঘর্ম্ম অত্যন্ত দুর্গন্ধবিশিষ্ট, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ; অল্প পরিমাণে জ্বর এবং নাড়ী পূর্ণ ও মৃদু; অনিদ্রা অথবা নিদ্রাকালীন স্বপ্ন দেখা; সমস্ত শরীরে ক্ষত বোধ হয় ও তজ্জন্য রোগী ছট্‌ফট্ করে; রোগযন্ত্রণা হইতে দুর্ব্বলতা বেশী অনুভব করা।

অভিজ্ঞতায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, উদরাময় ও রক্তামাশায় যখন টাইফয়েড আকার ধারণ করে, তখন এই ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক হয়। কোঁথ দেওয়া ও বিনা কষ্টে মলত্যাগ, উপরি-উক্ত প্রকার জিহ্বা ও মানসিক উপসর্গ সকল প্রত্যক্ষ করিয়া সম-লক্ষণাক্রান্ত অন্যান্য ঔষধ হইতে এই ঔষধ পৃথক করিয়া লওয়া উচিত।

IMPERIAL LIBRARY

বেলেডনা।

(BELLADONNA.)

মল—পাতলা, সবুজবর্ণ, শ্লেষ্মাযুক্ত ; রক্তমিশ্রিত আম ; ছিবড়া ছিবড়া পীতবর্ণ আম, সাদা আম ; চুণের ন্যায় সাদা ; কাদার বর্ণ, জলীয় ; অল্প পরিমাণে ; বার বার অনিচ্ছায় মলত্যাগ ; অম্লগন্ধযুক্ত (দুর্গন্ধ) মল।

বৃদ্ধি—বৈকালে ; নিদ্রার পর ; শীতল বস্তু আহারের পর ; চুল ছাঁটিয়া ফেলার জন্য ঠাণ্ডা লাগিলে ; গ্রীষ্মকালে ; টাইফয়েড বিকার জ্বরে ; নড়িলে চড়িলে ; চাপিলে (বেদনা)।

হ্রাস—বক্র হইলে (বেদনা)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—ঘর্ম্ম ; তলপেটে গরম বোধ ; চিমটী কাটা ও মুচড়িয়া ধরার ন্যায় বেদনা ; মলদ্বারে ও পুরুষাঙ্গে বেগ, বোধ হয় যেন মল, মূত্র বাহির হইবে।

মলত্যাগকালীন—কম্প, কোঁথপাড়া ; বমনেচ্ছা ; মলদ্বারে জ্বালা ও ঘর্ম্ম।

মলত্যাগের পর—কোঁথপাড়া।

আনুষঙ্গিক—মাথা গরম ও হাত পা ঠাণ্ডা। হঠাৎ চমকিয়া উঠা ; মাথা এপাশ ওপাশ করা ; প্রলাপ, নিদ্রাকালীন অথবা ঘুম অন্তে বেশী ; এক বিছানা হইতে অন্য বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছা ; উদ্যমহীন, মুখ মলিন ও ঠাণ্ডা ; শিরচক্ষু ; কনীনিকা (চক্ষুর তারা) বিস্তৃত ; দন্ত কড়মড়ি ; মুখ বিকৃত অবস্থাপন্ন ; কেরোটিড নামক ধমনী দপ্ দপ্ করে ; বালকেরা বিরক্ত

হয় ও কাঁদে ; জিহ্বা শুষ্ক ও লালবর্ণ অথবা লালের উপর দুইটী সাদা দাগ পড়ে ; জিহ্বা সজল, কিন্তু মুখ শুষ্ক হয়।

লালা নির্গত হয় ; তৃষ্ণা বেশী হয় না, কিন্তু সর্ব্বদা মুখ ভিজাইতে ইচ্ছা হয়, অথবা অত্যন্ত পিপাসা হয় ও ঠাণ্ডা জল খাইতে ইচ্ছা হয়। মুখ খোলা ও যেন কিছু চিবাইতে থাকে। অম্ল বস্তু, মদ বা মাংস আহারে অনিচ্ছা ; তলপেট স্ফীত হয় ও টন্ টন্ করে ; তলপেটের মধ্যে ক্ষত বোধ হয় ; বামপার্শ্বে বেদনা ; বাগে বেদনার বৃদ্ধি, কাটিয়া ও ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় তলপেটে বেদনা ; বমনেচ্ছা বা বমন ; ঢেকুর উঠা ; প্রস্রাব বন্ধ বা অধিক পরিমাণে হয় ; অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ ; অজ্ঞানাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে বা কোন অংশে খেঁচনী, শরীর গুটাইলে বা আলো জ্বালিলে পুনরাক্রমণ ; শুষ্ক অথবা গরম ঘাম, শক্ত, দ্রুত ক্ষীণ নাড়ী। নিদ্রাবস্থায় শিরা মোচড়ান, নিদ্রিতাবস্থায় অর্দ্ধনেত্র ও গোঙড়ান ; তন্দ্রা, কিন্তু নিদ্রা হয় না। বেদনা হঠাৎ হয় ও হঠাৎ যায়।

বেলেডনা পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা বালকদিগের পক্ষেই বিশেষ কার্য্যকারী হয়। বালকদিগের কঠিন উদরাময় রোগে অনেক সময় কেবল এই ঔষধের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। তন্দ্রা, মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠা, শুষ্ক গরম ভাব এবং বার বার জলপান, এই ঔষধের প্রধান উপসর্গ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

ব্রাইওনিয়া।

(BRYONIA ALB.)

মল—ধূসরবর্ণ পাতলা ; কৃষ্ণবর্ণ ; পাতলা রক্তসংযুক্ত ; অপরিপাক ; সবুজ জলবৎ ; গাঢ় সবুজবর্ণ, অধিক পরিমাণে ; ঈষৎ ধূসরবর্ণ।

মলত্যাগকালীন—মলদ্বারে জ্বালা ; বমন ; পিপাসা ; নিদ্রাযুক্ত ; শীতানুভব ; দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ।

মলত্যাগের পর—গরম, নিদ্রালুতা।

আনুষঙ্গিক—যে সকল বস্তু পাওয়া যায় না তাহার জন্য ইচ্ছা ; কিম্বা কোন বস্তু দিলে লইতে অনিচ্ছা। খুঁতখুঁতে ; সহজে রাগান্বিত হওয়া ; প্রলাপ ; বিছানা হইতে উঠিয়া বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছা ; দিবসের কার্য্যের পুনরাবৃত্তি, মাথা গরম ও হাত দিয়া বার বার মাথা নাড়া ; বালিশের নীচে মাথা গুঁজিয়া দেওয়া ; অথবা এপাশ ওপাশ করা ; চক্ষু উজ্জ্বল ও একদৃষ্টি ; নিদ্রিতাবস্থায় চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত ; শব্দ বা আলো অসহ্য বোধ হয়, পৃষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, স্ফীত ও ফাটা ; মুখ এত শুষ্ক হয় যে, বালকদিগের মুখ একটু জল দিয়া ভিজাইয়া না দিলে স্তন্যপান করিতে পারে না ; জিহ্বা শুষ্ক, লালা ধূসর, সাদা বা পীতবর্ণ। অনেকক্ষণ অন্তর জল খায়, কিন্তু অধিক না খাইলে পিপাসার শান্তি হয় না। মুখে তিক্ত স্বাদ ; আহারীয় বস্তু তিক্ত লাগে ; বমনোদ্রেক ও উঠিয়া বসিলে মূর্চ্ছা ; ঠাণ্ডা বা টক বস্তু, মাংস ও কফি পান করিবার ইচ্ছা ; পীত ও সবুজবর্ণ শ্লেষ্মাযুক্ত তিক্ত

বস্তু বমন ; আহার ও পানের পর পাকস্থলীতে বেদনা ; প্রস্রাব গাঢ় লাল ও পরিষ্কার ; চুপ করিয়া শুইয়া থাকিবার ইচ্ছা।

ব্রাইওনিয়া পেটের পীড়ার স্বাভাবিক ঔষধ নহে অথবা ঐ পীড়ায় ইহার ব্যবহার অধিক করা অনাবশ্যক ; কিন্তু ইহার উপসর্গগুলি সুস্পষ্ট ; সুতরাং যে চিকিৎসক উপরি-উক্ত লক্ষণগুলির প্রতি বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিয়া এই ঔষধ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবেন, তিনি কখনই ইহার মূল্যবান্ ফললাভে বঞ্চিত হইবেন না।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব।

(CALCARIA CARB.)

মল—পীতবর্ণ মল ; সাদা কর্দ্দমবৎ ; সবুজ ; চা-খড়ির ন্যায় সাদা ; জলবৎ ; ফেণাযুক্ত ; সাদা চট্‌চটে, মাখনের ন্যায় ; পীতবর্ণ জলবৎ মল, কাপড়ে দাগ পড়া ; পচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধ ; টক ; অনিচ্ছায় মলত্যাগ ; ক্ষীরের ন্যায়, অপাচ্য বস্তু নির্গমন ; অধিক পরিমাণে ; বার বার।

বৃদ্ধি—হৃষ্টপুষ্ট বালকদিগের ; স্ক্রফিউলা-ধাতুবিশিষ্ট লোক-দিগের ; বালকদিগের দন্ত উঠিবার সময় ; দুধ ছাড়ার সময় ; গ্রীষ্মকালে ; বৈকালে ; মিষ্টদ্রব্য ভোজনে ; অস্বাভাবিক বস্তু ভোজনে ; স্নানকালে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—টাটানি, বমনোদ্রেক।

মলত্যাগকালীন—বিমর্ষ ; উদরে ছিদ্রবৎ বেদনা।

মলত্যাগের পর—অবসন্নতা ; শ্রান্তিবোধ।

আনুষঙ্গিক—বালকেরা বাচাল ও একগুঁয়ে হয় এবং ভয়ানক কাঁদিতে থাকে; রাত্রিতে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়, কাঁদে ও তাহাদিগকে বিছানা হইতে উঠাইলে ভীত চেহারা দৃষ্ট হয়।

মস্তকাবরণ-ত্বক্ এত পাতলা হয় যে, শিরা দেখা যায়; চর্ম্ম শুষ্ক; মুখ কখন কখন চক্‌চকে হয়; কিন্তু প্রায়ই বিবর্ণ, বসিয়া যাওয়া (Sunken), শীর্ণ; রেখা-বিশিষ্ট (Wrinkled), শীতল; কলীনিকা বিস্তৃত; উপর ঠোঁট স্ফীত; মাড়ী স্ফীত; মুখে ঘা; মুখ পর্য্যায়ক্রমে শুষ্ক ও লালাযুক্ত; দন্ত নির্গমনে বিলম্ব হয় ও তৎকালে মূর্চ্ছা ও খক্‌খুকে কাশী হয়; সর্ব্বদা শীতল জলপানের ইচ্ছা, বিশেষতঃ রাত্রিতে; মদ, লবণ ও মিষ্ট দ্রব্য ভোজনের ইচ্ছা, প্রাতঃকালে অত্যন্ত ক্ষুধা; ডিম্ব খাইতে ইচ্ছা হয়। মুখে ও আহারে তিক্ত স্বাদ; অম্ল বমন ও পেট গড়্‌গড়ানি, বিশেষতঃ অম্ল পদার্থ ও দুগ্ধ উঠিয়া পড়ে; পাকস্থলী কড়ার ন্যায় স্ফীত হয়।

তলপেট স্ফীত ও বিস্তৃত, তৎসঙ্গে দুর্ব্বলতা ও অত্যন্ত ক্ষুধা। মেসেণ্টেরিক ও সারভিক্যাল গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি; মূত্র বন্ধ অথবা মূত্রত্যাগে কষ্টবোধ হয়; প্রস্রাব পরিষ্কার কিন্তু উগ্র ও দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট। প্রস্রাব কোন কোন সময়ে গাঢ় ধূসরবর্ণ ও সাদা সেডিমেণ্ট মিশ্রিত; পেটের মধ্যে কৃমি হাঁটিয়া বেড়ানর ন্যায় বোধ হয়। মলদ্বার দিয়া অল্প অল্প জল নির্গত হয়, তাহাতে লবণের গন্ধ পাওয়া যায়। হাত ও কনুই পর্য্যন্ত শীতল। বালকেরা রাত্রি ২।৩টা পর্য্যন্ত ঘুমায় না এবং সমস্ত দিবস ঝিমায় ও দুর্ব্বল থাকে। রাত্রিতে কাঁদিয়া ঘুমের ব্যাঘাত করে ও জাগিলে মাথা খোঁড়ে। ত্বক্ শুষ্ক, গরম অথবা শীতল ও চট্‌চটে। দুর্ব্বলতা ও পৃষ্ঠদণ্ড

বক্র; গলা এত সরু হয় যে, মাথার ভার-বহন করিতে পারে না। পায়ের নলা বক্র, পায়ের অঙ্গুলি শিথিল। অস্থি দুর্ব্বল ও সহজেই নোয়ান যায়।

দুর্ব্বলতা, নিদ্রাকালে মস্তকে ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ মাথার পশ্চাদ্দিক এত ঘামে যে বালিস ভিজিয়া যায়; হাঁটু চট্-চটে; পা শীতল।

মলত্যাগের উপসর্গ অপেক্ষা ব্যক্তিবিশেষের ধাতু ও অন্যান্য উপসর্গের প্রতি অধিক লক্ষ্য করিয়া ক্যাল্‌কেরিয়া প্রয়োগ করা উচিত। সুতরাং সোরা নামক বিষের দোষযুক্ত (Psoric) ব্যক্তিদিগের এই ঔষধে বিশেষ উপকার হয়। প্রস্রাবের দুর্গন্ধ বিশেষরূপ লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন, কিন্তু ইহার গন্ধ একবার নাকে গেলে আর তাহা ভুলা যায় না এবং প্রস্রাবের রং দেখিয়া বেন্‌জয়িক এসিডের লক্ষণাক্রান্ত প্রস্রাব হইতে ইহাকে পৃথক করিতে পারা যায়। বালকদিগের রক্তাশয় রোগ আরোগ্য হইয়া যখন ক্রমাগত বায়ুনিঃসরণ হইতে থাকে, তখন এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী হয়।

ক্যালকেরিয়া ফস্ফরিকম্।

(CALCARIA PHOS.)

মল—সবুজবর্ণ, ময়লাযুক্ত ও অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য বিশিষ্ট, উষ্ণ, জলবৎ, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, সাদা। মল নরম, কিন্তু নির্গত হইবার সময় ক্লেশ হয়, অত্যন্ত বেগে নির্গত হয়।

বৃদ্ধি—গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্ত ও কোমলাস্থি-রোগগ্রস্ত শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালে ; ফল আহারে, সন্ধ্যাকালে।

হ্রাস—বায়ু নিঃসৃত হইলে কিম্বা উপুড় হইয়া শয়ন করিলে (বেদনা)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—কর্ত্তনবৎ পেটবেদনা, মলত্যাগেরসময়ে দুর্গন্ধযুক্ত অত্যন্ত বায়ুনিঃসরণ।

মলত্যাগের পরে—পেটবেদনার নিবৃত্তি, বেদনাজনক অর্শের বলি।

আনুষঙ্গিক—অত্যন্ত খিট্‌খিটে, মানসিক বৃত্তির নিস্তেজস্কতা। মস্তকের অস্থি অত্যন্ত নরম ও পাতলা, হাত দিলে কাগজের ন্যায় খড়্‌মড়্‌ শব্দ হয়। মস্তকে ঘর্ম্ম।

গলা সরু দেখিলে বোধ হয় যেন গলা শরীরের ভার বহনে অসমর্থ। মুখশ্রী বিবর্ণ, চক্ষুদ্বয় কোটরস্থ ও তাহাদের চতুর্দ্দিক কাল। অত্যন্ত ক্ষুধা, লবণাক্ত কিম্বা শুষ্ক মৎস্য, মাংস খাইবার স্পৃহা। গ্রন্থিসমূহ স্ফীত ও অস্থি রোগগ্রস্ত, কশেরুকা মজ্জার নানাপ্রকার পীড়া। শিশুগণ অনেক বিলম্বে চলিতে শিখে, কারণ তাহাদের পদদ্বয় অত্যন্ত দুর্ব্বল।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, গণ্ডমালা ধাতু ও কোমলাস্থিরোগগ্রস্ত শিশুগণের উদরাময় প্রভৃতি পীড়ায় ক্যাল্‌কে-ফস্‌ একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, সাইলিসিয়া ও সল্‌ফর প্রভৃতি ঔষধ হইতে ইহার লক্ষণাবলী পৃথক্‌ করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক যথাসময়ে প্রয়োগ করিলে শত সহস্র শিশু অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

ক্যাম্ফর।

(CAMPHOR.)

মল—গাঢ় সবুজবর্ণ; কাল; মাটীর ন্যায় মল, জলীয় পাতলা; অনিচ্ছায় মলত্যাগ; হঠাৎ আক্রমণ। সাদাবর্ণের ময়লা জলের ন্যায় অপরিপাক বস্তুর ছিব্‌ড়া; বার বার; অনিচ্ছায় (রাত্রিকালে) মল নিঃসরণ; পচা মাখনের ন্যায় গন্ধ; পচা ও পরক্ষণেই কোষ্ঠবদ্ধ।

বৃদ্ধি—ওলাউঠার সংক্রামক সময়ে, প্রখর রৌদ্রের জন্য, শীতল বস্তু আহারের পর, জ্বরে।

রাত্রি ২টা কি ৩টার সময়; প্রথমেই শয্যা ত্যাগ করিয়া হাঁটিয়া বেড়াইলে; গ্রীষ্মকালে; যখন গরম বেশী হইতে থাকে; রাত্রিতে; শরীরে কণ্ডু বসিয়া যাওয়ার পর; টাইফয়েড অবস্থায়; সমুদ্রতীরে; ঠাণ্ডা লাগানর পর; ঠাণ্ডা জল পানের পর; দুগ্ধ পানের পর; সিদ্ধ ফল ও শাক সবজী আহারের পর; রাগ বা বিরক্তি জন্য; উঠিয়া বসিলে (বমনেচ্ছা), নড়িলে বা হাত পা নাড়াচাড়া করিলে।

হ্রাস—স্থিরভাবে থাকিলে; তলপেটে ভর করিয়া বক্র হইয়া বসিলে (বেদনা)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—বেদনা; কাঁটা বেঁধার ন্যায় বেদনা; বমনোদ্রেক।

আনুষঙ্গিক—অত্যন্ত চিন্তা ও উৎসাহশূন্যতা; মানসিক

দুর্ব্বলতা, মাথাঘোরা; সর্ব্ব শরীর বরফের ন্যায় হিম হইয়া যায়; কম্পন, শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্ম। কখন কখন ঘর্ম্ম রাত্রিতে আরম্ভ হইয়া প্রাতঃকালে ছাড়িয়া যায়, গাত্র শীতল, কিন্তু বর্ণের ব্যত্যয় হয় না। মুখমণ্ডল বিষণ্ণ, হরিদ্রাবর্ণ, বরফের ন্যায় শীতল; উপরের ঠোঁট উঁচু হইয়া উঠে ও দন্ত বাহির হইয়া পড়ে; মুখে ফেণা উঠা।

চোক্ বসিয়া যাওয়া ও বক্রদৃষ্টি। অস্থির ও একদৃষ্টে চাহনি, অলোতে বিরক্তি বোধ; পিপাসাহীনতা অথবা অত্যন্ত পিপাসা, বমনেচ্ছা বা বমন। মূর্চ্ছা ও তৎসঙ্গে পাকস্থলীতে চাপ বোধ ও বেদনা। পাকস্থলীতে চাপ দিলে বেদনা অনুভূত হয়, পাকাশয়ে এবং গলায় জ্বালা, হস্ত পদে খিল ধরা। হঠাৎ বলক্ষয় হইতে থাকে; দাস্ত বমন হঠাৎ বন্ধ হয়, বালকেরা অজ্ঞান হইয়া পড়ে, মুখ ও হাত নীলবর্ণ হয়, জিহ্বা শীতল, শরীর বরফের ন্যায় শীতল। স্বর গভীর ও ক্ষীণ। খিল ধরা ও মূর্চ্ছা। বিনা কষ্টে মলত্যাগ। মুখে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম।

ওলাউঠা—শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল করিয়া পতনাবস্থা আনয়ন করে। অনেক সময় মলত্যাগ ও বমন হয় না। রোগীর গাত্র মৃত দেহের ন্যায় শীতল, কিন্তু উহা বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিতে পারে না।

উদরাময় রোগের প্রথম আক্রমণসময়ে ক্যাম্ফর অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ কিন্তু শেষাবস্থায় ঐ সকল উপসর্গে ভেরেট্রম, কিউপ্রম ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়। পতনাবস্থায়

ক্যাম্ফর, দাস্ত ও বমন হইলে ভেরেট্রম, ও খেঁচনী থাকিলে কিউপ্রম ব্যবহার করা উচিত।

ক্যান্থারিস্।

(CANTHARIS).

মল—পীতবর্ণ, ধূসরবর্ণ, জলীয়, সাদা অথবা ঈষৎ লাল ও আমযুক্ত।

রক্তমিশ্রিত চামড়ার ন্যায়; অথবা ধৌত মাংসের ন্যায়। ফেনাযুক্ত, বার বার; অল্প পরিমাণে, দুর্গন্ধযুক্ত। রক্তবর্ণ আম; সবুজবর্ণ আম।

বৃদ্ধি—রাত্রিতে, সন্ধ্যাকালে, দিনের বেলায় বা কফি পানের পর (বেদনা)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—অত্যন্ত বেদনা, বেগ দেওয়া, হাইপোগেষ্ট্রীয়মে চিম্‌টি কাটার ন্যায় বেদনা।

মলত্যাগকালীন—শূলবৎ ও চিম্‌টী কাটার ন্যায় বেদনা বর্ত্তমান থাকে। মলদ্বারে বেদনা। চাপ অথবা বেগ দিতে গেলে চক্ষুতে জল আইসে। মলদ্বারে বেদনা। হার্নিস বাহির হইয়া পড়া।

মলত্যাগের পর—শূলবৎ বেদনা কিছু কম হয়। কোঁথপাড়া; মলদ্বারে পুড়িয়া যাওয়া, কাটা ও খোচানর্ ন্যায় জ্বালা করা, কম্প। জল ঢালিয়া দিলে যেরূপ শীত হয় সেইরূপ শীত, কিন্তু শরীরাভ্যন্তরে অত্যন্ত গরম থাকে।

আনুষঙ্গিক—ভয়ের সহিত অস্থিরতা, টন্‌টনানি ; মুখ বিশ্রী ও বিবর্ণ ; বেদনার সময় মৃত ব্যক্তির ন্যায় চেহারা ; ঠোঁট, জিহ্বা ও তালু শুষ্ক। মুখে ও গলায় ফুস্‌কুড়ি ও ক্ষত, ঠোঁঠ শুষ্ক, বেদনার সময় একটু একটু অথবা অত্যন্ত পিপাসা। জলপানে অনিচ্ছা, কারণ ইহাতে গলা বন্ধ হইয়া যায়। খাদ্য গ্রহণে ও তামাকু সেবনে অনিচ্ছা। অন্ত্রে ও তলপেটে অত্যন্ত জ্বালা ও হাত দিলে বেদনা বোধ হয়।

বার বার প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু মূত্রদ্বার বেদনা করে ও প্রস্রাব হয় না। প্রস্রাবের পর জ্বালা, প্রস্রাব বন্ধ হইয়া গেলে মূর্চ্ছা ও খেঁচুনী।

পতনাবস্থা, নাড়ী ক্ষীণ, হাত পা ঠাণ্ডা। অভ্যন্তরে পুড়িয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা, কিন্তু শরীরের উপর ঠাণ্ডা।

অন্ত্রে ঝিল্লি ধ্বংসবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড দেখিতে পাইলে ক্যাম্ফ্যারিস সহোপকারক।

কেপ্‌সিকম্‌।

(CAPSICUM.)

মল—আমসংযুক্ত, রক্তমিশ্রিত আম ; চট্‌চটে আম ; পাতলা এঁটেল, কর্দ্দমের ন্যায় কাল, রক্তসংযুক্ত। বার বার ; অল্প পরিমাণে জোরে নির্গত হয়।

বৃদ্ধি—পাতলা-ধাতু-বিশিষ্ট লোকদিগের ; রাত্রিকালে, জলপানের পর ; বায়ুতে থাকিলে ; বিশেষতঃ গরম বায়ুতে (বেদনা)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—কর্ত্তনবৎ বেদনা; পিত্তশূল, নাভি-প্রদেশে বেদনা।

মলত্যাগকালীন—কর্ত্তনবৎ বেদনা বর্ত্তমানই থাকে, কোঁথ দিলে মলদ্বারের নিম্নে জ্বালা, সঙ্গে সঙ্গে দপ্‌দপানি বেদনা; সেক্রমে বেদনা।

মলত্যাগের পর—কোঁথপাড়া, মলদ্বারে জ্বালা করা, পিপাসা, জলপান করিলে কম্প, পৃষ্ঠে টেঁশে ধরার ন্যায় বেদনা।

আনুষঙ্গিক—ইন্দ্রিয় সবল ও উত্তেজিত হয়, বাড়ী যাওয়ার জন্য ব্যগ্রতা, গাল রক্তবর্ণ ও অনিদ্রা। ঠোঁট স্ফীত ও ফাটা। জলবৎ আস্বাদ, পচা জলপানের ন্যায় পচা স্বাদ, পিপাসাহীনতা, খাদ্যদ্রব্য অম্ল বোধ হয়, মুখে অম্ল স্বাদ। মুখে ঘা ও নিশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত, কফি পানের ইচ্ছা ও পান করিলে বমনোদ্রেক। তলপেট বিস্তৃত, উদরে ঠাণ্ডা বোধ।

মূত্রস্থলীতে বেগ দেওয়া, বার বার প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু প্রস্রাব হয় না ও মূত্রস্থলীতে জ্বালা করে। হাইতোলা ও অনিদ্রা।

কেপ্‌সিকম্ রক্তাশয় রোগের একটী প্রধান ঔষধ। ইহা ক্যাম্থারিসের সহিত সমলক্ষণাক্রান্ত, কিন্তু পরস্পর তুলনা করিলে উপসর্গগুলি বাছিয়া লওয়া যায়। যদি ইহাতে ভ্রম জন্মে তবে দেখিতে হইবে যে, মলত্যাগের পর জল থাইলে কম্পন ও পৃষ্ঠদেশে টানিয়া লওয়ার ন্যায় বেদনা এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ, সুতরাং মার্কুরিয়স কর ও নক্সভমিকা হইতে, এই দুই লক্ষণ দেখিয়া, এই ঔষধ প্রভেদ করা যায়।

কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস।

(CARBO VEGETABILIS.)

মল—পাতলা মলিন শ্লেষাযুক্ত; রক্তসংযুক্ত; (পাতলা মল) ধূসরবর্ণ; জলীয় কর্দ্দমবৎ অল্প রক্তযুক্ত। আদভাঙ্গা কৃষ্ণবর্ণ মল। বার বার; অনিচ্ছায় মলত্যাগ, মলে পচা মড়ার গন্ধ।

বৃদ্ধি—ভয়ানক তরুণ পীড়ার পর অথবা দীর্ঘকাল পীড়া ভোগ করার পর। শরীরের জলীয় অংশ নাশ হওয়াতে; অত্যন্ত গরম হইলে যদি বরফ বা কুল্পি খাইয়া উদর ঠাণ্ডা হয়, তৈলাক্ত বস্তু আহারে; নষ্ট অথবা তীব্রগন্ধবিশিষ্ট বস্তু, বিশেষতঃ চিঙ্গড়ী মাছের ন্যায় সমুদ্রজাত শেল মৎস্য ভোজনে, গ্রীষ্মকালে, রাত্রিতে; রৌদ্রে অথবা অগ্নিতে শরীর তাপিত হইলে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—সামান্য কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মলত্যাগকালীন—মলদ্বারে জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা; নরম মলত্যাগ করিবার সময় কোঁথ দেওয়া; প্রসববেদনার ন্যায় বেগ দিতে হয়। দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ।

মলত্যাগের পর—মলদ্বারে জ্বালা, কম্পের সহিত দুর্ব্বলতা; মলদ্বারে ও পেরিনিয়মে চুলকানি। মলদ্বার দিয়া অল্প অল্প জল নির্গত হয়।

আনুষঙ্গিক—অস্থিরতা ও চিন্তা, ৪টা হইলে ৬টা পর্য্যন্ত বেশী হয়। বালকেরা খুঁতখুঁতে হয়; মারে, কামড়ায় এবং

লাথি মারে; মুখ ঈষৎ সবুজবর্ণ, মলিন হয়; গাল লাল অথবা চট্‌চটে ঘর্ম্মযুক্তও হয়। দন্ত ও মাড়ির গোড়া হইতে সহজে রক্ত নির্গত হয়। কফি পানের ইচ্ছা; তীব্রগন্ধযুক্ত আস্বাদ, আহারের পর তলপেট এত স্ফীত হয় যে, যেন ফাটিয়া যাইবে। তলপেটে ও বৃহৎ অন্ত্রে স্থায়ী জ্বলনবৎ বেদনা, বার বার তীব্রগন্ধযুক্ত উদ্গার উঠে, সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে সূত্রবৎ লালা নির্গমন, অধিক পরিমাণে পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, চর্ম্ম মলিন, সবুজবর্ণ ও শীতল; পায়ের নলা হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা। মূত্রবন্ধ ও মূত্র দুর্গন্ধযুক্ত; গ্রন্থি স্ফীত; ক্ষীণ।

ওলাউঠায়—রোগের প্রারম্ভে উদর হইতে রক্তস্রাব; দাস্ত না হইয়াই পতনাবস্থা উপস্থিত হয়; নাক, গাল আঙ্গুলের অগ্রভাগ বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা; নিশ্বাস ধীরে ধীরে ও কষ্টে ফেলিতে হয়। পাখার বাতাস সেবনের ইচ্ছা হয়। পায়ের নলায় ও উরুতে খিলধরা; নড়িলে চড়িলে হিক্কা; বমন; স্বরভঙ্গ; নাড়ী সূত্রবৎ, কখন পাওয়া যায়, কখন পাওয়া যায় না, জ্ঞান একটু একটু থাকে, আবল্য। নিদ্রা ও তৎকালীন দাস্ত, বমি ও খিলধরা থাকে না। আক্ষেপযুক্ত খেঁচুনী ও তৎসঙ্গে সঙ্গেই মস্তিষ্কে ও বক্ষে রক্তাধিক্য।

ওলাউঠা ভিন্ন উদরাময় রোগের প্রথম অবস্থায় কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না কিন্তু রোগের শেষাবস্থায় একমাত্র এই ঔষধেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়। হোমিওপেথিক মতে যে সকল রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে তাহাদের অপেক্ষা

যাহারা এলোপেথিক চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন ছিল, সেই সকল রোগীতে এই ঔষধ প্রথম প্রয়োগ ব্যবস্থেয়। ইহার পর আর্সেনিক, চায়না, মার্কুরিয়স সল ও সোরিনম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বহুদিবসের উদরাময় রোগের পর দুর্ব্বলতা হইলে এই ঔষধ মহোপকারী।

কার্ব্বলিক এসিড।

(CARBOLIC ACID.)

মল—দুর্গন্ধযুক্ত ; চাউল-ধোয়া জলের মত, পচা ডিম্বের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত ; পাতলা আঠার ন্যায়, নাড়িলে পাতলা ফিতার ন্যায় উঠিয়া পড়ে। রক্ত ও শ্লেষ্মাযুক্ত, পিত্তযুক্ত, জলবৎ। পতনাবস্থায় পাতলা জলের ন্যায় কাল বর্ণের মল অসাড়ে নির্গত হয়। রাত্রিতে শয্যায় অসাড়ে মলত্যাগ হয়। উদরাময়, পরে কোষ্ঠবদ্ধ।

বৃদ্ধি—দুর্গন্ধযুক্ত পয়ঃপ্রণালী। প্রসবানন্তর জ্বরে ; মস্তিষ্কে জল-সঞ্চয় পীড়ার সময় (হাইড্রাকেফেলাস)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—বারম্বার মলত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা।

মলত্যাগকালীন—কোঁথ পাড়া, পেটে বেদনা ও বমনোদ্রেক।

আনুষঙ্গিক—অস্থির রোগী সর্ব্বদা যন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া ক্রন্দন করে। হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া চমকিয়া উঠে। বমন

করে। জিহ্বা শুষ্ক ও গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের ময়লায় আবৃত। মূত্র কৃষ্ণবর্ণ অথবা ঈষৎ কৃষ্ণাভ হরিদ্বর্ণ।

ডাক্তার পিয়ারসন সাহেব বলেন যে, দুর্ব্বলকারী উদরাময় রোগে কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস ও সোরিনাম প্রয়োগে কোন ফল না হইলে এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার দর্শে।

কষ্টিকম।

(CAUSTICUM.)

মল—জলীয় মল ; সাদা আম ; অনিচ্ছায় মলত্যাগ।

বৃদ্ধি—সন্ধ্যাকালে, রাত্রিতে, তলপেটে শীতল বায়ু লাগিলে ; টাট্‌কা মাংস খাওয়ার পর, স্ক্রফিউলা-ধাতুবিশিষ্ট বালকগণের।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—তলপেটে মোচড়ানর ন্যায় বেদনা।

মলত্যাগকালীন—মাথাঘোরা।

মলত্যাগের পর—বমনেচ্ছা, মুখ দিয়া লবণাক্ত জল উঠা, মাথাঘোরা।

আনুষঙ্গিক—সামান্য কারণেই শিশু ক্রন্দন করিয়া উঠে, অপরিচিত লোক দেখিয়া ভীত হওয়া, অন্ধকারে শয্যায় যাইতে ভয় হয়, স্মরণশক্তির হ্রাস হওয়া, মুখ পীতবর্ণ, গলার মধ্যে চাপবোধ, গলনালীতে ভাত বা অন্য কোন পদার্থ বাধিয়া থাকা বোধ হয় ও সর্ব্বদাই গলাধঃকরণ করিতে ইচ্ছা

হয়, আহারের সময় আরাম ও আহারের পর কষ্ট বোধ হয়, মিষ্ট দ্রব্য ভোজনে অনিচ্ছা, টাট্‌কা মাংস ভোজনে বমনোদ্রেক হয় ও মুখ দিয়া জল উঠে, বাসি মাংস খাইতে ইচ্ছা হয়। শীতল জল খাইবার ইচ্ছা, পাকাশয় ভারি বোধ, কাপড় ঢিলা করিয়া পরিতে ইচ্ছা হয়, তলপেট স্ফীত ও শক্ত, শরীর ক্ষয় হইতে থাকে এবং শরীরের পরিমাণে পা অত্যন্ত সরু হয়। শিশু সোজা হইয়া চলিতে পারে না, চলিতে চলিতে পড়িয়া যায়।

রাত্রিতে, বেড়াইতে বেড়াইতে এবং কাশিতে কাশিতে অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ হয়। কষ্টিকম প্রায়ই রোগের পুরাতন অবস্থায় ব্যবহৃত হয়; বিশেষতঃ টাট্‌কা মাংস খাইয়া যদি পেট ফাঁপিয়া পীড়া পুনরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

ক্যামমিলা।

(CHAMOMILLA.)

মল—সবুজবর্ণ চট্‌চটে আম, সবুজ ও সাদায় মিশ্রিত আম, সাদা ও পীতবর্ণ আম, সবুজ, জলীয়, পীতাভাযুক্ত জলবৎ, পরিবর্ত্তনশীল, অজীর্ণ, পিত্তসংযুক্ত কর্দ্দমবৎ আম, রক্তমিশ্রিত আম। গরম, অল্প, বার বার, পচা ডিমের ন্যায় গন্ধযুক্ত, অম্ল ও তীব্র গন্ধবিশিষ্ট, যন্ত্রণাশূন্য (সবুজবর্ণ জলবৎ)।

বৃদ্ধি—দন্ত উঠিবার সময়, ঠাণ্ডা লাগার পর, রাগ বা বিরক্তির পর, রাত্রিতে, তামাক খাওয়ার পর, সূতিকা-গৃহে, নিম্ন দিকে গমনে, ঘর্ম্ম হওয়ার পর।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—চিন্তা, বেদনা।

মলত্যাগকালীন—বেদনা, উদ্গার, বমনেচ্ছা, বিবেচন, পিপাসা, মাথাধরা, চিন্তার সহিত ঘর্ম্ম।

মলত্যাগের পর—আরাম বোধ হওয়া, মলদ্বারে টানিয়া ধরা, মলদ্বারে ক্ষত।

আনুষঙ্গিক—অনেক প্রকার দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু দিলে লইতে চায় না। খুঁত্‌খুতে, বদ মেজাজ; শিশুরা অত্যন্ত কাঁদে কিন্তু কোলে করিয়া বেড়াইলে সুস্থির হয়। মস্তকে বাতজনিত বেদনা; গালদ্বয় লাল, কখন কখন এক দিকের গাল লাল হয়, গালে রক্তবর্ণ কণ্ডু বহির্গত হয়, মাড়ি গরম ও স্ফীত। মুখ ও জিহ্বা শুষ্ক। জিহ্বার উপরে গাঢ় পীত অথবা সাদাবর্ণ ছাল পড়ে। তিক্ত, অম্ল অথবা মাটি মাটি আস্বাদ, খাদ্যে অনিচ্ছা; অত্যন্ত পিপাসা, অম্লযুক্ত খাদ্য দ্রব্য বমন, অথবা কর্দ্দমবৎ শ্লেষ্মা বমন, তলপেট শক্ত ও বিস্তৃত, পাকস্থলীতে ভার বোধ ও জ্বালা, কর্ত্তনবৎ ও ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা—যাহাতে শিশুরা বক্র হইয়া যায় ও পা গুটায়। অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ ও মূত্র উষ্ণ বোধ হয়, নিদ্রাবস্থায় কোঁকায় এবং কপালে উষ্ণ চট্‌চটে ঘর্ম্ম হয়।

আক্ষেপ, পদদ্বয় আছড়ান, হাত দিয়া চাপিয়া ধরা, মুখ এপাশ ওপাশ করা; একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা, চক্ষু এবং মুখ নিষ্প্রভ; নিদ্রা, কাশি, কাশিলে বক্ষঃস্থলে সাঁই সাঁই শব্দ শ্রুত হয়। হাইড্রোলা।

অনভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক সময় ক্যামমিলা দ্বারা রোগ

আরোগ্য করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। শিশুদিগের দন্ত উঠিবার সময় পেটের পীড়া হইলে ইহাই যে একমাত্র নির্দ্দিষ্ট ঔষধ এমত নহে। যদি শিশুদিগকে কোলে করিয়া লইয়া বেড়াইলে তাহারা সুস্থ হয়, যেরূপ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ও পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকার মানসিক লক্ষণাদি যদি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শে।

অন্যান্য লক্ষণ, বিশেষতঃ মলের লক্ষণের প্রতি মনোযোগপূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে এই ঔষধ নির্ব্বাচন করা সহজ হয়। দীর্ঘকালস্থায়ী পীড়ায় ক্যামমিলাতে সকল সময় ফল পাওয়া যায় না এবং এই একমাত্র ঔষধেই রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে পারে না, সুতরাং ইহার পর মার্কুরিয়স সল ও সল্ফর ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

চেলিডোনিয়ম্।

(CHELIDONIUM.)

মল—পাতলা; উজ্জ্বল পীতবর্ণ মল; ধূসরবর্ণ জলবৎ; আম ঈষৎ সাদাবর্ণ।

বৃদ্ধি—রাত্রিতে; (সাদা জলবৎ)।

হ্রাস—সুরাপানে (বেদনা), গরম জল পানে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—তলপেট গড় গড় করা, বমনোদ্রেক।

মলত্যাগের পর—পেট গড় গড় করা।

আনুষঙ্গিক—স্ফূর্ত্তিহীন; বিমর্ষ; জিহ্বার উপরে কর্দ্দমের ন্যায় সাদা ছাল পড়ে, তিক্ত আস্বাদ, কিন্তু খাদ্যে স্বাভাবিক আস্বাদ; ধাতুনির্ম্মিত বস্তুর ন্যায় আস্বাদ; ক্ষুধামান্দ্য, সুরা-

পানের ইচ্ছা, দুগ্ধ ও জল খাইবার ইচ্ছা এবং খাইতে ভাল লাগে, সিদ্ধ মাংস খাইতে অনিচ্ছা, তলপেটে বেদনা ও খাইলে আরাম বোধ হয়। পাণ্ডুরোগ, প্রস্রাব পরিমাণে অধিক ও ঈষৎ লাল, পীত বা সবুজ বর্ণ। দক্ষিণ স্ক্যাপুলার কোণে ক্রমাগত বেদনা। নিদ্রালুতা, কিন্তু নিদ্রা হয় না।

এই ঔষধের উপসর্গ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। উষ্ণ বস্তু পান করিবার ইচ্ছা বলবতী থাকা চেলিডোনিয়মের একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

চায়না।

(CHINA.)

মল—পীতবর্ণ জলবৎ, অজীর্ণ, ঈষৎ কাল, ঈষৎ নীলবর্ণ, পাতলা জলবৎ সাদা অথবা নীলবর্ণ, রক্তসংযুক্ত, পীতবর্ণ আম, অধিক পরিমাণে ফেনাযুক্ত, তীব্রগন্ধযুক্ত।

বৃদ্ধি—আহারের পর, রাত্রিতে, প্রত্যূষে, গ্রীষ্মকালে ফলাদি ভক্ষণে, অম্ল বিয়ার পানে, হামের পর, বসন্ত রোগের আক্রমণসময়ে, তরুণ উৎকট পীড়ার পর, শরীরের জলীয় অংশের অভাব হেতু, একদিন অন্তর একদিন বৈকালে (বেদনা)।

হ্রাস—বক্র হইলে (বেদনা)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—বেদনা।

মলত্যাগকালীন—মলদ্বারে টেঁশে ধরা, পিপাসা।

মলত্যাগের পর—মলদ্বারের মধ্যে কৃমিতে যেরূপ শুড় শুড় করে তদ্রূপ, অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ।

আনুষঙ্গিক—কোন কাজে মন লাগে না, মাথাঘোরা, মুখ মলিন ও পাণ্ডুবর্ণ; ঠোঁট শুষ্ক, কাল, ফাটা; লালা নির্গমন, জিহ্বার উপর সাদা বা পীতবর্ণ ছাল পড়া, ক্ষুধামান্দ্য, তিক্ত বা অম্লযুক্ত আস্বাদ, সকল প্রকার খাদ্যে তিক্ত স্বাদ।

অম্ল দ্রব্য, সুরা ও ফল খাইবার ইচ্ছা। সর্ব্বদাই অর্থাৎ বার বার পিপাসা, কিন্তু অল্প অল্প জল পান করা। খাদ্য দ্রব্য, জল, অম্লশ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন, প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি। চিমটী কাটার ন্যায় অত্যন্ত বেদনা, তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা, পিপাসা, বক্র হইলে আরাম বোধ ও প্রত্যেক দিন বৈকালে আরম্ভ হয়। নাভি-প্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা, ও কপালে ঘর্ম্ম, তলপেট বিস্তৃত, কিন্তু উদ্গার উঠিলে আরাম বোধ হয়। পেটের মধ্যে টগ্ বগ্ করে, পেট ফাঁপা, অধিক পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট বায়ুনিঃসরণ।

গাঢ় প্রস্রাব, নাড়ী শক্ত, দ্রুত ও এলোমেলো। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও তৎসঙ্গে বিনা কষ্টে মলত্যাগ; ঘর্ম্ম হওয়ার ন্যায় আকার, রাত্রিকালে অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম, শীঘ্র শীঘ্র শক্তিহীন ও ক্ষীণ হইয়া পড়া, বালকদিগের দীর্ঘকালস্থায়ী ওলাউঠার নিদ্রালুতা, কনীনিকা বিস্তৃত, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস; হনু (chin), নাসিকা, কর্ণলতিকা ঠাণ্ডা।

সুস্থ হইয়া উঠিলেও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; মুখমণ্ডল শ্রীহীন, কর্ণের মধ্যে ঘণ্টা বাজার মত শব্দ; শোথ হইবার উপক্রম।

কার্ব্বভেজিটেবিলিসের সহিত চায়নার অনেক সৌসাদৃশ্য

আছে; তন্মধ্যে চায়নার বিশেষ লক্ষণ এই যে, দিবসে দাস্ত হয় না, কেবল রাত্রিতেই দাস্ত হয় এবং আহারের পরই মলত্যাগ হয়। ইহার মলের লক্ষণও বিশেষ রূপ দেখা আবশ্যক। যদি উত্তমরূপে নির্ব্বাচন করিয়া প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে এই ঔষধে সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। যেখানে শোথের সম্ভাবনা দেখা যায়, সে স্থলে ইহার পর ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

সিকিউটা ভাইরোসা।

(CICUTA VIROSA.)

মল—পাতলা, কর্দ্দমবৎ; কাল দুর্গন্ধযুক্ত; বার বার; জলবৎ, হঠাৎ নির্গত হয়।

বৃদ্ধি—পূর্ব্বাহ্ণ দুইটা ও পাঁচটার সময়; চাপ দিলে (তল-পেটে বেদনা)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—হঠাৎ বেগ দেওয়া, এমন কি মল আটকাইয়া রাখা যায় না, পৃষ্ঠদেশে বেদনা; দুর্ব্বলতা।

মলত্যাগের সময়—প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত বেগ দেওয়া।

মলত্যাগের পর—মলদ্বার স্ফীত ও জ্বালা-যুক্ত; বেগ দেওয়া; মূত্রত্যাগের ইচ্ছা।

আনুষঙ্গিক—চিন্তা ও বিরক্তি, মাথাধরা; মাথাঘোরা; কনীনিকা বিস্তৃত, মুখমণ্ডল বিবর্ণ অথবা চাকচিক্যশালী, গলনলী শুষ্ক, তৎপরে পিপাসা, কয়লা খাইতে ইচ্ছা; প্রাতঃকালে

ও আহারের সময় বমনেচ্ছা, দুই চারি গ্রাস খাইলেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়; পাকস্থলীতে জ্বালা, স্ফীতি ও দপ্‌দপানি; বায়ুতে তলপেট ফুলিয়া থাকে; বার বার বায়ু নিঃসরণ হয়; তলপেটে ছিঁড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা; নাভি হইতে মূত্রাধারের মুখ পর্য্যন্ত চাপ দেওয়ার ন্যায় বেদনা; হাত ও অঙ্গুলি বার বার কাঁপা ও বেদনা; হস্ত পদ শীতল; ঘর্ম্ম হইয়া ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রালুতা; শক্তিহীন বোধ; শীত।

ওলাউঠা—উচ্চ শব্দে হিক্কা উঠা, বমি, পর ক্ষণেই বক্ষঃস্থলের বা পেক্‌টোরেল পেশীতে অত্যন্ত খেঁচনী; বমন নিবারণ হইলেই বক্ষঃস্থলে ও মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মস্তকের পশ্চাদ্দিক অত্যন্ত বাঁকা, এক দৃষ্টি অথবা শিব-চক্ষু; শ্বাসকৃচ্ছ্র, নিদ্রালুতা, আক্ষেপ।

ওলাউঠায় সাইকিউটার কার্য্যকারিতা যথেষ্ট সপ্রমাণ হইয়াছে। কিন্তু উদরাময় রোগে ইহার প্রয়োগ অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। প্রাতঃকালের মল ও তাহার আনুষঙ্গিক লক্ষণ-সমূহ, তলপেট স্ফীত হওয়া ও কয়লা খাইতে ইচ্ছা ইহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

সিনা।

(CINA.)

মল—সবুজবর্ণ কর্দ্দমবৎ; পিত্তযুক্ত; সাদা আম; ঈষৎ লালবর্ণ আম; রক্তসংযুক্ত মল; সময়ে সময়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও সময়ে সময়ে উদরাময়; অনিচ্ছায় বার বার মলত্যাগ।

বৃদ্ধি—শিশুদিগের দন্ত উঠিবার সময়, দিনের বেলায়; শিশুদিগের জল পানে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—চিমটী কাটার ন্যায় বেদনা।

আনুষঙ্গিক—ক্রন্দন করা; অত্যন্ত খিট্‌খিটে স্বভাব; রোগীকে কিছু দিলে সে লয় না; মুখমণ্ডল শ্রীহীন, বিশেষতঃ নাসিকা ও মুখের চারি দিক বিবর্ণ হইয়া যায়। চক্ষুর চারি দিক বিবর্ণ দেখিয়া রুগ্ন বলিয়া বোধ হয়।

নাসিকার মধ্যে খোঁচাবেঁধার ন্যায়, নিদ্রাকালীন দাঁত কড়্-মড়ানি। অত্যন্ত ক্ষুধা অথবা ক্ষুধামান্দ্য, তলপেটে কর্ত্তনবৎ ও চিম্‌টী কাটার ন্যায় বেদনা; সাদা অপরিষ্কৃত প্রস্রাব, সাদা গাঢ় প্রস্রাব। নিঃশ্বাস ঘন ঘন, জাগিয়া উঠা ও এপাশ ওপাশ করা, জাগিয়া ক্রন্দন, না চাপ্‌ড়াইলে ঘুমায় না। বমি জন্য খেঁচনী, শিশু শক্ত হইয়া থাকে। উপরি-উক্ত লক্ষণ-সমূহ বিবেচনাপূর্ব্বক দেখিলে সিনা প্রয়োগ করা সহজ হয়। প্রস্রাবের যে সমস্ত লক্ষণ উপরে লিখিত হইল, তাহা এই ঔষধের বিশেষ নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

কফিয়া।

(COFFEA.)

মল—তরল, দুর্গন্ধযুক্ত মল।

বৃদ্ধি—শিশুদিগের দন্ত উঠিবার সময়; হঠাৎ আহ্লাদের পর, ঠাণ্ডা লাগাইলে; খোলা বায়ুতে।

আনুষঙ্গিক—অত্যন্ত স্পর্শানুভাবকতা, উত্তেজনা; জাগিয়া থাকা; বেদনা বোধ হয়, পাকস্থলী পরিপূর্ণ বোধ। খোলা বায়ুতে যাইতে অনিচ্ছা, গেলে রোগ বৃদ্ধি হয়।

কল্‌চিকম্‌।

(COLCHICUM.)

মল—জলবৎ, পরিবর্ত্তনশীল, ঈষৎ সবুজ, পীত, লাল কর্দ্দমবৎ মল; ঘন আম, সাদা গাঢ় আম ও তন্মধ্যে রক্তের ছিট; স্বচ্ছ আম; চর্ম্মের মত পদার্থ বিশিষ্ট ও রক্তযুক্ত; সাদা আম; কমলালেবুর মত বর্ণ, জলের মত, পীতবর্ণ; জলবৎ সাদা ও তন্মধ্যে চাপ চাপ মল।

অধিক পরিমাণে; বার বার (জলবৎ), অল্প পরিমাণে বার বার (রক্তমিশ্রিত ও শ্লেষ্মাযুক্ত), বিনা কষ্টে (জলবৎ), কর্দ্দমবৎ; দুর্গন্ধবিশিষ্ট, অনিচ্ছায় ও রোগীর অজ্ঞাতসারে (জলবৎ) মলত্যাগ; অল্প অম্লগন্ধযুক্ত।

বৃদ্ধি—বসন্তকালে; গরম অথবা ঠাণ্ডা সময়ে; সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে। হাঁটিলে (বমন)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—গোচড়ানির ন্যায় বেদনা ও তাহাতে বক্রভাব, বার বার বৃথা মলত্যাগের চেষ্টা।

মলত্যাগকালীন—বেগ দেওয়া; হাগিস বাহির হইয়া পড়া, মলদ্বারের চতুর্দ্দিকস্থ শিরাতে খেঁচুনি; পৃষ্ঠদেশে কম্পন।

মলত্যাগের পর –বেগ দেওয়া, বেদনা, আরাম বোধ হওয়া; মলদ্বারে বহুক্ষণব্যাপী বেদনা; ক্ষীণ হইয়া পড়া, বেগ-নিবৃত্তি হইলেই শিশু ঘুমাইয়া পড়ে।

আনুষঙ্গিক—খিট্‌খিটে; আলোতে, শব্দে, তীব্র গন্ধে ও সঙ্কোচ হইলে রাগ হয়। ম্লান; মুখ গরম ও পিপাসা; অসহ্য তৃষ্ণা; অধিক পরিমাণে লালা নির্গমন; লালা গলাধঃকরণ করিলে গা বমি বমি করে, অন্ননালীর সঙ্কোচন, আহারীয় বস্তু দর্শনে ও ঘ্রাণে ঘৃণা বোধ; মৎস্য, মাংস, ডিম্ব ও ঝোল আঘ্রাণে বমনোদ্রেক, এমন কি মূর্চ্ছা যাওয়া। কষ্টে অত্যন্ত বমন, (জলবৎ মল নিঃসরণ), পীতবর্ণ শ্লেষ্মাযুক্ত অত্যন্ত তিক্ত বমন ও বমনের পর ভয়ানক উদ্গার উঠা; প্রত্যেক উদ্গারের সঙ্গেই বমন।

পাকস্থলীতে জ্বালা কিম্বা তলপেট বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা; বেদনা, তলপেট বায়ুতে পূর্ণ হওয়া প্রযুক্ত স্ফীত; তলপেটের নিম্নদেশ স্ফীত; পায়ের নলা ঠাণ্ডা ও তাহাতে ফোঁড়া, হাত পায়ে খিলধরা, অল্প বোধ। প্রস্রাব গাঢ় ধূসরবর্ণ ও অল্প; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শয্যাগত হওয়া।

যন্ত্রণাহীন ওলাউঠায় পডোফাইলমের পরই ইহা ব্যবহৃত হয়। প্রভেদ এই যে, ইহার মল অল্প বেগে নির্গত হয়, বৃদ্ধির সময় বমনোদ্রেক ও বমন হয়। ইহার অন্যান্য লক্ষণ সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া এলোজ, ক্যাম্ফারিস, ও কেলি বাইক্রমিকম্ হইতে ইহাকে পৃথক করিয়া লইতে হয়।

কলসিন্থ।

(COLOCYNTH.)

মল—ধূসর বা পীতবর্ণ মল; জাফরানের মত পীতবর্ণ, ফেনা-যুক্ত, তরল; প্রথমতঃ জলবৎ ও আমসংযুক্ত, তৎপরে পিত্ত-সংযুক্ত এবং শেষে রক্তমিশ্রিত; রক্তসংযুক্ত, পিত্তযুক্ত; চট্‌চটে রক্তমিশ্রিত পাতলা, সবুজবর্ণ, চট্‌চটে জলবৎ, পাতলা আম (কষ্টহীন), অজীর্ণ। বার বার অল্প পরিমাণে; অম্লগন্ধবিশিষ্ট ও পচা; ভিজা, ধূসরবর্ণ কাগজ পোড়ানর ন্যায় গন্ধযুক্ত।

বৃদ্ধি—ঠাণ্ডা বস্তু আহারে; অম্ল দ্রব্য ভোজনে, আহারে বা পানে। আহারের পরে, ফল খাইলে; নড়িলে; তাক্ত হইলে; মনোদুঃখে বা রাগে; দন্ত উঠিবার সময়ে।

হ্রাস—কফি বা তামাক খাইলে; চাপ দিলে; তলপেটে ভর দিয়া শুইলে; বক্র হইলে; অত্যন্ত ব্যায়ামের পর (বেদনা)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—মলের বেগ সম্বরণ করিয়া রাখা যায় না; কর্ত্তনবৎ বেদনা, অত্যন্ত বেগ দেওয়া।

মলত্যাগকালীন—মাথা টনটনানি; কর্ত্তনবৎ বেদনা; কোঁথ দেওয়া; বমনোদ্রেক; মূত্রপথে জ্বালা।

মলত্যাগের পর—বেদনার নিবৃত্তি (কদাচিৎ বেদনা থাকে, কিন্তু মলত্যাগের পর বৃদ্ধি)। দুর্ব্বলতা, বিষণ্ণভাব ও শয্যাগত হওয়া।

মলদ্বারে জ্বালা ও আঘাতের ন্যায় বেদনা; সেক্রম অস্থিতে বেদনা।

আনুষঙ্গিক—জিহ্বায় সাদা অথবা পীতবর্ণ ছাল পড়া;

জিহ্বা পুড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ ; জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা ; মুখে তিক্ত স্বাদ ; অত্যন্ত ক্ষুধা ও পিপাসা ; যে পর্য্যন্ত না ঘুমান যায়, ততক্ষণ বমনোদ্রেক, কিন্তু বমি হয় না ; জাগিলে বমনেচ্ছা। আহার্য্য বস্তু বমন, কিন্তু গা বমি বমি করে না। পিত্ত ও নীলবর্ণ পদার্থ বমন।

অন্ত্রে অত্যন্ত মোচড়ান ; কর্ত্তনবৎ ও চাপ দেওয়ার ন্যায় বেদনা ক্রমে পাকস্থলী পর্য্যন্ত আইসে ; বমনোদ্রেক, বেদনা এমন কি উরুদেশ পর্য্যন্ত আইসে, তলপেটের মধ্যে ফাটা ও খোঁচা দেওয়ার ন্যায় বেদনা। আহারে বা পানে বেদনার বৃদ্ধি ; তলপেট গড় গড় করে ও বিস্তৃত হয়। গাঢ় দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব, বার বার বেগ দেওয়া, কিন্তু মল অল্প পরিমাণে নির্গত হয়। প্রস্রাব জমিয়া থাকে ; গায়ে এবং পায়ের নলায় খিলধরা ; গা গরম, হাত ঠাণ্ডা ; তলপেট হইতে ঠাণ্ডা। অনিদ্রা।

কলসিন্থে বেদনা প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে এবং ইহা এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। মলত্যাগের সময়, পরে বা পূর্ব্বে যে সময়েই কেন বেদনা থাকুক না, কলসিন্থ ব্যবহারে সেই বেদনা ও তৎসঙ্গেই অন্যান্য লক্ষণাদি দূর হয়। রক্তাশয়ে যখন অত্যন্ত বেগ হয়, তখন এই ঔষধের পর মাকুরিয়স্ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

ক্রোটন।

(CROTON.)

মল—পীতবর্ণ জলবৎ ; গাঢ় সবুজবর্ণ অথবা সবুজ, পীতবর্ণ, তরল ; চট্‌চটে আম ; ধূসর ও সবুজবর্ণ ; অপাক।

বার বার অল্প পরিমাণে (শ্লেষ্মাযুক্ত মল), অধিক পরিমাণে (পীতবর্ণ জলবৎ) ; গুটি গুটি মল।

বৃদ্ধি—জলপানের পর; শিশুদিগের স্তন পান করার সময় ; আহারের সময়। নড়িলে চড়িলে ; ফল অথবা মিঠাই খাইলে।

হ্রাস—গরম দুধ খাইলে (বেদনা) ; নিদ্রার পর।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—গরম বোধ ; উদ্বেগ ; পাকাশয়ে কর্ত্তন-বৎ বেদনা।

মলত্যাগের সময়—ঘর্ম্ম ; বমনেচ্ছা ; বেদনা ; মলদ্বারের পশ্চাদ্দিকের অস্থিতে বেদনা। শরীর আই ঢাই করা, গা বমি বমি করা ; হালিস বাহির হইয়া পড়া।

মলত্যাগের পর—কপালে ঘর্ম্ম ; এপিগ্যাষ্ট্রীয়াম ও অম্বাই-লিকসে চাপ বোধ, হালিস বাহির হওয়া, কখন কখন বেগ দেওয়া। বমনোদ্রেক ও মূর্চ্ছা। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

আনুষঙ্গিক—ওষ্ঠ শুষ্ক ও রুল দিয়া যাওয়ার ন্যায় ; বমনেচ্ছা ও দৃষ্টিহীনতা, উকি ও তৎসঙ্গে মাথাঘোরা ; জল-পানে উকির বৃদ্ধি। জলপানের পরই বমন ; খাদ্য বমন ; পীত ও সাদাবর্ণ ফেনাযুক্ত তরল বস্তু বমন ; পাকস্থলীতে জ্বালা ও ভারবোধ ; নাভি বা অম্বাইলিকস প্রদেশে ছিঁড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা ; অম্বাইলিকস প্রদেশে হাত দিলে পাকাশয় হইতে মলদ্বারের উপরিভাগ পর্য্যন্ত বেদনা বোধ ; এবং তাহাতে হালিস বাহির হইয়া পড়া।

ক্রোটনের তিনটি প্রধান নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ এই :—পীতবর্ণ

জলবৎ মল, হঠাৎ ও বেগে মল নির্গমন এবং আহারে বা পানে পীড়ার বৃদ্ধি। এই তিনটী লক্ষণ বর্ত্তমানে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ নিশ্চয় শীঘ্র আরোগ্য হইবে। অক্লেশকর মলত্যাগও ইহার একটী প্রধান লক্ষণ।

কিউপ্রম মেটেলিকম।

(CUPRUM MET.)

মল—জলবৎ, আদভাঙ্গা; রক্তমিশ্রিত; কাল জলবৎ; বার বার, অল্প পরিমাণে মলনিঃসরণ।

বৃদ্ধি—সবিরাম জ্বরে ও ওলাউঠার সময়ে।

হ্রাস—শীতল জলপানে (বমন)।

আনুষঙ্গিক—অস্থিরতা, গা চুল চুল করা ও অসুখ বোধ, ভীত চেহারা; মুখ কালি হইয়া যাওয়া, মুখ ও ঠোঁট নীলবর্ণ এবং ঠাণ্ডা, চক্ষু খোলে পড়া ও চতুর্দ্দিকে সবুজবর্ণ গোলাকার দাগ পড়া। অত্যন্ত পিপাসা; মুখে মিষ্ট স্বাদ; দড়ির ন্যায় ও মিষ্ট লালা নিঃসরণ, জিহ্বাগ্র শীতল; সকল বস্তুতেই পরিষ্কৃত জলের ন্যায় আস্বাদ; গরম জল ও গরম খাদ্য খাইতে ইচ্ছা। জলপান করিবার সময়ে অন্ননালীতে ঢক ঢক শব্দ হওয়া। অত্যন্ত বমনেচ্ছা, পিত্ত বমন; জলবৎ ও চামড়ার ন্যায় পদার্থ বমন, তৎসঙ্গে শূলবৎ বেদনা ও খেঁচুনী। পাকস্থলীতে অত্যন্ত বেদনা, তলপেট শক্ত ও হাত দিলে বেদনানুভব হয়। হাইপোগ্যাষ্ট্রীয়মে তাপবোধ। তলপেটে আক্ষেপ, ষ্টারনম বা বক্ষোস্থির নীচে টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; তলপেট ও হস্ত পদে খিলধরা ও চীৎকার করা।

গলনালীর আক্ষেপ বশতঃ কথা কহিতে পারা যায় না ; শ্বাসকৃচ্ছ্র, উহা এত অধিক হয় যে, মুখের সম্মুখে কাপড় ইত্যাদি ধরিলে কষ্ট বোধ হয়। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ, প্রস্রাব অল্প, বা কদাচিৎ হয়, অথবা একেবারেই বন্ধ হয়। পায়ে ও পায়ের নলীতে অত্যন্ত খেঁচুনী।

নাড়ী কোমল, দ্রুত, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অল্প অল্প অনুভব করিতে পারা যায়। বমনের পর সংজ্ঞাবিহীন নিদ্রালুতা ; শরীর অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও নীলবর্ণ হইয়া যাওয়া এবং বহুক্ষণব্যাপী ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম ও শয্যাগত হইয়া পড়া।

খেঁচুনী ও ক্রমাগত বমন এবং পেটে অত্যন্ত বেদনা। মুখ নীলবর্ণ ও খেঁচুনী ; হাতের অঙ্গুলী বাঁকিয়া যাওয়া।

খেঁচুনী কিউপ্রগের একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ এবং ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ঔষধ হইতে ক্যাম্ফর, ভেরেট্রম এবং আরজেণ্টম্ নাইট্রিকম পৃথক্ করা যায়।

ডিজিটেলিস্।

(DIGITALIS.)

মল—জলবৎ ও আমসংযুক্ত ; ঈষৎ পীতবর্ণ সাদা মল ; ঈষৎ সাদা ও ছাইয়ের মত কাল মল ; অনিচ্ছায় মলত্যাগ।

বৃদ্ধি—পাণ্ডুরোগের সময়ে ; বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত (বমন)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—কর্ত্তনবৎ ও ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা ; ঠাণ্ডাবোধ ; মূর্চ্ছা।

মলত্যাগের পর—মলদ্বারে বেগ দেওয়া।

আনুষঙ্গিক—মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও নীলের আভাযুক্ত; মুখমণ্ডল ও কনজংটিবা পীতবর্ণ; জিহ্বা সাদাবর্ণ ছালে আবৃত; মুখের মধ্যে জিহ্বা ও গাটীতে ক্ষত; দুর্গন্ধযুক্ত ও মিষ্টস্বাদবিশিষ্ট লালা নির্গমন; জিহ্বা পরিষ্কৃত কিন্তু ক্ষুধামান্দ্য। পিপাসা ও অম্লবস্তু পানের ইচ্ছা; তিক্ত খাইতে ইচ্ছা, অত্যন্ত বমনোদ্রেক ও অস্থিরতা; নৈরাশ্য, খাদ্য দ্রব্য বমন; সবুজ পিত্ত বা শ্লেষ্মা বমন; বমনের সহিত শরীর উষ্ণ হয় অথবা শীত বোধ হয় এবং তৎপরেই ঘর্ম্ম ও শীত হয়। যকৃতে টনটনানি।

ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ কিন্তু অল্পমাত্র মূত্র বাহির হয়; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা, রোগীর মনে মৃত্যুভয় হয়। দুর্ব্বল ও মৃদুগতিবিশিষ্ট নাড়ী।

সাদা মল; পাণ্ডুরোগের উপসর্গসমূহ ও পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা ডিজিটেলিসের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ডল্‌কামারা।

(DULCAMARA.)

মল—পীত, সবুজ, জলবৎ। সাদা, জলবৎ, রক্তসংযুক্ত, পিত্তসংযুক্ত ও পরিবর্ত্তনশীল। অম্লগন্ধযুক্ত।

বৃদ্ধি—ঠাণ্ডা লাগাইলে। গ্রীষ্মকালে যখন দিবসে অত্যন্ত গরম হয় কিন্তু রাত্রিকালে শীত বোধ হয় (একো), শীত ও আর্দ্র ঋতুতে। রাত্রিকালে। দন্তোদ্গমের সময়ে,

শীতল বস্তু সেবনে, অপরাহ্ণে, গর্ভাবস্থায়, সন্ধ্যাকালে এবং কোন আর্দ্র স্থানে বাস করিলে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—ঘর্ম্ম, বমনোদ্রেক, পেটে বেদনা।

মলত্যাগকালে—পেটে বেদনা, ঘর্ম্ম, পিপাসা, উদ্গার, বমন ও মূর্চ্ছার ভাব।

মলত্যাগের পর—পিপাসা, আরাম কিন্তু দুর্ব্বল বোধ, মলদ্বারে জ্বালা।

আনুষঙ্গিক—অধৈর্য্য, আলস্য বোধ কিম্বা অস্থিরতা, মুখশ্রী বিবর্ণ, মুখে ক্ষত, জিহ্বা শুষ্ক, মাড়ী স্ফীত এবং মুখ হইতে সর্ব্বদা থুথু বাহির হওয়া। শীতল জল পানের ইচ্ছা, ক্ষুধামান্দ্য। ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া হইলে এই ঔষধ উত্তম।

গ্রাফাইটিস।

(GRAPHITES.)

মল—ধূসরবর্ণ, তরল, অজীর্ণবস্তুমিশ্রিত; অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, কাদার ন্যায় চাপ চাপ মলদ্বারে লাগিয়া থাকে; জলবৎ, ঈষৎ লাল বা সাদা আম; দড়ির ন্যায় গুটি গুটি আম, অম্লগন্ধযুক্ত বা দুর্গন্ধযুক্ত।

বৃদ্ধি—রাত্রিতে; ঠাণ্ডা লাগাইলে; স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর পর, জলপানে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—বেদনা।

মলত্যাগের সময়—মলদ্বারে জ্বালা; কোঁতপাড়া।

মলত্যাগের পর—মলদ্বারে ক্ষত বোধ। অর্শের মত টনটনানি, অল্পকালস্থায়ী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

আনুষঙ্গিক—শিশু অবাধ্য হইয়া উঠে, গালাগালি দিলে হাসে। মুখে তিক্ত স্বাদ। প্রাতঃকালে পচা ডিম্বের ন্যায় আস্বাদ; আহারের পর অম্লস্বাদ; জিহ্বা পুরুলেপযুক্ত; লবণাক্ত বস্তু, মাংস ও মৎস্য ভোজনে অনিচ্ছা; মিষ্ট দ্রব্য দেখিলে বমনোদ্রেক; পচা ঢেকুর উঠা; পেট ঠাণ্ডা করিবার জন্য জলপান করা, কিন্তু পিপাসা থাকে না; তলপেট শক্ত ও পূর্ণ বোধ; তলপেট বিস্তৃত; আহারের পর অল্প স্ফীত; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য। প্রস্রাব দুর্গন্ধ ও অম্লগন্ধ যুক্ত। প্রস্রাবে লালবর্ণ সেডিমেণ্ট জমা, দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম।

শরীর অলস বোধ; পা মেলিয়া বসিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু পারা যায় না। চুলকানি, দূষিত পদার্থ শরীর হইতে বহির্গত হইবে বোধ হয়। শরীর ক্ষীণ।

উদরাময় রোগের পক্ষে গ্রাফাইটিস একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। যখন রোগ পুরাতন হয় এবং উপযুক্ত উপসর্গ থাকে, তখন এই ঔষধ উপযোগী। স্থূলাকার লোকদিগের পক্ষে, এবং যাহাদের সদাসর্ব্বদা সর্দ্দি লাগিয়া থাকে ও গায়ে পাঁচড়া, চুলকানি হয় ও তাহা হইতে দূষিত পদার্থ নির্গত হইতে থাকে (ইহা প্রায়ই কাণের পশ্চাতে ও গাঁইটে হয় এবং ঘর্ম্ম একেবারেই হয় না), তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

জেল্‌সিমিয়ম্‌।

(GELSEMIUM.)

মল—পীতবর্ণ; মাখনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মল; পিত্তযুক্ত; বা অথবা জলপাইয়ের ন্যায় সবুজবর্ণ; অনিচ্ছায় মলত্যাগ।

বৃদ্ধি—ভয়, শোক অথবা অমঙ্গল সংবাদাদি শ্রবণে কাতর হইয়া পড়িলে; উৎসাহে, সন্ধ্যাকালে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—বেদনা, বায়ু নির্গমন।

মলত্যাগের সময়—মলত্যাগের সময় কষ্ট হয়; মলদ্বারের চতুর্দ্দিকস্থ পেশীর আক্ষেপযুক্ত কুঞ্চন।

আনুষঙ্গিক—শিশুদিগের নাড়ী পরীক্ষা করিতে গেলে তাহারা উন্মত্ত হয়। পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা ও সম্মুখে যে বস্তু দেখে তাহাই ধরিবার চেষ্টা; চমকিয়া কাঁদিয়া উঠা, মাতালের ন্যায় হওয়া; নিস্তব্ধ ও একাকী থাকিতে ভালবাসা।

মাটী স্ফীত ও টনটনানি; জিহ্বা সাদা পীতবর্ণ ছালে আচ্ছাদিত; নিঃশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত; পিপাসা অল্প বা একেবারেই থাকে না; হাঁটিলে পাকাশয়ে বেদনা কিন্তু বেশী হাঁটিলে উপশম বোধ হয়। পৃষ্ঠে শীতবোধ; নিদ্রালুতা; সামান্য জ্বর, নাড়ী পূর্ণ, এলোমেলো, মৃদু।

সহসা ভয় বা চিন্তা উপস্থিত হওয়াতে অনেকে উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়েন। পরীক্ষা-গৃহে অথবা অস্ত্র করিবার জন্য ভয় উপস্থিত হইলে জেল্‌সিমিয়ম ব্যবহেয়।

গমিগাটি।

(GUMMI GUTTI)

মল—পাতলা পীতবর্ণ জলবৎ মল; পীত বা সবুজবর্ণ জলবৎ ও তৎসঙ্গে আম; ঘন পীত ও ধূসরবর্ণ জলবৎ; রক্ত-মিশ্রিত আম, চট্‌চটে; গাঢ় সবুজবর্ণ আম; অপক্ক।

দুর্গন্ধযুক্ত (গাঢ় সবুজবর্ণ আমযুক্ত মল); বার বার, অধিক পরিমাণে, অনেক চেষ্টার পর অথবা সহসা মল নির্গমন।

বৃদ্ধি—পূর্ব্বাহ্নে; দিবসে; সুরাপান করিলে।

হ্রাস—তলপেট চাপিয়া ধরিলে (কর্ত্তনবৎ বেদনা)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—সহসা বেগ দেওয়া, তলপেট উষ্ণ, ও তথায় চিম্‌টি কাটার ন্যায় বেদনা; মলদ্বারে সূচীবিদ্ধের ন্যায় বেদনা; তলপেট পূর্ণ ও ভারি বোধ।

মলত্যাগের সময়—জোরে বেগ দেওয়া ও সহসা মল নির্গমন; অত্যন্ত বায়ু নিঃসরণ, মলদ্বারে জ্বালা ও উষ্ণ বোধ; কোঁথ দেওয়া; হালিস বাহির হইয়া পড়া; নাভির চতুর্দ্দিকে কর্ত্তনবৎ বেদনা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম।

মলত্যাগের পর—তলপেটে আরাম বোধ হয়, যেন কোন ক্লেশদায়ক পদার্থ অন্ত্র হইতে বহির্গত হইয়া গেল; মলদ্বারে ক্ষতবোধ।

আনুষঙ্গিক—বিষাদ, ভীতিচিহ্ন; মুখে তিক্তস্বাদ; জিহ্বা জ্বালা করা; ক্ষুধামান্দ্য; ক্ষুধা অধিক বোধ হয়, কিন্তু অল্প আহারেই পেট ভরিয়া উঠে; মুখে ঘা; মুখের মধ্যে, ঠোঁটের নীচে ও গালে ঘা, কিছু খাইলে বা জলপান করিলে

বমনেচ্ছা ও বমন (সঙ্গে সঙ্গে জলবৎ ও আমযুক্ত মল বর্ত্তমান থাকে) ; পেট গড় গড় করে ; বোতল হইতে জল পতনের ন্যায় পেটে শব্দ হয়। ইলিওসিকেল প্রদেশে বেদনা, চাপিলে উহা বেশী হয়। প্রস্রাবে পিঁয়াজের ন্যায় গন্ধ ; সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত বোঁধ, অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ ও দুর্ব্বলতা। ক্ষীণ হইয়া পড়া।

তরুণ ও পুরাতন উদাময়, রক্তামাশয় ও বালকদিগের ওলাউঠার পক্ষে গমিগটি একটী অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ ; এলোজের সহিত ইহার বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। বিশেষ এই যে, ইহাতে রক্তস্রাব থাকে না ; মল হঠাৎ জোরে নির্গত হয় ও উপরি-লিখিত মলের অন্যান্য লক্ষণসমূহ বর্ত্তমান থাকে। যদি ভালরূপ নির্ব্বাচন করা যায়, তবে গ্যাম্বোজ অন্যান্য ঔষধের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পূর্ণরূপে রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ হয়।

জেট্রোফা।

(JATROPHA.)

মল—জলবৎ প্রচুর মল, স্রোতের ন্যায় হুড় হুড় করিয়া নির্গত হয়।

আনুষঙ্গিক—মুখমণ্ডল বিষণ্ণ, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার দাগ পড়ে। রোগী রোগ জন্য কোন চিন্তা করে না। মুখ শুষ্ক ও জ্বলিয়া যায়, অত্যন্ত পিপাসা। ঘোর সবুজ-বর্ণ পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন হয়। পাকস্থলীতে জ্বালা। পেটের ভিতরে হুড় হুড় শব্দ করে, উহা মলনিঃসরণ হইলেও নিবৃত্ত হয়

না। পদদ্বয়ে অত্যন্ত খিলধরা, শরীর শীতল। শীতল ঘর্ম্ম নির্গমন।

ওলাউঠায় এই ঔষধে অনেক সময় যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। বমনে ডিঙ্গলালের ন্যায় পদার্থ থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট। কোন কোন স্থানে ইপিকাকের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে ইহাতে ভয়ানক পিপাসা ও ভয়ানক খিল ধরা বর্ত্তমান থাকে।

ইপিকাকুয়ানা।

(IPECACUANIIA.)

মল—সবুজবর্ণ আমমিশ্রিত, ঘাসের ন্যায় সবুজবর্ণ; চাপ চাপ সবুজবর্ণ; জলবৎ, লেবুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট; সাদা আম-সংযুক্ত রক্তমিশ্রিত; ছাকড়া ছাকড়া, পিত্তযুক্ত; গাঢ়, কৃষ্ণবর্ণ গুড়ের ন্যায় ফেনাযুক্ত। পচা দুর্গন্ধযুক্ত, বার বার।

বৃদ্ধি—রাত্রিতে; সন্ধ্যাকালে; শিশুদিগের দন্ত উঠিবার সময়; ঠাণ্ডা লাগাইলে; হাঁটিলে (বেদনা); বসন্তকালে, অপক্ক ফল বা শাকসবজী ভক্ষণে; অম্ল বস্তু আহারে।

হ্রাস—বিশ্রাম করিলে (বেদনা)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—বেদনা; বমনেচ্ছা, বমন।

মলত্যাগের সময়—বেদনা, বমনেচ্ছা; বমন; শীত, মলিনতা; অত্যন্ত কোঁথ দেওয়া (আমাশয়ের মল)।

মলত্যাগের পর—ক্লান্তি বোধ, কোঁথ দেওয়া (আমাশয়ের)।

আনুষঙ্গিক—টাটানি; অস্থিরতা; মুখমণ্ডল বিবর্ণ, চক্ষুর চারি দিক নীলবর্ণ, গা বমি বমি; কনীনিকা বিস্তৃত, নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত হওয়া; কপালে শীতল ঘর্ম্ম; জিহ্বা পরিষ্কৃত, মুখ হইতে অধিক পরিমাণে লালা নির্গমন; আহারে অনিচ্ছা, তৃষ্ণাশূন্যতা, মিষ্টদ্রব্য ভোজনের ইচ্ছা। বমনেচ্ছা, তলপেট হইতে উকি উঠা ও লালা নির্গমন।

বমন—আহারের পর খাদ্য ও পীতবর্ণ শ্লেষ্মা, পিত্ত, অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত চাপ চাপ শ্লেষ্মা, সবুজবর্ণ কাদা কাদা শ্লেষ্মা; ঘাসের ন্যায় অধিক পরিমাণে সবুজবর্ণ শ্লেষ্মা; গা বমি বমি করা; উদর স্ফীত ও বেদনা; অন্ত্র হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলেও অম্বাইলিকস প্রদেশে টানিয়া ধরার ও চিম্‌টী কাটার ন্যায় বেদনা; ত্বক্ শীতল; শ্বাসকষ্ট, বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মা-পূর্ণ, খেঁচুনী ও চক্ষু অর্দ্ধমুদিত করিয়া নিদ্রা; নিদ্রালুতা ও নিদ্রাকালীন শরীরস্থ ধমনীসমূহ কম্পিত।

বমনেচ্ছা ইপিকাকের একটী প্রধান লক্ষণ। পূর্ব্বোল্লিখিত উপসর্গসমূহযুক্ত বমন এবং শূলবৎ বেদনা প্রায়ই না থাকাও ইহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। দীর্ঘকালস্থায়ী রোগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারক বলিয়া বোধ হয়।

আইরিস ভার্সিকোলার।

(IRIS VERSICOLOR.)

মল—জলবৎ; জলবৎ আমসংযুক্ত; রক্তমিশ্রিত আম; পাতলা পীতবর্ণ মল; কৃষ্ণবর্ণ। বার বার, অসাঢ়ে, অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ।

বৃদ্ধি—রাত্রিতে, গ্রীষ্মকালে।

হ্রাস—বাকিয়া পড়িলে বেদনার উপশম।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—পেট গড় গড় করা, পেটের নিম্নদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মলত্যাগের সময়—কর্ত্তনবৎ ও ভয়ানক পেট কামড়ানি বেদনা, মলদ্বারে জ্বালা, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ।

মলত্যাগের পর—মলদ্বারে কাঁটাবেঁধা ও অগ্নির ন্যায় জ্বালা।

আনুষঙ্গিক—নৈরাশ্য, ভয়ানক মাথাধরা, মুখে তিক্ত স্বাদ, চট্‌চটে লালা নিঃসরণ, মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত ভয়ানক জ্বালা, শুষ্ক উদ্গার, বমনোদ্রেক, বমন ও গলা জ্বালা, বমনের সময়ে পেটবেদনা; পিত্ত ও খাদ্য বমন, অত্যন্ত অম্ল জল বমন হইয়া বুক জ্বলিয়া যায়, পেট গড় গড় করে, পেট ফাঁপে মূত্রত্যাগে জ্বালা, খিলধরা, জ্বর ও ঘর্ম্ম, প্রথম হইতেই ভয়ানক দুর্ব্বলতা, গ্রীষ্মকালে সামান্য ওলাউঠায় আইরিস উত্তম ঔষধ। জিহ্বা ও সর্ব্বশরীর শীতল হইয়া যায়।

লেপ্ট্যান্ড্রা।

(LEPTANDRA.)

মল—কাল এবং মলযুক্ত অথবা তরল, উহা পাকাশয় হইতে স্রোতের ন্যায় নির্গত হয়; কাল আল্‌কাতরার ন্যায় ঈষৎ পীত বা সবুজ বর্ণ; জলবৎ, আমযুক্ত; জলবৎ, অধিক পরিমাণে আম-মিশ্রিত; ঈষৎ সবুজবর্ণ কাদার ন্যায় অথবা জলবৎ; আম ও পিত্ত মিশ্রিত, পরিমাণে অধিক, দুর্গন্ধযুক্ত ও অজীর্ণ-বস্তু-মিশ্রিত।

বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিলে এবং বৈকালে বেড়াইলে; বৈকালে এবং সন্ধ্যার সময়; মাংস বা শাক সবজী খাইলে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—এরূপ ভয়ানক বেগ হয় যে সহ্য করিয়া থাকা যায় না; অত্যন্ত বেদনা, পেট গড়' গড় করিয়া ডাকা।

মলত্যাগের পর—নাভিপ্রদেশে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনা, তলপেটে ও মলদ্বারে দুর্ব্বলতা, এবং অবসন্নতা, অত্যন্ত ক্ষুধা। শরীর দুর্ব্বল বোধ।

আনুষঙ্গিক—মুখের চেহারা ক্ষীণ ও পীতবর্ণ, জিহ্বার মধ্যস্থল পীতবর্ণ লেপযুক্ত; বমনোদ্রেক ও তৎসঙ্গে অবসন্নতা; বমন, এপিগ্যাষ্ট্রীয়ম ও নাভিপ্রদেশের মধ্যস্থলে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনা ও অত্যন্ত কষ্টবোধ; যকৃৎপ্রদেশে জ্বালা ও বেদনা এবং ঠাণ্ডা জল খাইলে বেদনার বৃদ্ধি; প্রস্রাব ধূসরবর্ণ, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। নেবা বা জন্‌ডিস্।

লেপ্টেণ্ড্রিয়ার কার্য্য অতি অল্পই পরীক্ষিত হইয়াছে। যকৃৎপ্রদেশের লক্ষণসমূহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। মলত্যাগের পর পেটে চাপ দেওয়ার ন্যায় বেদনা ও কোঁথ না দেওয়া লক্ষণ দেখিয়া ইহাকে মার্কুরিয়স সলিউবিলিস হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়।

লাইকোপোডিয়ম্।

(LYCOPODIUM.)

মল—পাতলা, ধূসরবর্ণ অথবা ফেঁকাশে, শক্ত শক্ত মল। পীতবর্ণ অথবা ঈষৎ লাল ও পীত মিশ্রিত জলবৎ; ঈষৎ রক্তবর্ণ আমসংযুক্ত; অজীর্ণ; গাঢ়; রক্তসংযুক্ত; দুর্গন্ধযুক্ত, অক্লেশকর (আমাশয়িক মল)।

বৃদ্ধি—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত (বায়ুনিঃসরণ, বেদনা এবং মল নিঃসরণ); রাত্রি ১টার সময় অথবা দুই প্রহর রাত্রির পর (মলত্যাগ); ঠাণ্ডা বস্তু আহারের পর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ বসিয়া যাওয়ার পর।

হ্রাস—উদ্গার উঠিলে; কোমরের কাপড় আল্গা করিয়া দিলে; এপিগ্যাষ্ট্রীয়ম প্রদেশে হস্ত দ্বারা আঘাত করিলে; ঐ প্রদেশে ঠাণ্ডা বস্তু লাগাইলে; আহারের পর।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—মলদ্বারে শীতানুভব; বেদনা।

মলত্যাগের সময়—মলদ্বারে কামড়ানী ও জ্বালা; শীতানুভব, বেদনা; মলদ্বারে চাপবোধ; কোঁথ দেওয়া।

মলত্যাগের পর—অল্প পরিমাণে মলত্যাগ ; (আমাশয়িক মল)।

আনুষঙ্গিক—বালকেরা অস্থির, ক্ষুণ্ণ ও রাগান্বিত হয়, মুখের বর্ণ মাটীর ন্যায় হয় অথবা রক্তসংযুক্ত বোধ হয় ; চক্ষুর চতুর্দ্দিকে সবুজবর্ণ গোলাকার দাগ পড়া, চক্ষু বিস্তৃত ও এক-দৃষ্টি এবং আলোক অসহ্য বোধ হয়। শিশুরা চক্ষু মুদ্রিত করে না।

প্রাতঃকালে মুখ হইতে পচা গন্ধ বাহির হইতে থাকে ; তিক্ত আস্বাদ, আহারে ও মুখে পচনের আস্বাদ; পিপাসা অল্প বা একেবারেই থাকে না ; অত্যন্ত ক্ষুধা ; মিষ্ট বস্তু খাইতে ইচ্ছা, রুটী, গরম সিদ্ধ বস্তু, মাংস, কফি ও তামাক খাইতে অনিচ্ছা ; ক্ষুধার সময় আহার না করিলে মাথা ধরে, কিন্তু খাইলেই মাথাধরার উপশম বোধ হয় ; অল্প পরিমাণে আহার করিলেই পাকাশয় পরিপূর্ণ হয় ও তলপেট ফাটিয়া যাইবে বোধ হয় ও স্ফীত হয় ; ঢেকুর উঠা, উদর বেদনাযুক্ত ও স্ফীত বোধ; টন টন করা; পরিধেয় বস্ত্র ঢিলা করা; তলপেট দুর্ব্বল বোধ।

প্রাতঃকালে বমনোদ্রেক, তলপেট বায়ুপূর্ণ বলিয়া স্ফীত ; পেটে ফুটফাট করে ; বামদিগের হাইপোকণ্ড্রিয়া বায়ুপূর্ণ থাকায় পেট গড় গড় করে, শিশুরা প্রস্রাব করিবার সময় কাঁদে, প্রস্রাবে লাল বালুকার ন্যায় ভাসে ; মূত্রকৃচ্ছ্র ; উরু ক্লান্ত ; কোন ভাবেই বসিয়া সুখ পাওয়া যায় না, পা ছড়াইতে এবং গুটাইতে ইচ্ছা হয় ; বিশ্রামসময়ে দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি বেশী বোধ হয় ; কিন্তু উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইলে কম বোধ হয় ;

Scapula অস্থিদ্বয়ের মধ্যে গরম ; বার বার জাগিয়া উঠে বলিয়া নিদ্রা ভালরূপ হয় না ; শিশুরা ভয় পাইয়া লাফাইয়া উঠে এবং কেহ নিকটে আসিলে রাগান্বিত হইয়া চিম্‌টি কাটে। দুর্ব্বলতা ; স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, শরীর শীর্ণ ; পদদ্বয় ঠাণ্ডা।

হোমিওপেথিক-আবিষ্কর্ত্তা মহাত্মা হানিমান এই ঔষধের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। দুর্ব্বল (Chlorotic) ব্যক্তির এবং যাহাদিগের পেট সহজেই স্ফীত হয়, তাহাদিগের পুরাতন উদরাময় রোগে লাইকোপোডিয়ম একটী অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ। উপরি-উক্ত লক্ষণ সকল অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিলে ইহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।

মার্কুরিয়স কর।

(MERCURIUS COR.)

মল—রক্তসংযুক্ত চট্‌চটে ; দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মাসংযুক্ত ; দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট, অল্প পরিমাণে, বার বার মলত্যাগ, কেবল রক্ত ও আম।

বৃদ্ধি—দিবসে ও রাত্রিতে ; নড়িলে (বেদনা ও বেগ দেওয়া)।

মলত্যাগের সময়, পূর্ব্বে ও পরে—বার বার কোঁথ ও বেগ দেওয়া।

আনুষঙ্গিক—মুখমণ্ডল ও হাত শীতল ; নাড়ী মৃদুগতি ও দুর্ব্বল। ধারক ঔষধে ধাতুনির্ম্মিত বস্তুর ন্যায় স্বাদ। জিহ্বা ক্ষতযুক্ত ও লালবর্ণ, মুখে ঘা। লালানিঃসরণ। তলপেটের

নাভিপ্রদেশ শক্ত, স্ফীত ও চাপিলে লাগে। মূত্রনালীতে জ্বলনবৎ বেদনা ও প্রস্রাবের সহিত অথবা পরে রক্ত ও শ্লেষ্মা নির্গমন।

প্রস্রাব অল্প, উষ্ণ, রক্তসংযুক্ত, অথবা বদ্ধ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ক্ষত বোধ ও কম্পন। ক্লান্তি, দুর্ব্বলতা ও শীতবোধ।

রক্তাশয়ে রোগের প্রাবল্যসময়ে প্রস্রাবের উপরি-উক্ত লক্ষণ সমুদায় বর্ত্তমান থাকিলে মার্কুরিয়স কর অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ একোনাইটের পরই ব্যবহৃত হয়।

মার্কুরিয়স সল।

(MERCURIUS SOL.)

মল—গাঢ় সবুজবর্ণ, পিত্তবিশিষ্ট ও ফেনাযুক্ত; ধূসরবর্ণ, ঈষৎ নীল ও ধূসর বর্ণ মিশ্রিত; বর্ণহীন জলবৎ; ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ; পীত অথবা সাদাবর্ণ; জলবৎ ও তদুপরি ঈষৎ সবুজবর্ণ ফেনাযুক্ত, সাদা জলবৎ; রক্তবর্ণ শ্লেষ্মা-সংযুক্ত; সবুজবর্ণ চট্‌চটে; রক্তসংযুক্ত অথবা বিন্দু বিন্দু রক্তসংযুক্ত, গাঢ়; অজীর্ণ-বস্তু-মিশ্রিত; বার বার; অল্প পরিমাণে; দুর্গন্ধযুক্ত অথবা অম্লগন্ধযুক্ত।

বৃদ্ধি—সন্ধ্যাকালে শীতল বায়ুতে; রাত্রিতে; গ্রীষ্মকালে; দিবসে শিশুদিগের দন্তোদ্গমসময়ে; ঠাণ্ডা ও সেঁতসেঁতে বায়ুতে, মিষ্ট দ্রব্য আহারের পর।

হ্রাস—শুইয়া থাকিলে (বেদনা)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—বার বার অত্যন্ত বেগ দেওয়া; বমনোদ্রেক; তলপেটে কর্ত্তনবৎ ও চিমটি কাটার ন্যায় বেদনা; উদ্বেগ, কম্প ও ঘর্ম্ম এবং শীতল অথবা উষ্ণ বোধ। সর্ব্বশরীরে কম্পন।

মলত্যাগের সময়—বার বার অত্যন্ত বেগ দেওয়া; বমনেচ্ছা; ঢেকুর উঠা; চিমটী কাটার মত কর্ত্তনবৎ বেদনা ও বক্র হইয়া বসিয়া পড়া; মলদ্বারে জ্বালা; শীতানুভব; ললাটে উষ্ণ ঘর্ম্ম; কোঁথ দেওয়া ও চীৎকার করা।

মলত্যাগের পর—অত্যন্ত কোঁথ ও বেগ দেওয়া; মল নিঃসৃত হইয়া গেলেও হয় নাই বলিয়া বোধ হয়। কর্ত্তনবৎ ও চিমটী কাটার ন্যায় বেদনা; মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে জ্বালা, চুলকানি ও ভারী বোধ; তলপেটের নিম্ন প্রদেশে সঙ্কোচন ভাব, যাহাতে রোগী প্রায় অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তলপেটের নিম্নদেশে বেদনা হইয়া সেই বেদনা পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত উঠে। রেক্টম স্ফীত ও কাল এবং লালবর্ণ দেখা যায়।

আনুষঙ্গিক—সন্ধ্যাকালে চিন্তা ও অস্থিরতা, মুখ উজ্জ্বল ও কথা জড়ান, কোন কার্য্যে মনোনিবেশ হয় না ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়া; মুখ ও জিহ্বা কম্পন জন্য তোৎলামী; মুখমণ্ডল ফেঁকাশে ও পীত বা মৃত্তিকার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, চক্ষু ভারি, মাড়ী স্ফীত ও তাহা হইতে সহজে রক্তস্রাব, কোমল জিহ্বা স্ফীত, সাদা অথবা ঈষৎ পীতবর্ণ লেপযুক্ত এবং কাল। মুখে ঘা, অত্যন্ত লালা

নির্গমন হেতু মুখে দুর্গন্ধ, দন্ত বড় বোধ হয়, এবং হাত দিলে লাগে। তিক্ত বা পচা স্বাদ, মাখন খাইতে ইচ্ছা, অত্যন্ত ক্ষুধা, শীতল জল পানের অত্যন্ত ইচ্ছা, বমনোদ্রেক, ও তৎসঙ্গে মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, উত্তপ্ত ভাব। বমন, কিন্তু আহারের পর থাকে না; পিত্ত কিম্বা তিক্ত শ্লেষ্মা বমন। তলপেটে কর্ত্তনবৎ ও খোঁচা-বেঁধার ন্যায় বেদনা, এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি, হাইপোগ্যাষ্ট্রীয়ম প্রদেশের দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম দিকে খোঁচাবেঁধার ন্যায় বেদনা, বেড়াইলে বৃদ্ধি; তলপেট স্পর্শ করিলে শীতল বোধ, যকৃৎপ্রদেশে বেদনা।

বার বার মূত্রত্যাগ, অথবা অল্প পরিমাণে ময়লাযুক্ত কিম্বা অধিক পরিমাণে অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, একটু পরিশ্রম করিলে ঘর্ম্ম, শিশুরা সহজেই অস্থির হয় এবং পা গুটাইয়া থাকে ও ক্রন্দন করে। উরু এবং জঙ্ঘাদেশ ঠাণ্ডা ও চট্‌চটে, বিশেষতঃ রাত্রিতে; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের ন্যায় বেদনা ও রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি, রাত্রিতে অনিদ্রা কিন্তু দিবসে ঘুম পায়; উদ্বেগ ও নিদ্রা। মস্তকে রাত্রিতে তৈলাক্ত, দুর্গন্ধ ও অম্লগন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম্ম, ও ললাট শীতল। নেবা বা পাণ্ডুরোগ। গ্রন্থি স্ফীত, পূঁয সঞ্চয়।

অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধ অতি সাবধানের সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহার লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট এবং ইহা প্রায়ই রোগের প্রাবল্য অবস্থায় ব্যবহৃত হয়।

শিশুদিগের উদরাময়ে মার্কুরিয়স সল ক্যাল্‌কেরিয়া ও সাইলিসিয়ার সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

লেট্রম্ মিউরিয়েটিকম্।

(NATRUM MUR .)

মল—কৃষ্ণবর্ণ জলবৎ, ঈষৎ সবুজবর্ণ জলবৎ, ধূসরবর্ণ; ডিম্বের সাদা অংশের ন্যায়, কিন্তু মল থাকে না; রক্তবর্ণ। অধিক পরিমাণে বেগে নির্গত হওয়া; দুর্গন্ধযুক্ত অনিচ্ছায় ও কোষ্ঠবদ্ধের পর মলত্যাগ।

বৃদ্ধি—দিবসে; আহারের পর; গ্রীষ্মকালে; নড়িলে চড়িলে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—পেট গড় গড় করে।

মলত্যাগের পর—দুর্ব্বলতা।

আনুষঙ্গিক—বিমর্ষ, সান্ত্বনা করিলে রাগান্বিত; গত কষ্টের বিষয়ে ভাবিতে ইচ্ছা; শিশুগণ কথা কহিলে রাগান্বিত হয়; মাথা ধরে ও দপ্ দপ্ করে; মুখমণ্ডল ফেঁকাশে ও উজ্জ্বল, ওষ্ঠ স্ফীত; জিহ্বা দাগযুক্ত।

মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ ও উহা স্ফীত; মুখের কোণে ক্ষত ও ফাটা, মুখে ঘা; শিশুদিগের জিহ্বাতে ও গলনালীর পেশীর সম্পূর্ণ বর্দ্ধনাবস্থা না হওয়ায় কথা শিখিতে বিলম্ব হয়। আহারে আগ্রহ প্রকাশ; আহারে ঘৃণা বোধ; তিক্ত ও লবণাক্ত দ্রব্য বা লোণা মৎস্য খাইতে ইচ্ছা।

ক্ষুধামান্দ্য; মুখ শুষ্ক ও অসহ্য তৃষ্ণা; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; বমনোদ্রেক ও বমন; পাকাশয়ে যাতনা কিন্তু কাপড় আঁটিয়া পরিলে উপশম বোধ; তলপেট বায়ুপূর্ণ বলিয়া স্ফীত অথবা

পেট পড়িয়া থাকা ; প্রস্রাবে লালবর্ণ সেডিমেণ্ট জমা ; কাশিলে, বেড়াইলে, হাসিতে গেলে ও রাত্রিতে অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ ; ভয়ানক পৃষ্ঠবেদনা কিন্তু চাপিয়া ধরিলে বা চিৎ হইয়া শুইলে উপশম বোধ ; নিদ্রালুতা কিন্তু নিদ্রা হয় না ; আরামশূন্য নিদ্রা, মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখা ; স্বপ্নে বোধ হয় যেন ঘরে চোর আসিয়াছে। পায়ের সন্ধিস্থান দুর্ব্বল ও সহজেই বাঁকিয়া যায়। গ্রন্থি স্ফীত, শরীর শীর্ণ ; বিশেষতঃ গলদেশ অত্যন্ত সরু হইয়া যায় ও কাঁপে।

শিশুদিগের পুরাতন উদরাময় রোগে নেট্রম মিউরিয়েটিকম বিশেষ কার্য্যকরী হয়। গলা সরু হইয়া যাওয়া, মুখ উষ্ণ (ভারি) এবং আহারের বিশেষ ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

নেট্রম সলফিউরিকম্।

(NATRUM SULPH.)

মল—পাতলা, হরিদ্রাভ জলবৎ। হরিদ্রাভ সবুজ। মূত্রত্যাগকালে, কিম্বা বায়ুনিঃসরণসময়ে, অসাড়ে মলত্যাগ হয়। বারম্বার বেদনাবিহীন মলত্যাগ।

বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে (নিদ্রা হইতে উঠিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণের পরে), বৃদ্ধ স্ত্রীলোকদিগের, দিবসে, আর্দ্র ঋতুতে, আর্দ্র গৃহে বাস করিলে, শীতল সান্ধ্য সমীরণ সেবনে।

হ্রাস—আহারান্তে ও বহির্ব্বায়ু সেবনে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—পেট আঁটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, উহা বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। পেটে ও কোমরে চিম্‌টি কাটার ন্যায় বেদনা। ভয়ানক পেটবেদনা ও পেট গড় গড় করা।

মলত্যাগের সময়—মলদ্বারে জ্বালা, অত্যন্ত বায়ু নিঃসরণ।

মলত্যাগের পর—প্রফুল্ল ও আহ্লাদিত ভাব, পেটবেদনার হ্রাস; মলদ্বারে জ্বালা।

আনুষঙ্গিক—সন্ধ্যাকালে পিপাসা; অম্ল উঠে ও বুক জ্বালা করে। তিক্ত আস্বাদ। পেটে অত্যন্ত গ্যাস জমিয়া পেট ফাঁপে ও বেদনা হয়, রাত্রিকালে বায়ু নিঃসৃত হয়; পেটের বেদনা মধ্যাহ্নে ও আহারের পূর্ব্বে বৃদ্ধি হয়; যকৃতের স্থানে খোঁচাবিদ্ধবৎ বেদনা হয়; যকৃৎ স্ফীত ও স্পর্শ করিলে বেদনা করে; দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ইচ্ছা; নখের চারি ধার স্ফীত ও প্রদাহিত।

নেট্রম সল্‌ফ্‌ পুরাতন উদরাময় রোগের একটী অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ; বিশেষতঃ প্রাতঃকালে পীড়ার বৃদ্ধি হইলে। নখের চারি ধার প্রদাহিত ও স্ফীত হওয়া এই ঔষধের একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ বলিয়া গণ্য।

নক্স ভমিকা।

(NUX VOMICA.)

মল—পাতলা, ঈষৎ ধূসরবর্ণ, আমসংযুক্ত, পাতলা রক্ত ও আমসংযুক্ত; পাতলা সবুজবর্ণ আম মিশ্রিত; পাতলা কাল

মলসংযুক্ত ; কাল জলবৎ ; ধূসরবর্ণ জলবৎ ; কোষ্ঠবদ্ধের পর উদরাময় ; বার বার, অল্প পরিমাণে, দুর্গন্ধ বা তীব্র গন্ধযুক্ত, অনিচ্ছায় মলত্যাগ।

বৃদ্ধি—স্ত্রী-সংসর্গের পরে, অধিক পরিমাণে মদ্যপানের পর ; তীব্র ঔষধ অথবা দীর্ঘ কাল ঔষধ সেবনের পর ; শিশু-দিগের খাদ্য পরিবর্ত্তনের পর ; রাত্রি জাগরণে ; পাণ্ডু রোগে আক্রান্ত হইলে ; ঠাণ্ডা লাগাইলে ; প্রাতঃকালে ; অধিক মানসিক পরিশ্রমে ; রাগান্বিত হইলে ; ব্রাণ্ডি খাইলে (বেদনা) ; দিবসে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—নাভিপ্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা ; পৃষ্ঠে বেদনা, বোধ হয় যেন ভাঙ্গিয়া যাইবে ; বার বার বৃথা মল নিঃসরণের বেগ।

মলত্যাগের সময়—কর্ত্তনবৎ বেদনা ; পৃষ্ঠবেদনা ; অত্যন্ত কোঁথ দেওয়া।

মলত্যাগের পর—বেদনা ও বেগ দেওয়ার নিবৃত্তি ; মলদ্বারে পুড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা ; বোধ হয় যেন আরও মল নির্গত হইবে।

আনুষঙ্গিক—খিট খিটে ভাব ; আলো, শব্দ, ও তীব্র গন্ধ অসহ্য বোধ ; মাথাধরা ; মুখমণ্ডল ও চক্ষু পীতবর্ণ ; মুখ ফেঁকাশে ; মাটী স্ফীত ও রক্ত নির্গমন ; মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয় ; জিহ্বা ময়লা ও পুরু লেপযুক্ত ; পিপাসা ; ক্ষুধামান্দ্য ; আহারে, জলপানে ও তামাকে অনিচ্ছা। চাথড়ী, ব্রাণ্ডি ও গরম তৈলযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা। পচা, তিক্ত ও

অম্ল আস্বাদ, হিক্কা; প্রাতঃকালে ও আহারের পর বমনেচ্ছা; কোমরে কাপড় আঁটিয়া রাখিতে পারা যায় না। চিমটি কাটার ন্যায় বোধ; কর্ত্তনবৎ ও চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা। তলপেট ভারি ও তন্মধ্যে ক্ষত হওয়ার ন্যায় বেদনা। তলপেট বায়ুপূর্ণ বোধ।

প্রস্রাবত্যাগের বৃথা চেষ্টা ও বেদনা। বার বার প্রস্রাবের বেগ হওয়া। দিবসে ও আহারের পর নিদ্রালুতা। রাত্রি ২টা কি ৩টার সময় জাগিয়া ১ ঘণ্টা কি ২ ঘণ্টা সচেতন থাকিয়া অঘোরে নিদ্রা ও নিদ্রাভঙ্গ হইতে বেলা হয়। নিদ্রা হইতে উঠিয়া শরীর ক্লান্ত ও অসুস্থ বোধ। পাকাশয়ে দুর্ব্বলতা; শরীর দুর্ব্বল বোধ; বসিয়া অথবা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা; খোলা বায়ুতে ও বায়ু প্রবাহে থাকিতে পারা যায় না। মুখ রক্তবর্ণ, শরীর উত্তপ্ত ও ঢাকিয়া রাখিতে গেলে কষ্ট বোধ হয়। শরীর শীর্ণ ও Chlorosis।

নক্সভমিকা রক্তামাশয় রোগের একটী প্রধান ঔষধ। উপরি-উল্লিখিত মলের আকার ও আনুষঙ্গিক লক্ষণসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহা প্রয়োগ করিতে হয়। অল্প অল্প জ্বর, তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাময়, পাণ্ডুরোগ, Chlorosis প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে এই ঔষধের কার্য্যকারিতা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পাণ্ডুরোগে অন্যান্য সহকারী উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার হয়। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নক্সভমিকা ব্যবহৃত হয় বলিয়া উদরাময় রোগে ইহাকে উপেক্ষা করা কোন মতেই উচিত নহে।

ওপিয়ম্।

(*OPIUM.*)

মল—জলবৎ ; তরল ; ফেনাযুক্ত কাল। অনিচ্ছায় দুর্গন্ধ-পূর্ণ মলত্যাগ।

বৃদ্ধি—ভয়ের পর ; হঠাৎ আহ্লাদের পর ; টাইফয়েড জ্বরের পর।

মলত্যাগকালে—মলদ্বারে জ্বালা ; কোঁথ দেওয়া।

আনুষঙ্গিক—নিদ্রালুতা ; বমন ও মলত্যাগ না হওয়া ; নিদ্রালুতা ও অগলোযোগ ; নিদ্রাবিহ্বলতা ও নাক ডাকা ; অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে নিদ্রা ; কনীনিকা আকুঞ্চিত অথবা ঢপ ঢল করা ; অজ্ঞানাবস্থায় বিড় বিড় করিয়া বকা ; আলস্য, নিদ্রা-হীনতা ও সভয় দৃষ্টি ; অতিশয় নিদ্রা-প্রবণতা, কিন্তু ঘুমাইতে পারা যায় না ; মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, উত্তপ্ত, ফেঁকাশে ও মাটীর বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং বসিয়া যাওয়া ; মুখ শুষ্ক ; আহারে অনিচ্ছা ; বমনোদ্রেক। প্রস্রাব অল্প অল্প, অথবা একেবারেই বন্ধ হয়। নাড়ী ক্ষীণ ও পূর্ণ। অত্যন্ত ঘর্ম্ম, খেঁচুনী ও ভয়প্রযুক্ত চীৎকার ; তৎপরে নিদ্রালুতা। মূর্চ্ছা যাওয়া ও উঠিলে উহার বৃদ্ধি ; শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণ হইয়া পড়া।

টাইফয়েড জ্বরে উদরাময় থাকিলে ওপিয়ম বিশেষ উপযোগী। শিশুদিগের উদরাময় রোগের শেষ অবস্থায় উপরের লিখিত লক্ষণসমূহ ও খেঁচুনী থাকিলে ইহাতে কখন কখন উপকার দর্শিয়া থাকে।

ফস্ফরস্।

(PHOSPHORUS.)

মল—সবুজবর্ণ আম ; সাদা আম ; সাদা জলবৎ ; সবুজবর্ণ জলবৎ ; পীতবর্ণ জলবৎ ; পিত্তসংযুক্ত জলবৎ এবং তৎসঙ্গে সাদা আম ও চর্ব্বির ন্যায় গুটি গুটি পদার্থ ; অজীর্ণ-দ্রব্য মিশ্রিত ; রক্তসংযুক্ত ; তরল, ধূসরবর্ণ ; গাঢ় ও রক্তসংযুক্ত ; মলদ্বার খোলা থাকায় সর্ব্বদা মল নির্গমন ; (সবুজ ও রক্তসংযুক্ত), মাংস ধোয়া জলের ন্যায় রক্তবর্ণ জলবৎ ; পরিমাণে অধিক ; কোষ্ঠবদ্ধের পর মলত্যাগ ; উত্তপ্ত ; কিঞ্চিৎ নড়িলে অথবা কাশিলে অনিচ্ছায় মলত্যাগ ; বেগ রহিত হওয়া। দুর্গন্ধ, অম্লগন্ধ, তীব্রগন্ধবিশিষ্ট মল।

বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে, দিবসে ও রাত্রিতে ; ক্ষীণ ও দুর্ব্বল লোকদিগের ; বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে, গরম বস্তু আহারের পর ও স্তন্য পান করিলে ; সূতিকা-গৃহে ও গর্ভাবস্থায়।

হ্রাস—বরফ, কুল্পি, অথবা ঠাণ্ডা বস্তু ভোজনে (তলপেটের লক্ষণ সকল) ; নিদ্রা হইতে উঠিলে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—পেট ডাকা, বেদনা, উত্তাপ বা শীতলতা, হঠাৎ বেগ দেওয়া।

মলত্যাগের সময়—তলপেটে খোঁচাবেঁধার ন্যায় ; অর্শে হারিশ বাহির হইয়া পড়া ; কক্সিক্স হইতে ইণ্টারস্ক্যাপিউলা

প্রদেশ পর্য্যন্ত বেদনা এবং উহা মাথার উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মলত্যাগের পর—মলদ্বারে জ্বালা ; কোঁথ দেওয়া ; তলপেট শূন্য বোধ ; দুর্ব্বলতা এত অধিক হয় যে, শুইয়া থাকিতে হয় ; শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়া ; মূর্চ্ছা।

আনুষঙ্গিক—উত্তেজনা ; মুখমণ্ডল ফেঁকাশে ও পরিবর্ত্তনশীল। চক্ষু কোটরে পড়া ও তাহার চতুর্দ্দিকে গোল নীল দাগ পড়া ; জিহ্বা শুষ্ক, সাদা, পরিষ্কার, লালাযুক্ত ও ফাটা ; জিহ্বার মধ্যস্থল শুষ্ক, রক্তের ছিটা দৃষ্ট হয় ; রাত্রিতে ভয়ানক ক্ষুধা ও আহার না করিলে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ; ক্ষুধামান্দ্য ; শীতল জলপানের ইচ্ছা, আহারের পর মিষ্ট, লবণাক্ত, অম্ল ও তিক্ত আস্বাদ ; পানীয় বস্তু পেটে গিয়া উত্তপ্ত হইলেই বমন হইয়া উঠিয়া যায় ; কিন্তু বরফ অথবা শীতল বস্তু আহারে বা ঠাণ্ডা জল পানে উপশম বোধ হয়। পাকাশয়ে জ্বালা ; বুকজ্বালা ; তিক্ত ও উত্তপ্ত খাদ্য দ্রব্য উদ্গিরণ ; তলপেট স্ফীত ; তলপেটে দুর্ব্বলতা বোধ ও জ্বালা করা ; দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ ; মলদ্বার ফাঁক হইয়া থাকা, হাতের তেলোতে জ্বালা।

অধিক পরিমাণে ফেঁকাশে জলবৎ প্রস্রাব হওয়া ; শীর্ণতা ; স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ; ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ; দিবসে আহারের পর নিদ্রালুতা ; দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে নিদ্রা আইসে ; গরম বোধে বার বার জাগিয়া উঠা ; রাত্রিতে অত্যন্ত ঘর্ম্ম ; গ্রন্থি স্ফীত।

ফস্‌ফরসের মলের গুটি গুটি চর্ব্বির ন্যায় লক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। আনুষঙ্গিক অবস্থা প্রায় সর্ব্বাদই অল্প বা বেশী পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। তৎকালে কয়েক মাত্রা ঔষধ প্রয়োগে আশ্চর্য্য উপকার হইতে দেখা যায়। পুরাতন উদরাময় রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। রোগী পূর্ব্বে এলোপেথিক চিকিৎসাধীনে থাকিলে তাহাকে প্রথমতঃ নক্সভমিকা উচ্চ ডাইলিউসন এক মাত্রা সেবন করাইয়া তৎপরে ফস্‌ফরস সেবনের ব্যবস্থা করা উচিত।

ফস্ফরিক এসিড।

(PHOSPHORIC ACID.)

মল—ঈষৎ সাদাবর্ণ জলবৎ ও তৎসঙ্গে ময়দার ন্যায় সেডিমেণ্ট, পাতলা পীতবর্ণ মল; ময়লা সাদাবর্ণ মল; অপরিপক্ক; সবুজ ও সাদা আম। বায়ুনিঃসরণ হইবার সময় অনিচ্ছায় মল নির্গত হওয়া; ক্লেশশূন্য ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ।

বৃদ্ধি—টাইফয়েড জ্বরকালে; মানসিক কষ্টে; অম্ল বস্তু আহারে; শরীরের জলীয় অংশ নষ্ট হইলে; শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এরূপ বালকদিগের; রাত্রিতে ও প্রাতঃকালে; আহারের পরে।

মলত্যাগের সময়—অধিক পরিমাণে বায়ুনিঃসরণ।

আনুষঙ্গিক—অমনোযোগ; প্রলাপ; আবল্য; নিদ্রালুতা,

দুর্ব্বল ও ফেঁকাশে চেহারা; চক্ষু ছল ছল করা; নাড়ী স্ফীত ও তাহা হইতে সহজে রক্ত নির্গত হওয়া; জিহ্বা চট্‌চটে ও শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ; ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল; অত্যন্ত পিপাসা; রসাল বস্তু খাইবার ইচ্ছা; মুখ শুষ্ক ও ফেনাযুক্ত, চট্‌চটে শ্লেষ্মা নির্গমন; তলপেট স্ফীত; পেট গড়গড় করা ও নিঃশব্দে বায়ু নিঃসরণ; বার বার ফেঁকাশে জলবৎ মূত্রত্যাগ। রাত্রিতে অত্যন্ত ঘর্ম্ম। কনুই ও হাতে খিলধরা।

তরুণ অথবা পুরাতন উদরাময় রোগে পীত বা সাদা বর্ণ মল থাকিলে ফস্‌ফরিক এসিড ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। নিম্নলিখিত দুইটী এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ ঃ—ক্লেশশূন্য মলত্যাগ, ও উদরাময় সত্ত্বেও রোগী দুর্ব্বল বা শীর্ণ না হইয়া বরং স্থূলকায় হওয়া।

প্লম্বম্।

(PLUMBUM.)

মল—জলবৎ বা গাঢ় দুর্গন্ধবিশিষ্ট; পীতবর্ণ; আম ও রক্তসংযুক্ত; রক্তমিশ্রিত; অধিক পরিমাণে (জলবৎ মলত্যাগ)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—বার বার বৃথা কোঁথ দেওয়া; মলদ্বারে ভয়ানক সঙ্কোচন।

মলত্যাগকালে—কোঁথ দেওয়া; মলদ্বারে ছিঁড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা।

মলত্যাগের পর—কোঁথ দেওয়া।

আনুষঙ্গিক—ক্রমান্বয়ে প্রলাপ ও বেদনা, মুখমণ্ডল পীতবর্ণ ও শীর্ণ; বমনোদ্রেক ও বমন; তলপেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা, তাহাতে রোগী চীৎকার করিয়া উঠে। ঐ বেদনা মস্তিষ্কে নীত হইয়া মূর্চ্ছা, অথবা ফুস্‌ফুসে নীত হইয়া শ্বাসবন্ধ হয়; কিম্বা শরীরের অন্য স্থানে চালিত হয়। তলপেটে সঙ্কোচন। বোধ হয় উদর হইতে কোন বস্তু নাভিমূলে টানিতেছে।

পরম প্রয়োগ উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে সর্ব্বদা ব্যবস্থা না হউক, কিন্তু উহাতে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে। উপরি-উক্ত নির্দ্দিষ্ট লক্ষণগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

পডফাইলম্।

(PODOPHYLLUM.)

মল—জলবৎ ও তৎসঙ্গে ময়দার ন্যায় সেডিমেণ্ট; পীতবর্ণ, চাপ চাপ; কৃষ্ণবর্ণ; পীতবর্ণ জলবৎ। সবুজবর্ণ জলবৎ। গাঢ় পীতবর্ণ, মাংশুড়ের ন্যায় আম; সাদা চট্‌চটে আম; রক্ত ও সবুজবর্ণ আম; বিন্দু বিন্দু রক্তসংযুক্ত আম, চা খড়ির ন্যায় মল; অজীর্ণ-বস্তু বিশিষ্ট; পরিবর্ত্তনশীল; ফেনাযুক্ত; অনিচ্ছায় মলত্যাগ (নিদ্রিতাবস্থায় ও বায়ুনিঃসরণসময়ে); বার বার, অধিক পরিমাণে, অক্লেশকর, জলবৎ মল বেগে নির্গমন; অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত (পীতবর্ণ আমসংযুক্ত মল)।

বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে; রাত্রিতে; গ্রীষ্মকালে; দুগ্ধ ও অম্ল

ফল একত্রে খাওয়ার পর ; আহার বা পানের পর ; শিশুদিগের দন্তোদ্গমসময়ে, টিৎ হইয়া শুইলেই (বেদনা)।

হ্রাস—এক পার্শ্বে বক্র হইয়া থাকিলে ; তল পেটে হাত দিয়া টিপিয়া ধরিলে এবং গরম লাগাইলে (বেদনা)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—হঠাৎ বেগ দেওয়া, শব্দপূর্ব্বক পেট গড় গড় করা ; অত্যন্ত বেদনা (অথবা বেদনা শূন্যতা) ; হালিস বাহির হইয়া পড়া।

মলত্যাগের সময়—হালিস বাহির হইয়া পড়া ;.বেদনা অথবা বেদনাশূন্যতা ; সেক্রম অস্থিতে বেদনা ; বায়ুনিঃসরণ ; কোঁথ দেওয়া (আমাশয়িক মল)।

মলত্যাগের পর—হালিস বাহির হইয়া পড়া ; দুর্ব্বলতা ; বেদনা, উহা পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে ও বেদনা ক্রমাগতই বর্ত্তমান থাকে ; উদরে ও তলপেটে দুর্ব্বলতা.; মলদ্বারে ক্ষত বোধ।

আনুষঙ্গিক—পর্য্যায়ক্রমে মাথাধরা ও পেটের পীড়া ; শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালে মাথা নাড়া চাড়া ও কপালে ঘর্ম্ম, কিন্তু ত্বক্ শীতল। মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয় (রাত্রিতে,)। জিহ্বা সাদা ও পীতবর্ণ লেপযুক্ত ; জিহ্বা শুষ্ক, ক্ষুধামান্দ্য ; অত্যন্ত পিপাসা বা পিপাসাশূন্যতা ; অম্ল বস্তু খাইবার ইচ্ছা। অম্ল উদ্গার উদ্গিরণ ; অম্ল বস্তু পেটে তোলপাড় করে ; অম্ল, পিত্ত ও ফেনাযুক্ত সবুজ শ্লেষ্মা বমন ; বেদনা ও তৎসঙ্গে তলপেটের পেশীর আকুঞ্চন ; তলপেটে ক্ষণকালস্থায়ী বেদনা, তাহা হাত দিয়া চাপিলে আরাম বোধ হয়, পাকাশয়ের এত

দুর্ব্বলতা যে, বোধ হয় যেন তন্মধ্যস্থ পদার্থ বস্তিকোটর দিয়া বহির্গত হইয়া পড়িবে ; পেট গরম ; দিবসে নিদ্রালুতা, পূর্ব্বাহ্ণে বেশী ; ভালরূপ নিদ্রা হয় না ; নিদ্রিতাবস্থায় গোঁঙয়ানি ; চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত ও দাঁত কড়মড় করা। বিছানায় এপাশ ওপাশ করা, হাইতোলা ও আলস্য ভাঙা এবং ইহাতে আরাম বোধ হয়। ত্বক্ শীতল, চটচটে ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ; নেবা বা পাণ্ডুরোগ ; গাঢ় ধূসরবর্ণ প্রস্রাব।

পায়ে ও হাত পায়ের তালুতে খিলধরা (অক্লেশকর মল)। অক্লেশকর ওলাউঠায় ইহার ন্যায় কার্য্যকারী ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অবস্থায় অধিক পরিমাণে ও বেগে মল বাহির হইয়া পেট পরিষ্কার বোধ হয়, কিন্তু পরক্ষণেই পেট মলে পরিপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় এবং ইহার সঙ্গে খিলধরাও বর্ত্তমান থাকে। শিশুদিগের উদরাময়ে পডফাইলম প্রথম ব্যবস্থেয়। ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ও ফস্‌ফরিক এসিডের সহিত ইহার বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রথমোক্ত ঔষধ হইতে, এবং শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়া এই লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শেষোক্ত ঔষধ হইতে ইহাকে প্রভেদ করা যায়।

সোরিনম্।

(PSORINUM.)

মল—গাঢ় ধূসরবর্ণ পাতলা—জলবৎ ; কৃষ্ণবর্ণ জলবৎ

সবুজবর্ণ ও রক্তসংযুক্ত আম। পচা ডিম্বের ন্যায় দুর্গন্ধবিশিষ্ট বার বার, অনিচ্ছায় অক্লেশকর মলত্যাগ।

বৃদ্ধি—শিশুদিগের দন্ত উঠিবার সময়; কোন তরুণ রোগাক্রমণের পর; রাত্রিতে; প্রত্যূষে; প্রাতঃকালে শয্যা-ত্যাগসময়ে; সূতিকা-গৃহে; ঋতুপরিবর্ত্তনসময়ে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—নাভির চতুর্দ্দিকে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা।

আনুষঙ্গিক—উত্তেজনা; চিন্তা; রোগাক্রান্ত হইলে শিশুরা নিরন্তর খিটখিটে হয় ও স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ রাত্রিতে কাঁদিয়া উঠে; মুখ ফেঁকাশে, অবসন্ন ও শীর্ণ, ডিম্বের ন্যায় দুর্গন্ধবিশিষ্ট ঢেকুর উঠা; উদর পূর্ণ করিয়া আহার করার পর এবং রাত্রিতে ভয়ানক ক্ষুধা।

আরোগ্য হইলেও ক্ষুধামান্দ্য। রোগাক্রমণের পরই ভয়ানক ক্ষুধা; অম্ল বস্তু আহারের ইচ্ছা। যকৃৎপ্রদেশে দীর্ঘকালস্থায়ী বেদনা ও চাপিলে উহার বৃদ্ধি; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে কাশি অথবা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ। গন্ধকের গন্ধের ন্যায় গন্ধপূর্ণ বা দুর্গন্ধবিশিষ্ট মলত্যাগ, নরম মল অতিকষ্টে নির্গমন; দিবসে নিদ্রালুতা; ভয়ানক দুর্ব্বলতা; অল্প পরিশ্রম করিলে অথবা রাত্রিতে অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম; ভালরূপ নিদ্রা হয় না; ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠা। ত্বক চর্ব্বির ন্যায় অপরিষ্কার, তৎসঙ্গে স্থানে স্থানে পীতবর্ণ চাকা চাকা এবং বক্ষঃস্থলে ও ললাটে উঁচু উঁচু ব্রণ; সর্ব্বদা শরীরে মলের গন্ধ, এমন কি গা ধুইয়া ফেলিলেও থাকে।

কৃষ্ণবর্ণ তরল মল ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মল সোরিনমের

নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। শিশুদিগের উদরাময়ে ও ওলাউঠায় মলের অবস্থা যে প্রকারই থাকুক না কেন কেবলমাত্র এই শেষোক্ত লক্ষণ দৃষ্টে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফললাভ করা যায়, এমন কি অন্য ঔষধের সাহায্য ব্যতীতও কেবল মাত্র এই ঔষধেই সম্পূর্ণ আরোগ্য কার্য্য সাধিত হয়। ইহার রোগ উপশমের ক্ষমতা দৃষ্টে আমরা প্রকৃতই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। প্রায়ই ৪০০ ডাইলিউসন ব্যবহারে উপকার পাওয়া গিয়াছে।

পল্‌সেটিলা।

(PULSATILLA NIG.)

মল—সবুজবর্ণ, পিত্তসংযুক্ত, জলবৎ; পীতবর্ণ ও রক্তসংযুক্ত আম; সাদা ও রক্তসংযুক্ত আম; সবুজবর্ণ আম; পরিবর্ত্তনশীল; বার বার; পরিমাণে অল্প; গাঢ়; দুর্গন্ধ ও তীব্রগন্ধবিশিষ্ট, অনিচ্ছায় মলত্যাগ (রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায়)।

বৃদ্ধি—রাত্রিতে; হাম রোগের পরে; গুরুপাক বস্তু আহারের পর; বরফ বা কুল্পী খাওয়ার পর; ফল খাওয়ার পর (আম); তামাক খাওয়ার পর; শীতল জলপানের পর; আর্দ্রস্থানে বাস করিলে; গরম হইলে অথবা গরম গৃহে বাস করিলে।

হ্রাস—খোলা বায়ুতে বেড়াইলে; অথবা শীতল স্থানে থাকিলে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—পেট গড়গড় করা ; কর্ত্তনবৎ বেদনা, পৃষ্ঠের নিম্নদেশে বেদনা।

মলত্যাগকালে—শীতে কম্পন ; পৃষ্ঠদেশের নিম্ন দিকে বেদনা।

মলত্যাগের পর—পেট বায়ুপূর্ণ থাকায় বেদনা ; পৃষ্ঠদেশের নিম্ন দিকে শীত বোধ ; মলদ্বারে খোঁচান।

আনুষঙ্গিক—খিট্‌খিটে স্বভাব ও ক্রন্দন ; আহারের পর মাথাঘোরা ; মুখমণ্ডল শুষ্ক ও ফেঁকাসে ; চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট ; দক্ষিণ পার্শ্বের গায়ে জ্বালা ; জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত ; পিপাসাহীনতা, কিন্তু মুখ শুষ্ক ; মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া, লালাবৃদ্ধি ; মুখে চটচটে শ্লেষ্মা ; ফেনাযুক্ত ও কার্পাসবৎ বারম্বার থুথু ফেলা ; আহারে বা জলপানে মুখে তিক্ত স্বাদ ; পচা স্বাদ ; পিপাসাশূন্যতা অথবা মদ, লিমনেড, তাড়ি খাইবার ইচ্ছা ; মাংস, দুগ্ধ ও ভাত ইত্যাদি খাইতে অনিচ্ছা ; খাদ্যদ্রব্য, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও তিক্ত কিম্বা অম্ল বস্তু বমন ; উদর বায়ুপূর্ণ বলিয়া বেদনা ও পেট গড় গড় করা ; দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ ; শ্বাসকষ্ট, রাত্রিতে বৃদ্ধি। বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের অত্যন্ত ইচ্ছা ; শীত অনুভব।

রাত্রিকালে উদরাময় পল্‌সেটিলার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। হানিমান বলেন, এ অবস্থায় এই ঔষধের ন্যায় কার্য্যকারী দ্বিতীয় ঔষধ প্রায়ই দেখা যায় না।

সল্‌ফর।

(SULPHUR.)

মল—জলবৎ, ধূসরবর্ণ জলবৎ অথবা মলসংযুক্ত; সবুজবর্ণ, ফেঁকাশে; নিম্নভাগে সবুজবর্ণ আম; রক্তসংযুক্ত আম; ঈষৎ লালবর্ণ আম; ধূসরবর্ণ আম; সাদা চট্‌চটে আম; সাদা আম; পীতবর্ণ আম; বিন্দু বিন্দু রক্ত মিশ্রিত, অজীর্ণ-বস্তু-বিশিষ্ট, পিত্তসংযুক্ত; গাঢ়; তীব্রগন্ধবিশিষ্ট, কথন কথন অক্লেশকর, পরিবর্ত্তনশীল, ফেনাযুক্ত; অম্ল বা দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট, পচা, কোষ্ঠবদ্ধের পর; উত্তপ্ত, অনিচ্ছায় বেগে মল নির্গমন।

বৃদ্ধি—প্রাতঃকালে, প্রাতঃকালে শয্যায়, সন্ধ্যাকালে, দুই প্রহর রাত্রির পরে, ঠাণ্ডা লাগাইলে; বর্ষাকালে; দুগ্ধ পানের পর; অম্ল বস্তু আহারের পর; শিশুদিগের দন্ত উঠিবার সময়, হাম বসিয়া গেলে, আহারের বা পানের পর (বেদনা); মদ্যপানের পর; নিদ্রাবস্থায়, গর্ভাবস্থায়।

হ্রাস—বক্র হইয়া বসিলে ও উত্তাপ লাগাইলে (বেদনা)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—হঠাৎ অত্যন্ত বেগ দেওয়া (প্রাতঃকালে বিছানায় থাকিতে থাকিতে বেগাতিশয্য প্রযুক্ত উঠিয়া যাওয়া, কিন্তু বেদনা থাকে না); কর্ত্তনবৎ বেদনা; পেট গড় গড় করা।

মলত্যাগের সময়—গরম বোধ, উত্তপ্ত ঘর্ম্ম, মস্তকে রক্তাধিক্য, শীতানুভব, অবসন্নতা, বমনোদ্রেক; কোঁথ দেওয়া, মাথাধরা; তলপেটে ক্ষত বোধ; মলদ্বারে ও তাহার মধ্যে চুলকান;

খিল অথবা চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা ; উহা বক্ষঃস্থল, হাঁটু এবং জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; কর্ত্তনবৎ বেদনা, পশ্চাৎ দিকে বাঁকিলে বৃদ্ধি ; হালিস্ বাহির হইয়া পড়া ; পায়ে খিলধরা, মলদ্বারে জ্বালা ;

মলত্যাগের পর—কোঁথ দেওয়া ; মলদ্বারে জ্বালা, মুখে এবং পায়ে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম, মলদ্বারের চারি দিকে ক্ষত বোধ ; অন্ত্রের সমুদায় স্থানে ক্ষত বোধ ; মলদ্বারের উপর দিকে চাপ বোধ ; হালিস্ বাহির হওয়া ; কোঁথ দেওয়া থামিলে শিশুগণ ঘুমাইয়া পড়ে ।

আনুষঙ্গিক—খিট্‌খিটে অথবা বিষণ্ণ, শিশুরা কাঁদে এবং উপদ্রব করে, ম্লান ও ফেঁকাসে মুখ এবং তাহাতে উত্তপ্ত ঘর্ম্ম, চক্ষুর নিম্নে সবুজবর্ণ গোল দাগ পড়ে ; ঠোঁট অত্যন্ত লাল ; জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত এবং পার্শ্ব রক্তবর্ণ, ফাটা ও শুষ্ক ; প্রাতঃকালে জিহ্বা শুষ্ক ; প্রাতঃকালে তিক্ত, অম্ল অথবা পচা আস্বাদ ; মিষ্ট আস্বাদ, তাহাতে গা বমি বমি করে ; মুখে ঘা, লালা নির্গমন ; খাদ্যদ্রব্য ঘাসের ন্যায় লাগে ; ক্ষুধাহীনতা, কিন্তু অত্যন্ত পিপাসা ; মদ্য ও মাংস খাইতে অনিচ্ছা ; খাদ্য দ্রব্য লবণাক্ত বোধ হয় ; পাকাশয় খালি এবং অত্যন্ত ক্ষুধা, তজ্জন্য বার বার খাইতে হয়, বিশেষতঃ বেলা ১০টা ও ১১টার সময় অত্যন্ত ক্ষুধা ; বালকেরা যাহা পায় তৎক্ষণাৎ মুখে দেয়, অম্ল উদ্গার উঠা ও দুগ্ধ খাইলে উহার বৃদ্ধি ; জল, খাদ্য দ্রব্য ও তিক্ত বমন, এবং তৎসঙ্গে মুখে শীতল ঘর্ম্ম ; আহার ও পানের পর পেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা, বক্র হইয়া বসিলে উপশম বোধ ; চিম্‌টী কাটার ন্যায় বেদনা ; তলপেটে ও কোমরে কর্ত্তনবৎ

বেদনা, উত্তাপ লাগাইলে আরাম বোধ, তলপেট শক্ত ও বিস্তৃত, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মলদ্বারের চামড়া ঝুলিয়া পড়া; নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় কষ্ট; রাত্রিতে হাত পায়ের তেলো গরম এবং উহাতে খিল্‌ধরা, হাত, পা ঠাণ্ডা, অঙ্গুলি দুর্ব্বল; দিবসে ও বৈকালে সূর্য্যাস্তের পরে নিদ্রালুতা; চক্ষু অর্দ্ধ-মুদ্রিত করিয়া নিদ্রা, ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠা ও চীৎকার করা; শয্যায় শরীর কম্পন, শিশুরা রাত্রিতে গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেয়; মুখ ফেঁকাশে ও নিদ্রালুতা, তৎসঙ্গে মুখ বসিয়া যাওয়া; অর্দ্ধনেত্র, মুখে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, পেশী আকুঞ্চন প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে।

ত্বক্ শক্ত ও সঙ্কুচিত, শিশুদিগকে বৃদ্ধের ন্যায় বোধ হয়, শরীর ধোয়াইলেও তাহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়, ধৌত করিতে অনিচ্ছা, শুষ্ক উত্তাপ; শীতলত্ব ও শীতল ঘর্ম্ম পূর্ব্বাপর বর্ত্তমান থাকে; শরীরের নিম্ন দিকে শীতানুভব; গ্রন্থিস্ফীতি, বিশেষতঃ ঘাড়ের, বগলের ও কুচকীর; শিশুরা সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, বক্র হইয়া বইসে ও না দাঁড়াইয়া হামাগুড়ি দিতে ইচ্ছা করে; সর্ব্ব শরীরে মলের গন্ধ, শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়া।

আরোগ্যাবস্থায়—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, ক্ষুধা একেবারেই থাকে না ও সর্ব্ব শরীর শীতল। যে প্রকারের উদরাময় রোগই হউক না কেন, যখন সল্‌ফরের সমতুল্য ঔষধ সকল দ্বারা কিঞ্চিৎ মাত্র উপকার হয়, অথবা কোন উপকারই হয় না, তখন ইহার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। প্রাতঃকালে উদরাময় ইহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। রক্তামাশায় রোগে একোনাইট

প্রয়োগে তরুণ উপসর্গগুলি দূর হইলে সল্‌ফর ব্যবহার করা উচিত। যখন কোঁথ পাড়া নিবারিত হয়, কিন্তু রক্ত পড়িতেই থাকে, তখন ইহা বিশেষ উপকারী।

ভেরেট্রেম এল্‌বম্।

(VERATRUM ALBUM.)

মল—সবুজবর্ণ জলবৎ, ছাক্‌ড়া ছাক্‌ড়া, ধূসরবর্ণ জলবৎ, ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ জলবৎ; রক্তসংযুক্ত; বার বার; অধিক পরিমাণে (জলবৎ), পিত্তসংযুক্ত; শ্লেষ্মাসংযুক্ত দুর্গন্ধবিশিষ্ট; সময় সময় অক্লেশকর, অনিচ্ছায় (বায়ুনিঃসরণে) মলত্যাগ।

বৃদ্ধি—গ্রীষ্মকালে; স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর সময়ে বা পরে; টাইফয়েট জ্বরাক্রমণের সময়, রাত্রিতে; নড়িলে চড়িলে, বা জলপান করিলে (বমন)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে—চিম্‌টী কাটার ন্যায় অত্যন্ত বেদনা; পেট ডাকা।

মলত্যাগের সময়—মুখ ফেঁকাশে, ললাটে শীতল ঘর্ম্ম, চিম্‌টী কাটার ন্যায় বেদনা; বমনোদ্রেক; বমন, দুর্ব্বলতা, শীতলত্ব, শীত ও কম্প, ক্লান্তি।

মলত্যাগের পর—তলপেট দুর্ব্বল ও শূন্য বোধ, দুর্ব্বলতা, ক্লান্তি ও পরিশ্রম বোধ।

আনুষঙ্গিক—বিষণ্ণ ও হতাশ হওয়া, মাথাঘোরা, তৎসঙ্গে ললাটে শীতল ঘর্ম্ম, ভীত চেহারা, মুখ ও ঠোঁট শীতল, বিবর্ণ ও

ঈষৎ নীলবর্ণ, চক্ষু কোটরে পড়া, কনীনিকা বিস্তৃত; ওষ্ঠ শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ, জিহ্বা ঠাণ্ডা, ও পুরুলেপযুক্ত; জিহ্বার অগ্রভাগ ও পার্শ্ব পীতবর্ণ লেপযুক্ত কিম্বা শুষ্ক ও ফাটা; তিক্ত, অম্ল অথবা পচা স্বাদ, ক্ষুধারাহিত্য অথবা অত্যন্ত ক্ষুধা, অধিক পরিমাণে শীতল জল অথবা তরল অম্ল বস্তু পান করিবার ইচ্ছা, অম্ল ফল খাইবার ইচ্ছা, বমনোদ্রেক ও লালা নির্গমন, ফেনাযুক্ত, অম্ল, শ্লেষ্মা, গাঢ় সবুজবর্ণ অথবা পীতবর্ণ শ্লেষ্মা, ও পিত্ত বমন; নড়িলে চড়িলে, ও জলপান করিলে বমি বেশী হয়; বমনের পূর্ব্বে হাত ঠাণ্ডা কিন্তু পরে গরম, বমন করিলে পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও পাকাশয়ে চাপবোধ; বমনকালে তলপেট সংকোচন, নাভিদেশে এরূপ অসহ্য বেদনা হয় যেন তলপেট ছিঁড়িয়া যায়; তলপেটে হাত দিলে লাগে; স্বরভঙ্গ, বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত ও চাপা বোধ; প্রশ্বাস বন্ধ; অত্যন্ত অস্থিরতা; শ্বাস বন্ধ বোধে রোগী বিছানায় উঠিয়া বসে; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; হাত পায় খিলধরা ও হাত পায়ের চামড়া কোঁকড়াইয়া যাওয়া; ত্বক শীতল ও নীলবর্ণ, ও খিল ধরিবার সময় হাত যোড় করিয়া থাকা।

শিশুদিগের ও সাধারণ ওলাউঠায় ভেরট্রম অতি আশ্চর্য্য ঔষধ, কিন্তু ওলাউঠা রোগাক্রান্ত প্রত্যেক রোগীকেই যে এই ঔষধ সেবন করাইতে হইবে এমত নহে। ইহার লক্ষণ সমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। মলত্যাগের লক্ষণ সমুদায় ও তৎপরেই পিপাসা ইহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। অক্লেশকর ওলাউঠায় ভেরেট্রম কদাচিৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

ওলাউঠা—একোনাইট, আর্সেনিক, ক্যাম্ফর, কার্ব্বভেজ, সিকিউটা, কিউপ্রম, ফস্ফরস, ফস্ফরিক এসিড, পডফাইলম, সিকেলি, সল্ফর, ভেরেট্রম এলবম।

শ্বাসরোধ ও ওলাউঠা—কাম্ফর, কার্ব্বোভেজ।

শিশুদিগের ওলাউঠা—একোনাইট, ইথিউজা, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুড, আর্সেনিক, বেলেডনা, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব, ক্যাম্ফর, কার্ব্বভেজ, কল্চিকম, কলসিন্থ, ক্রোটন, ইপিকাক, আইরিস ভার্সিকোলার, ফস্ফরস, পডফাইলম, ভেরেট্রম।

ওলাউঠা morbus—একোনাইট, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুড, আর্সেনিক; ক্যাম্ফর, কল্চিকম, কলসিন্থ, ক্রোটন, ইপিকাক, আইরিস ভার্স, ফস্ফরস, ফস্ফরিক এসিড, পডোফাইলম; ভেরেট্রম।

উদরাময়—একোনাইট, ইস্কিউলস, ইথিউজা, এলোজ, এলুমিনা, এসিড মিউরিয়েটিকম, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম; এপিস, আর্ণিকা, আর্সেনিক, ব্যাপ্টিসিয়া, ব্রাইয়োনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব, ক্যান্থারিস, কষ্টিকম, ক্যামোমিলা, চেলিডোনিয়ম, চায়না, সিনা, কফিয়া; কলসিন্থ, ক্রোটন, জেল্সিমিয়ম, গ্রাফাইটিস, গমিগটী, ইপিকাক, আইরিস ভার্সি, লেপ্টেণ্ড্রা, নেট্রম মিউরিয়েটিকম, নক্স-ভমিকা

ফস্‌ফরিক এসিড, প্লম্বম, পডফাইলম, সরিনম, পল্‌সেটিলা, সল্‌ফর, ভেরট্রম্‌।

পুরাতন উদরাময়—এস্‌কিউলস, ক্যামমিলা, এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, এপিসমেলিফিকা, আর্ণিকা, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, কষ্টিকম, চায়না, কলসিন্থ, গ্রাফাইটিস, গমিগটী, লেপ্টেণ্ড্রা, লাইকোপোডিয়ম, সিনা, কফিয়া, ক্রোটন, ইপিকাক, আইরিস-ভার্সি, নেট্রম-মিউরিয়েটিকম, নকস-ভমিকা, ফস্ফরস, ফস্‌ফরিক এসিড, পডোফাইলম, সরিনম, পল্‌সেটিলা, সল্‌ফর, ভেরেট্রম।

রক্তামাশায়—একোনাইট, ইথিউজা, এলোজ, এলুমিনা, এপিস্‌, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, আর্ণিকা, আর্সেনিক, ব্যপ্‌টিসিয়া, বেলেডনা, ক্যান্থারিস, ক্যাপ্‌সিকম, কার্ব্বভেজ, চায়না, কল্‌চিকম, কলোসিন্থ, কিউপ্রম, গমিগটী, ইপিকাক, আইরিস-ভার্সি, মার্কুরিয়স কর, নকস-ভমিকা, ফস্‌ফরস, সরিনম, পল্‌সেটিলা, সল্‌ফর, ভেরেট্রম্‌।

মলের আকার ও লক্ষণ।

এলবুমেন সংযুক্ত মল—নেট্রম-মিউরিয়েটিকম।

একবার কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎপরে উদরাময়—এণ্টিমোনিয়ম-ক্রুডম, আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, সিনা, নক্স-ভমিকা, ফস্‌ফরস, সল্‌ফর।

। পত্তসংযুক্ত—
নিক, ক্যামোমিলা, চা
টেণ্ড্রা, ফস্‌রস, পল্‌সেটিলা,

রক্তসংযুক্ত—একোন,
এলোজ, এলুমিনা, এপিস, অ,
আর্সেনিক, ব্যাপ্‌টিসিয়া, বেলেড
ক্যাপসিকম, কার্ব্বভেজ, ক্যামোমিলা,
কলসিন্থ, কিউপ্রম, ইপিকাক, আইরিস
মার্কুরিয়স-কর, নেট্রম মিউরিয়েটিকম, নকস্-ভমি
ফরস, প্লম্বম, পডফাইলম, সোরিনম, পল্‌সেটিলা, সলফর,
ভেরেট্রম।

কৃষ্ণবর্ণ—এলুমিনা, ক্যাপ্‌সিকম।

অল্প অল্প রক্তযুক্ত—কলচিকম, সলফর।

পরিবর্ত্তনশীল—ক্যামোমিলা, কলচিকম, পডফাইলম, পল্‌সেটিলা, সল্‌ফর।

বর্ণ—কাল—একোনাইট, এপিস মেলিফিকা, আর্সে-নিক, ক্যাম্ফর, কার্ব্বোভেজ, চায়না, কিউপ্রম, আইরিস-ভার্সি, লেপটেণ্ড্রা, নেট্রেম-মিউরিয়েটিকম, পডফাইলম, সোরিনম, সল্‌ফর, ভেরেট্রম।

—পাটকিলা—এম্‌কিউলস, এলোজ, আর্জেণ্টম নাই-ট্রিকম্, আর্ণিকা, আর্সেনিক, ব্যাপ্‌টিসিয়া, ব্রাইওনিয়া, ক্যাম্ফর, ক্যান্থারিস, কার্ব্বোভেজ, চেলিডোনিয়ম, চায়না, কলোসিন্থ,

.াঁরি.

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব,

র্নিক, চায়না, ল্যাকেসিস।

.র্জেণ্টম-নাইট্রিকম, ক্যাল্কেরিয়া-

.াইট্রিকম, ব্যাপ্টিসিয়া, কার্ব্বভেজ,

লবণ্।

—ধূসর—এলোজ, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব, চেলিডোনিয়ম, নেট্রম মিউরিয়েটিকম।

—সবুজ—একোনাইট, এস্কিউলস, ইথিউজা, এলোজ, এলুমিনা, এপিস-মেলিফিকা, আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম, আর্সেনিক, বেলেডনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যান্থারিস, ক্যামোমিলা, চায়না, সিনা, কলচিকম, কলোসিন্থ, ক্রোটন, কিউপ্রম, জেলসিমিয়ম, গমিগটী, ইপিকাক, আইরিসভার্সি, লেপ্টেণ্ড্রা, নেট্রমমিউরিয়েটিকম, নক্স-ভমিকা, ফস্ফরস, ফস্ফরিক-এসিড, পডফাইলম, সোরিনম, পল্সেটিলা, সলফর, ভেরেট্রম।

—লাল—আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম, ক্যান্থারিস, সিনা, কলচিকম, গ্র্যাফাইটিস, লাইকোপোডিয়ম, সলফর।

—সাদা—এস্কিউলস, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, এপিস,

আর্সেনিক, বেলেডনা, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব, ক্যাম্থারিস, কষ্টিকম, ক্যামোমিলা, চায়না, সিনা, গ্রাফাইটিস, ইপিকাক, লাইকোপোডিয়ম, ফস্‌ফরিক এসিড, পডফাইলম, পল্‌সেটিলা, সলফর।

—গুটিগুটি—ফস্‌ফরস।

—চর্ব্বির ন্যায়—ম্যাগ্‌নেসিয়া কার্ব্ব।

—পীতবর্ণ—ইথিউজা, এলোজ, এমোনিয়া মিউরিয়েটিকম, এপিস, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, আর্সেনিক, ব্যাপ্‌টিসিয়া, বেলেডনা, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব, ক্যাম্থারিস, ক্যামোমিলা, চায়না, কল্‌চিকম, কলোসিন্থ, ক্রোটন, জেল্‌সিমিয়ম, গমিগটী, ইপিকাক, আইরিস ভার্সি, লেপটেণ্ড্রা, লাইকোপোডিয়ম, ফস্‌ফরস, ফস্‌ফরিক-এসিড, পডোফাইলম, পল্‌সেটিলা, সলফর।

বার বার নিগতি হওয়া—এপিস, ফস্‌ফরস।

অধিক পরিমাণে—ইথিউজা, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, আর্ণিকা, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যাম্ফর, চায়না, কল্‌চিকম, ক্রোটন, গমিগটী, আইরিস-ভার্সি, লেপটেণ্ড্রা, নেট্রম-মিউরিয়েটিকম, ফস্‌ফরস, পডো-ফাইলম, ভেরেট্রম।

তীব্রগন্ধবিশিষ্ট—একোনাইট, এলুমিনা, এণ্টিমোনিয়ম-ক্রুডম, আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম, আর্সেনিক, ব্যাপ্‌টিসিয়া, ক্যাম্থারিস, ক্যামোমিলা, চায়না, কল্‌চিকম, কলোসিন্থ,

লেপটেণ্ড্রা, নেট্রম-মিউরিয়েটিকম, নক্সভমিকা, ফস্‌ফরস, পল্‌সেটিলা, সলফর, ভেরেট্রম।

কফে নির্গমন—এলুমিনা, ক্যালকেরিয়া, জেলসিমিয়ম্, সোরিনম।

দাঁড়াইলে বেগ হওয়া—কষ্টিকম।

প্রস্রাবসময়ে বেগ হওয়া—এলুমিনা।

হঠাৎ জোরে নির্গত হওয়া—এলোজ, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, ক্রোটন, গমিগটী, লেপ্‌টেণ্ড্রা, নেট্রম মিউরিয়েটিকম, ফস্‌ফরস, পডফাইলম, সলফর।

মলসংযুক্ত—একোনাইট, এলুমিনা, কষ্টিকম, চেলিডোনিয়ম, চায়না, কফিয়া।

মল কালবর্ণ—ক্যাম্ফর, আইরিসম ভার্সি, লেপটেণ্ড্রা, সলফর।

—কটা বর্ণ—এস্‌কিউলস্, ব্রাইওনিয়া, কলোসিন্থ, লাইকোপোডিয়ম।

—কেশযুক্ত—আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম, ক্যাল্‌কেরিয়াকার্ব্ব, জেল্‌সিমিয়ম্।

মল গাঢ়—ব্যাপ্‌টিসিয়া, কার্ব্বভেজ, নক্স ভমিকা।

„ গাঢ়—ক্যাল্‌কেরিয়া।

„ ধূসর সাদা—এস্‌কিউলস।

থস্‌থসে—এস্‌কিউলস, এলোজ, আর্ণিকা, ব্যাপটিসিয়া,

বেলেডনা, চেলিডোনিয়ম, গ্র্যাফাইটিস, আইরিস-ভার্সি, লেপ-টেণ্ড্রা, পডোফাইলম।

„ পাতলা—এলুমিনা, আর্ণিকা, ব্যাপ্‌টিসিয়া, ব্রাইও-নিয়া, কার্ব্ব-ভেজ, চেলিডোনিয়ম, গগিগটী আইরিস ভার্সি, লেপটেণ্ড্রা, লাইকোপোডিয়ম, নক্স্‌-ভমিকা।

সাদা—এস্‌কিউলস, বেলেডনা, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, লাইকোপোডিয়ম, পডোফাইলম।

পীতবর্ণ—এলোজ, এমোনিয়ম-মিউরিয়েটিকম, এপিস, ব্যাপ্‌টিসিয়া, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, চেলিডোনিয়ম, কলোসিন্থ, জেলসিমিয়ম, গগিগটী, আইরিস-ভার্সি, পডফাইলম।

চোয়ান জলবৎ—আর্ণিকা, ইপিকাক।

আঁইসবৎ (Flakes)—আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম, কলচিকম, কিউপ্রম, ভেরেট্রম।

বার বার—একোনাইট, এপিস-মেলিফিকা, আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম, আর্ণিকা, আর্সেনিক, ব্যাপটিসিয়া, বেলেডনা, ব্রাইয়োনিয়া, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যাম্থারিস, ক্যাপ্‌সি-কম, কার্ব্ব-ভেজ, ক্যামোমিলা, চায়না, সিনা, কলচিকম, কলোসিন্থ, কিউপ্রম, গগিগটী, ইপিকাক, আইরিস-ভার্সি, মার্কুরিয়স-কর, নক্স-ভমিকা, পডোফাইলম, রোরিলম, পলসে-টিলা, ভেরেট্রম।

ফেনাযুক্ত—আর্ণিকা, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যাম্থারিস, চায়না, কলোসিন্থ, ইপিকাক, পডোফাইলম, সল্‌ফর।

উত্তপ্ত—এলোজ, ক্যামোমিলা, ফস্‌ফরস, সল্‌ফর।

অনিচ্ছায়—আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম, আর্সেনিক, বেলে-ডনা, নেট্রম মিউরিয়েটিকম, প্লম্ব, সোরিনম।

বায়ু নিঃসরণ সময়ে নির্গত হইলে—একোনাইট, এলোজ, ফস্‌ফরিক এসিড, পডোফাইলম, ভেরেট্রম।

প্রস্রাব করিবার সময় নির্গত হইলে—এলোজ।

নড়িলে চড়িলে নির্গত হইলে—এপিস।

নিদ্রাকালে নির্গত হইলে—আর্ণিকা, ব্রাইয়োনিয়া, পল্‌সেটিলা।

তরল—ইথিউজা, আর্সেনিক, কার্ব্বভেজ।

„ কালবর্ণ—একোনাইট, আর্সেনিক, কার্ব্বভেজ।

„ কটাবর্ণ—আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, গ্র্যাফাইটিস, নক্স-ভমিকা, ফস্‌ফরস, সোরিনম।

„ ঈষৎ সবুজবর্ণ—ইথিউজা, ক্রোটন।

„ „ সাদাবর্ণ—ইথিউজা।

„ „ লাল পীতমিশ্রিত—লাইকোপোডিয়ম।

ঐ পীতবর্ণ—ইথিউজা, কলোসিন্থ, আইরিস-ভার্সি, লাইকো-পোডিয়ম।

চাপ চাপ—এণ্টিমোনিয়ম-ক্রুডম; এপিস, গ্রাফাইটিস, ইপিকাক, লাইকোপোডিয়ম।

ঝিল্লির ন্যায়—কল্‌চিকম।

„ অল্প আমযুক্ত—মার্কুরিয়স-কর।

• আমযুক্ত—ক্যাপ্‌সিকম্‌, কার্ব্বোভেজ, চেলিডোনিয়ম্‌, চায়না, সিনা, কলোসিন্থ, গ্রাফাইটিস, আইরিস-ভার্সি, লেপ্‌টেণ্ড্রা, ভেরেট্রম।

„ আঠার ন্যায়—কল্‌চিকম্‌।

রক্ত আম—একোনাইট, ইথিউজা, এলোজ, এপিস, আর্জেণ্টম্‌-নাইট্রিকম, আর্ণিকা, আর্সেনিক, ব্যাপ্‌টিসিয়া, বেলেডোনা, ক্যান্থারিস, ক্যাপ্‌সিকম, কার্ব্বো-ভেজ, ক্যামোমিলা. কলোসিন্থ, গমিগটী, আইরিস-ভার্সি, লেপ্‌টেণ্ড্রা, মার্কুরিয়স্‌-কর, নক্স-ভমিকা, প্লম্বম্‌, পডোফাইলম, সোরিনম, পল্‌সেটিলা, সল্‌ফর।

আম ধূসরবর্ণ—আর্সেনিক, ব্যাপ্‌টিসিয়া, কার্ব্বো-ভেজ, নক্সভমিকা।

„ গাঢ়—আর্জেণ্টম্‌-নাইট্রিকম, ব্যাপ্‌টিসিয়া।

„ „ ফেনযুক্ত গুড়ের ন্যায়—ইপিকাক।

„ আঠার ন্যায়—এলোজ, কল্‌চিকম, পডোফাইলম্‌।

গুটির ন্যায়—বেলেডোনা, ফস্‌ফরস।

„ সবুজবর্ণ—একোনাইট, এস্‌কিউলস, ইথিউজা, এমো-নিয়ম-মিউরিয়েটিকম্‌, এপিস, আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম্‌, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যান্থারিস, ক্যামোমিলা, সিনা, কলো-সিন্থ, গমিগটী, ইপিকাক, নক্সভমিকা, ফস্‌ফরস, ফস্‌ফরিক-এসিড, পডোফাইলম, সোরিনম, পল্‌সেটিলা, সল্‌ফর।

আম ফেকাশে বর্ণ—কার্ব্বোভেজ।

„ লালবর্ণ—আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম, ক্যান্থারিস, সিনা, কল্‌চিকম, গ্রাফাইটিস, লাইকোপোডিয়ম, সল্‌ফর।

„ চাপ চাপ—আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম, ক্যাপ্‌সিকম, লাইকোপোডিয়ম্।

„ চট্‌চটে—একোনাইট, এলোজ, এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা, এপিস, আর্ণিকা, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যাপ্‌সিকম, কার্ব্বো-ভেজ, ক্যামোমিলা, সিনা, কল্‌চিকম্, কলোসিন্থ, গমিগটী, মার্কুরিয়স-কর, নক্স-ভমিকা, পডো-ফাইলম, সল্‌ফর।

আম স্বচ্ছ—এলোজ, কল্‌চিকম।

„ জলবৎ—আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম, লেপ্‌টেণ্ড্রা।

„ সাদা—আর্সেনিক, বেলেডোনা, ক্যান্থারিস, কষ্টিকম, ক্যামোমিলা, সিনা, গ্রাফাইটিস, ইপিকাক, ফস্‌ফরস, ফস্‌ফরিক এসিড, পডোফাইলম, পল্‌সেটিলা, সল্‌ফর।

চর্ব্বির ন্যায়—সিনা।

পীতবর্ণ—এপিস, বেলেডোনা, ক্যামোমিলা, চায়না, পডোফাইলম, পল্‌সেটিলা, সল্‌ফর।

সর্ব্বদা নির্গত হইতে থাকে—এপিস, ফস্‌ফরস।

অক্লেশকর—এপিস, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, আর্সেনিক, ব্যাপ্‌টিসিয়া, ক্যাম্ফর, ক্যামোমিলা, চায়না, কল্‌চিকম, কলোসিন্থ, ক্রোটন, লাইকোপোডিয়ম্, ফস্‌ফরিক-এসিড, পডোফাইলম, সোরিনম, সল্‌ফর, ভেরেট্রম্।

ধারার ন্যায়—এলোজ, লেপ্‌টেণ্ড্রা, পডোফাইলম।

গাঢ় পূঁযের ন্যায়—এপিস, আর্ণিকা, আর্সেনিক, লাইকোপোডিয়ম, পল্‌সেটিলা, সল্‌ফর।

ময়দার ন্যায—ফস্‌ফরিক-এসিড, পডোফাইলম্।

জোরে তীরের ন্যায় বহির্গত হওন—ক্রোটন।

চামড়ার ন্যায—ক্যান্থারিস, কলচিকম্।

অল্প পরিমাণে—একোনাইট, এলোজ, আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম, আর্ণিকা, আর্সেনিক, ব্যাপ্‌টিসিয়া, বেলেডোনা, ক্যান্থারিস, ক্যাপ্‌সিকম, ক্যামোমিলা, কল্‌চিকম, কলোসিন্থ, ক্রোটন, মার্কুরিয়স কর, নক্স-ভমিকা, পল্‌সেটিলা।

গন্ধ ধূসরবর্ণ পোড়া কাগজের ন্যায়—কলোসিন্থ।

„ মৃতদেহের ন্যায়—কার্ব্বো-ভেজ, চায়না।

পচা পনির ন্যায—ব্রাইওনিয়া।

„ ছানার ন্যায়—আইরিস-ভার্সি।

„ পচা ডিম্বের ন্যায়—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যামোমিলা, সোরিনম।

দুর্গন্ধযুক্ত—আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম, আর্ণিকা, বেলেডোনা, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, আইরিস-ভার্সি, লেপ্‌টেণ্ড্রা, লাইকো-পোডিয়ম, ফস্‌ফরস, সল্‌ফর।

অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত—এলোজ, এপিস, আর্সেনিক, ব্যাপ্‌টিসিয়া।

গন্ধ পচা—আর্সেনিক, ব্যাপ্‌টিসিয়া, ব্রাইওনিয়া, কার্ব্ব-ভেজ, চায়না, কলোসিন্থ, ইপিকাক, পডোফাইলম।

গন্ধ অম্ল—আর্ণিকা, বেলেডোনা, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, কল্‌চিকম, কলোসিন্থ, গ্রাফাইটিস, ফস্‌ফরস, সল্‌ফর।

গন্ধহীন—ইথিউজা।

অজীর্ণ—ইথিউজা, এলোজ, এন্‌টিমোনিয়ম-ক্রুডম, অর্জেন্টম-নাইট্রিকম, আর্ণিকা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যামোমিলা, চায়না, কলোসিন্থ, ক্রোটন, গ্রাফাইটিস গমিগটী, আইরিস ভার্সি, লেপ্‌টেণ্ড্রা, লাইকোপোডিয়ম, ফস্‌ফরস, ফস্‌ফরিক-এসিড, পডোফাইলম, সলফর।

জলবৎ—একোনাইট্‌, এলোজ, এণ্টিমোনিয়ম-ক্রুডম, এপিস্‌, ব্যাপ্‌টিসিয়া, বেলেডোনা, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যাম্ফর, কার্ব্বো-ভেজ, কলচিকম, কলোসিন্থ, কিউপ্রম, গমিগটী, ইপিকাক, আইরিস ভার্সি, নেট্রম মিউরিয়েটিকম, ফস্‌ফরস, পডোফাইলম, পল্‌সেটিলা, সলফর, ভেরেট্রম।

,, কৃষ্ণবর্ণ—এপিস, আর্সেনিক, ক্যাম্ফর, চায়না, কিউপ্রম, নেট্রম মিউরিয়েটিকম, সোরিনম, ভেরেট্রম।

,, রক্তসংযুক্ত—এলোজ।

,, মাংস ধোয়া জলের ন্যায়—ক্যান্থারিস, ফস্‌ফরস।

,, ধূসরবর্ণ—আর্সেনিক, ক্যাম্ফর, ক্যান্থারিস, কার্ব্বোভেজ চেলিডোনিয়ম, চায়না, গমিগটি, সলফর, ভেরেট্রম।

,, কাদার ন্যায় বর্ণ—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব।

,, স্বচ্ছ বর্ণহীন—এপিস।

,, গাঢ়—প্লম্বম।

,, চাপ চাপ—কিউপ্রম, ভেরেট্রম।

,, নীলবর্ণ—ব্রাইওনিয়া, ক্যামোমিলা, গমিগটী, ইপিকাক, আইরিস-ভার্সি, লেপ্‌টেণ্ড্রা, ফস্‌ফরস, পডোফাইলম, পল্‌সেটিলা, সল্‌ফর, ভেরেট্রম।

,, সাদাবর্ণ—চেলিডোনিয়ম, ফস্‌ফরস, ফস্‌ফরিক-এসিড্।

,, পীতবর্ণ—এপিস, আর্সেনিক, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব, ক্যান্থারিস, ক্যামোমিলা, চায়না, ক্রোটন, গমিগটী, ইপিকাক, ফস্‌ফরিক-এসিড, প্লম্বম।

মলের অবস্থা ও আনুষঙ্গিক উপসর্গ।

(ক) বৃদ্ধি।

অম্লবস্তু আহারে বৃদ্ধি—এলোজ, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, এপিস, আর্সেনিক, কলোসিন্থ, ফস্‌ফরিক-এসিড, সল্‌ফর।

তরুণ রোগাক্রমণের পর—কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, সোরিনম।

বৈকালে—এলোজ, বেলেডোনা, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, চায়না, লেপ্‌টেণ্ড্রা।

অপরাহ্ণে ৪টা হইতে ৬টা—কার্ব্বো-ভেজ।

,, ৪—৮টা—লাইকোপোডিয়ম।

,, ৫—৬টা—ডিজিটেলিস।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের—এণ্টিমোনিয়ম-ক্রুডম।

ঠাণ্ডা লাগিয়া তলপেটের বায়ুপূর্ণতা বশতঃ—কষ্টিকম্।

বায়ুপ্রবাহে—একোনাইট, ক্যাপ্‌সিকম, নক্স-ভমিকা।

খোলা বাতাসে—এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা, কফিয়া।

একদিন অন্তর একদিন—এলুমিনা, চায়না।

রাগান্বিত হওয়ার পর—একোনাইট, ব্রাইওনিয়া, ক্যামোমিলা, নক্স-ভমিকা।

বসন্তকালে—ব্যাপ্‌টিসিয়া, কল্‌চিকম, ইপিকাক।

স্নানের পর—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব।

ঠাণ্ডা জলে স্নানের পর—এণ্টিমোনিয়ম-ক্রুডম্।

বিয়ার মদ্যপানের পর—চায়না, গমিগটী, সল্‌ফর।

প্রাতঃকালে আহারের পর—আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম।

দগ্ধ হওয়ার পর—আর্সেনিক।

শাক সবজী খাইলে—ব্রাইওনিয়া।

বিরক্তি জন্য—এলোজ, ব্রাইওনিয়া, ক্যামোমিলা।

সূতীকাগৃহে—ক্যামোমিলা, ফস্‌ফরস, সোরিনম।

শিশুদিগের—ইথিউজা, ক্যামোমিলা, সিনা, ইপিকাক, সল্‌ফর।

স্থূলকায় শিশুদিগের—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব।

সংক্রামক ওলাউঠার সময়—ক্যাম্ফর, কিউপ্রম।

কফি সেবনের পর—ক্যান্থারিস।

ঠাণ্ডা লাগাইলে পর—একোনাইট, এলোজ, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাম্ফর, কষ্টিকম, ক্যামোমিলা, চায়না, কফিয়া, গ্রাফাইটিস, ইপিকাক, নক্স-ভমিকা, সল্‌ফর।

শীতল জল পানে—এণ্টিমোনিয়ম-ক্রুডম, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, কার্ব্বোভেজ, লেপ্‌টেণ্ড্রা, পল্‌সেটিলা।

শীতল বস্তু আহারের পর—এণ্টিমোনিয়ম-ক্রুডম, কলোসিন্থ, লাইকোপোডিয়ম, পল্‌সেটিলা।

কোষ্ঠবদ্ধের পর—এলুমিনা।

স্পর্শমাত্র—বেলেডোনা, কল্‌চিকম।

শরীর আচ্ছাদিত করিলে—ক্যাম্ফর।

আর্দ্র স্থানে—পল্‌সেটিলা।

দিবসে—এমোনিয়া-মিউরিয়েটিকা, ব্যাপ্‌টিসিয়া, ক্যান্থারিস, সিনা, গমিগটী, নেট্রম-মিউরিয়েটিকম, নক্‌স-ভমিকা।

দিবসে ও রাত্রে—কেলি-কার্ব্ব, মার্ক কর, সাইলিসিয়া।

দন্তোদ্গমসময়ে—ইথিউজা, এপিস, আর্জেণ্টম-নাই, আর্স, বোর‍্যাক্স, কেলি-কার্ব্ব, ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্, কেমো, চায়না, কলোসিন্থ, ডল্‌কেমারা, জেলস্, হেল, ইগেসিয়া, ইপিকাক, ক্রিয়োজোট, ম্যাগ্‌নেশিয়া, মার-ভাইবস, নক্স মস্কেটা, পডোফাইলম, সোরিনম্, রিয়ম, সাইলিসিয়া, সল্‌ফর, সল্‌ফ-এসিড্।

মধ্যাহ্ন আহারের পর—এলিউমিনা, এমন-মিউ, নাইট্রিক-এসিড ও নক্স-ভমিকা।

তেজস্কর ঔষধ সেবনের পর—নক্স-ভমিকা।

পানের পর—আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম, আর্সেনিক, এসা-ফেটিডা, ক্যাপ্সিকম, কলোসিন্থ, ক্রোটন, ফেরম, নক্স-মস্কেটা, পডোফাইলম্, সিকেলি, সল্ফর, ভেরেট্রম।

ঔষধ সেবনেব পর—নক্স-ভমিকা।

আহারেব পর—এলোজ, এপিস, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, আর্সেনিক, কার্ব্বোভেজ, কলোসিন্থ, ক্রোটন, লাইকোপোডিয়ম, ফস্ফরস্, ফস্ফরিক এসিড, পডোফাইলম, সল্ফর।

শীর্ণকায় ব্যক্তিদিগের—ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব, ফস্ফরস্।

বিষাদে—কলোসিন্থ, জেল্সিমিয়ম, ফস্ফরিক এসিড।

কণ্ডু বসিয়া যাওয়া জন্য—লাইকোপোডিয়ম, সল্ফর।

সন্ধ্যাকালে—এলোজ, ক্যাষ্ট্যারিস্, কষ্টিকম, কল্চিকম, জেলসিমিয়ম, ইপিকাক, লেপ্টেণ্ড্রা।

কণ্ডু বসিয়া গেলে—ব্রাইওনিয়া।

ঐ সময়ে—আর্সেনিক, চায়না।

স্থূলকায় ব্যক্তিদিগের—ক্যাপ্সিকম।

জ্বরাক্রান্ত হইলে—আর্ণিকা।

পচা জ্বরাক্রান্ত হইলে—ক্যাম্ফর, কিউপ্রম।

টাইফয়েড জ্বরে—এলুমিনা, আর্ণিকা, আর্সেনিক, ব্যাপ্টিসিয়া, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, ফস্ফরিক এসিড, ভেরেট্রম।

কৃত্রিম খাদ্য গ্রহণে—এলুমিনা, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, সল্‌ফুর।

খাদ্য পরিবর্ত্তনের পর—নেট্রম মিউরিয়েটিকম্‌।

খাদ্যের পর—নেট্রম মিউরিয়েটিকম্‌।

তৈলাক্ত বস্তু আহারের পর—এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, কার্ব্বোভেজ, পল্‌সেটিলা।

আহারের পর—আর্সেনিক, কার্ব্বোভেজ।

পূর্ব্বাহ্নে—এলোজ, গম্বিগটী।

ভয়ের পর—জেলসিমিয়ম্‌।

ফল খাওয়ার পর—একোনাইট, আর্সেনিক, চায়না, কলোসিন্থ, ক্রোটন, পল্‌সেটিলা।

ঐ দুগ্ধ সহিত—পডোফাইলম্‌।

ঐ স্নিগ্ধ করিয়া—ব্রাইওনিয়া।

আদা খাওয়ার পর—নক্স-ভমিকা।

শোক জন্য—কলোসিন্থ, জেল্‌সিমিয়ম, ফস্‌ফরিক এসিড।

চুল কাটিলে—বেলেডোনা।

সূর্য্যের বা অগ্নির উত্তাপে—কার্ব্বোভেজ।

মাথা ধরার পর—পডোফাইলম।

তরুণ Hydrocephalus রোগে—এপিস, বেলেডোনা।

কুল্পি বরফ খাইলে—আর্সেনিক, কার্ব্বোভেজ, পল্‌সেটিলা।

অতি আহ্লাদে—আর্জেণ্টম নাইট্রিকম।

হিংসা হইলে—কলোসিন্থ।

শিশুদিগের স্তন্য-পান-সময়ে—ইথিউজা, কফিয়া।

আঘাত লাগিলে—আর্ণিকা।

পাণ্ডুরোগে—নক্স-ভমিকা।

হঠাৎ আহ্লাদে—কফিয়া।

সীস দ্বারা বিষাক্ত হইলে—এলুমিনা।

অল্প উত্তাপে—বেলেডোনা, কলচিকম।

শরীরের জলীয় অংশ নষ্ট হইলে—কার্ব্বোভেজ, চায়না, ফস্ফরিক এসিড।

চিৎ হইয়া শুইলে—পডোফাইলম।

বাম পার্শ্বে শুইলে—আর্ণিকা, ফস্ফরস।

অধিক পরিমাণে ম্যাগ্নেসিয়া ব্যবহারের পর—নক্স-ভমিকা।

আহারের পর—এলুমিনা, এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা, এলোজ, এপিস, আর্সেনিক, চায়না, কলোসিন্থ।

আহারকালে—ফেরম।

হামের পর—চায়না, পল্সেটিলা।

মাংস আহারে—লেপ্টেণ্ড্রা।

সদ্য ঐ ঐ—কষ্টিকম্।

বাসি ঐ—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব।

ঋতুর পর—গ্র্যাফাইটিস।

ঐ পূর্ব্বে—ভেরেট্রম।

ঐ সময়ে—এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা, ভেরেট্রম।

মানসিক চিন্তার পর—নক্স-ভমিকা।

দুগ্ধ পানে—ইথিউজা, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া ক্যাল্-কেরিয়া, লাইকোপোডিয়ম, সল্ফর।

দুগ্ধ ও তৎসঙ্গে অম্ল ফল খাইলে—পডোফাইলম্।

প্রাতঃকালে—ইথিউজা, এলুমিনা, এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা, এণ্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম্, এপিস, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, ব্রাইওনিয়া, আইরিস ভার্সি, লাইকোপোডিয়ম, নক্সভমিকা, ফস্ফরস, ফস্ফরিক এসিড, পডোফাইলম।

,, শয্যা হইতে উঠিলে—ইথিউজা, সোরিনম।

,, ,, হইতে ঘুরিয়া বেড়াইলে—ব্রাইওনিয়া, লেপ্টেণ্ড্রা।

,, শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে—এলোজ, চায়না, সোরিনম, সল্ফর।

হাঁটিয়া বেড়াইলে—এলোজ, এপিস, আর্ণিকা, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, কল্চিকম, কলোসিন্থ, ক্রোটন, ইপিকাক, ম্যাকুরিয়স কর, নেট্রম মিউরিয়েটিকম, ভেরেট্রম।

নিম্ন দিকে গতিতে—ক্যামোমিলা, জেল্সিমিয়ম।

বিপৎসংবাদে—জেল্সিমিয়ম।

রাত্রিতে—একোনাইট, এলোজ, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, ক্যাম্থারিস,

ক্যাপ্‌সিকম, কষ্টিকম, ক্যামোমিলা, চেলিডোনিয়ম, চায়না, কল্‌চিকম্‌, গ্রাফাইটিস, ইপিকাক, আইরিস ভার্সি, ফস্‌ফরিক এসিড, পডোফাইলম, সোরিনম, পল্‌সেটিলা, ভেরেট্রম।

দুই প্রহর রাত্রির পর—আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, আর্সেনিক, আইরিস ভার্সি, লাইকোপোডিয়ম, সল্‌ফর।

রাত্রি জাগরণে—নক্‌স-ভমিকা।

শব্দ হইলে—নক্‌স-ভমিকা।

হঠাৎ ঐ—বেলেডোনা।

স্তন্য পান করিবার পর—এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, ক্রোটন।

অধিক পরিমাণে আফিং খাওয়ার পর—নক্‌সভমিকা।

অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে—একোনাইট, এপোজ, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম।

ঘর্ম্ম বন্ধের পর—একোনাইট।

আলু খাইলে—এলুমিনা।

গর্ভাবস্থায়—এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, লাইকোপোডিয়ম, ফস্‌ফরস, সল্‌ফর।

চাপা দিলে—বেলেডোনা, পডোফাইলম।

ঐ হাইপোকণ্ড্রিয়ায়—একোনাইট, আর্জেণ্টম, লাইট্রিকম, কষ্টিকম, ফফিয়া, লাইকোপোডিয়ম, নক্‌স-ভমিকা।

ঐ নাভিপ্রদেশে—ক্রোটন।

উঠিয়া দাঁড়াইলে—একোনাইট, ব্রাইওনিয়া।

স্ক্রফিউলস্ ধাতু বিশিষ্ট লোকদিগের—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, কষ্টিকম্, সল্‌ফর।

সমুদ্রতীরে ভ্রমণে—ব্রাইওনিয়া।

সোজা হইয়া বসিলে—ব্রাইওনিয়া।

নিদ্রার পর—বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া।

নিদ্রাকালে—সল্‌ফর।

বসন্ত রোগাক্রমণসময়ে—আর্সেনিক, চায়না।

ব্যঞ্জনের গন্ধে—কল্‌চিকম্।

ডিম্বের গন্ধে—কল্‌চিকম্।

তৈলাক্ত মাংসের গন্ধে—কল্‌চিকম্।

মৎস্যের গন্ধে—কল্‌চিকম্।

খাদ্যের গন্ধে—কল্‌চিকম্।

তীব্র গন্ধে—কল্‌চিকম, নক্স-ভমিকা।

অধিক পরিমাণে মদ্যপানে—আর্সেনিক, নক্স-ভমিকা।

দাঁড়াইলে—এলোজ।

পাকাশয়ের গোলযোগবশতঃ—পল্‌সেটিলা।

গ্রীষ্মকালে—একোনাইট্, ইথিউজা।

উত্তপ্ত রৌদ্রে—ক্যাম্ফর।

বৈকালে আহারের পর—আইরিস ভার্সি।

লালা গিলিলে—কল্‌চিকম্‌।

মিষ্ট দ্রব্য ভোজনে—আর্জেণ্টম্‌ নাইট্রিকম, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব, ক্রোটন।

তামাক খাইলে—ক্যামোমিলা, পল্‌সেটিলা।

গা খোলা রাখিলে—নক্সভমিকা।

প্রস্রাব-নির্গমন-সময়ে—এলোজ, এলুমিনা।

শাকশবজী আহারে—ব্রাইওনিয়া, লেপ্টেণ্ড্রা।

বিরক্তি জন্য—কলোসিন্থ।

ভ্রমণকালে—এলোজ, এলুমিনা।

গরম বস্তু আহারে—ফস্ফরস্‌।

উষ্ণ গৃহে—এপিস, পল্‌সেটিলা।

উত্তাপ জন্য—পল্‌সেটিলা।

কণ্ডুপরিবর্ত্তনসময়ে—সোরিনম্‌।

আর্দ্র সময়ে—এলোজ, সল্‌ফর।

শুষ্ক সময়ে—এলুমিনা।

গরম কালে—এলোজ, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, ব্যাপ্‌টিসিয়া, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, কার্ব্বোভেজ, চায়না, কল্‌চিকম্‌, আইরিস-ভার্সি, নেট্রম মিউরিয়েটিকম্‌, পডোফাইলম্‌, ভেরেট্রম্‌।

দিবসে গরম ও রাত্রিতে ঠাণ্ডা—একোনাইট।

উত্তপ্ত হইলে—ব্রাইওনিয়া।

ভিজিলে পর—একোনাইট।

ঠাণ্ডা বায়ুতে থাকিলে—একোনাইট।

যে সকল যুবক শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়, তাহাদের পক্ষে —ফস্ফরিক এসিড্।

খোলা বায়ুতে—পল্‌সেটিলা।

মদ্যপানের পর—এলোজ।

বক্র হইয়া বসিলে—এলোজ, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, চায়না, কলোসিন্থ, আইরিস-ভার্সি, পডোফাইলম, সল্‌ফর।

কফি সেবনে—কলোসিন্থ, ফস্ফরস।

শরীরে ঠাণ্ডা প্রলেপ দিলে—পল্‌সেটিলা।

ঠাণ্ডা জল পানে—ফস্ফরস।

গরম জল পানে—চেলিডোনিয়ম।

আহারের পর—আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম, চেলিডোনিয়ম্।

ঢেকুর উঠিলে—আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, লাইকোপোডিয়ম।

বায়ু নিঃসরণে—এলোজ, আর্ণিকা।

অম্ল বস্তু আহারে—আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্।

ঐ পানে—ফস্ফরস।

উত্তাপে—সল্‌ফর।

বাহ্যিক উত্তাপে—আর্সেনিক।

কুল্পি খাইলে—ফস্ফরস।

কাপড় আল্গা দিলে—লাইকোপোডিয়ম।

তলপেটে ভর করিয়া শয়ন করিলে—কলোসিন্থ।
এক পার্শ্বে শয়ন করিলে—পডোফাইলম।
দক্ষিণ পার্শ্বে ঐ—ফস্ফরস্।
গরম দুগ্ধ পানে—কলোসিন্থ।
চাপ্ দিলে—কলোসিন্থ, গমিগটী।
বিশ্রামসময়ে—ব্রাইওনিয়া, ইপিকাক্।
নিদ্রার পর—এলিউমিনা, ক্রোটন, ফস্ফরস্।
ধূমপানে—কলোসিন্থ।
গরম ব্যঞ্জন খাইলে—একোনাইট।
উষ্ণ প্রলেপ দিলে—এলিউমিনা, পডোফাইলম।
শীতল জল পানে—কিউপ্রম, ফস্ফরস্।
মদ্য পানে—চেলিডোনিয়ম্।

বিরেচনের আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

(ক) মলত্যাগের পূর্ব্বে।

তলপেটে ফাট ফাট বোধ হইলে—আর্সেনিক।
তলপেটে বেদনা—এলোজ, এলুমিনা, এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, বাপ্টিসিয়া, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যান্থারিস্, ক্যাপ্সিকম, ক্যামোমিলা, চায়না, কল্চিকম, কলোসিন্থ, জেল্সিমিয়ম, গ্র্যাফাইটিস্, গমিগটী,

ইপিকাক্, লেপ্টেণ্ড্রা, লাইকোপোডিয়ম, ফস্ফরস, পডোফাইলম, পল্সেটিলা, ভেরেট্রম্।

তলপেটে টেনে ধরার ন্যায়—আর্সেনিক।

তলপেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা—একোনাইট, এস্কিউলস্, এণ্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম, ব্রাইওনিয়া, ক্যাপ্সিকম, কার্ব্বোভেজ, চেলিডোনিয়ম, কলোসিন্থ, ক্রোটন, আইরিস্ ভার্সি, মার্কিউরিয়স্ কর, নক্সভমিকা, পল্সেটিলা, সল্ফর।

তলপেটে জ্বলনবৎ বেদনা—আর্ণিকা, লাইকোপোডিয়ম্।

ঐ চাপিয়া ধরার ন্যায়—বেলেডোনা।

„ উত্তপ্ত—বেলেডোনা।

„ চিমটী কাটার ন্যায় বেদনা—ইথিউজা, বেলেডোনা, ক্যাম্থারিস, সিনা, গমিগটী, ভেরেট্রম।

„ বায়ুপূর্ণতা বশতঃ গড় গড় করা ও ডাকা—এস্কিউলস, এপিস্, চেলিডোনিয়ম, আইরিস ভার্সি, লেপ্টেণ্ড্রা, নেট্রম মিউরিয়েটিকম্, ফস্ফরস, পল্সেটিলা, সল্ফর, ভেরেট্রম।

„ মোচ্ড়ানের ন্যায় বেদনা—কষ্টিকম্।

মলদ্বারে টেনে ধরা—গ্রাফাইটিস্।

মলদ্বারে চাপিয়া ধরা—বেলেডোনা।

„ স্ফীতি—পডোফাইলম।

„ মোচড়ান—গমিগটী।

উৎকণ্ঠিত—আর্সেনিক, ক্যামোমিলা, ক্রোটন।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা—ব্যাপ্‌টিসিয়া, নক্‌সভমিকা পল্‌সেটিলা।

শীতানুভবে—আর্সেনিক, ব্যাপ্‌টিসিয়া, ফস্ফরস্‌।

মলত্যাগের বেগ চাপিয়া রাখিলে কষ্টে—এলোজ, সল-ফ্‌ব্‌।

বায়ু নিঃসরণ সময়ে—এলোজ, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, জেল্‌সিমিয়ম্‌।

জননেন্দ্রিয়ের দিকে চাপা বোধে—বেলেডোনা।

উত্তাপ—ক্রোটিন, ফস্ফরস্‌।

রাগান্বিত হইলে—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব।

অন্ত্রে বেদনা—এলোজ।

,, গড় গড় করা (বেশ বোধ হয় কোন তরল পদার্থ সঞ্চালিত হইতেছে)—পডোফাইলম।

অন্ত্রে খোঁচান—এলোজ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা—ব্যাপ্‌টিসিয়া।

বমনোদ্রেক—একোনাইট, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব, চেলিডোনিয়ম, ইপিকাক।

নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা—এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা, ক্যাপ্‌সিকম, নক্‌সভমিকা।

বস্তিকোটর পূর্ণ ও ভারি বোধ—এলোজ।

ঘর্ম্ম—একোনাইট, বেলেডোনা।

রেক্টমে শীতানুভব—লাইকোপোডিয়ম

ঐ জলপূর্ণ বোধ—এলোজ।

ঐ কষ্ট বোধ—এলোজ।

ঐ হঠাৎ বিদ্ধবৎ বেদনা—এপিস্।

কোঁথ দেওয়া—মার্কিউরিয়স-কর।

পিপাসা—আর্সেনিক।

বেগ দেওয়া—এলোজ, এপিস, এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা, আর্ণিকা, ক্যান্থারিস্, কল্‌চিকম, কলোসিন্থ, গমিগটী, লেপ্টেণ্ড্রা, মার্কিউরিয়স্ কর, নক্সভমিকা, ফস্ফরস, প্লম্বম, সল্‌ফর।

বৃথা বেগ দেওয়া—নক্সভমিকা।

হঠাৎ বেগ দেওয়া—ফস্ফরস, পডোফাইলম, সল্‌ফর।

বমন—আর্সেনিক, ইপিকাক।

(খ) মলত্যাগকালীন।

তলপেটে ক্ষতের ন্যায় বেদনা—আর্সেনিক।

,, শূলের ন্যায়—এলুমিনা, আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম, ব্যাপ্টিসিয়া, ক্যান্থারিস্, ক্যাপ্‌সিকম, ক্যামোমিলা, কলোসিন্থ, ক্রোটন, ইপিকাক, লাইকোপোডিয়ম, পডোফাইলম্।

তলপেটে সেঁটে ধরার ন্যায় বেদনা—সল্‌ফর।

,, খিল ধরার ন্যায় বেদনা—আইরিস্ ভার্সি।

,, কর্ত্তনবৎ বেদনা—একোনাইট, এলোজ, ক্যাপ্‌সিকম, চেলিডোনিয়ম, কলোসিন্থ, গমিগটী, আইরিস ভার্সি, মার্কিউরিয়স-কর।

,, অভ্যন্তরে টানিয়া ধরা—প্লম্বম, পডোফাইলম।

„ চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা—এপিস্।

„ চিম্‌টী কাটার ন্যায় বেদনা—ক্যাম্থারিস, ভেরে-ট্রম।

„ গড় গড় করা চেলিডোনিয়ম।

„ ক্ষতবোধ হওয়া—সল্‌ফর।

„ ছিঁড়িয়া ফেলার মত বেদনা—এলোজ।

মলদ্বারে কামড়ানি—লাইকোপোডিয়ম্।

„ জ্বালা ও উত্তাপ—এলোজ, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাম্থারিস, কার্ব্বোভেজ, গমিগটী, আইরিস ভার্সি, লাইকোপোডিয়ম।

মলদ্বারে চুলকানি—সল্‌ফর।

„ বেদনা—ক্যাম্থারিস, চায়না, প্লম্বম।

„ হালিস বাহির হইয়া পড়া—ব্রাইওনিয়া, কল্‌চিকম, পডোফাইলম্, সল্‌ফর।

„ ভারি ও ক্ষত বোধ হওয়া—এপিস।

„ খোঁচা বিদ্ধের ন্যায়—চায়না।

„ অসুখ বোধ হওয়া—এস্‌কিউলস্।

উৎকণ্ঠা—ক্যামোমিলা।

পৃষ্ঠে বেদনা—এস্‌কিউলস, এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা, ক্যাপ্‌সিকম্, নক্‌সভমিকা, পল্‌সেটিলা।

মূত্রাশয়ে বেগ দেওয়া—ক্যাম্থারিস, মার্কিউরিয়স-কর।

শীতে কম্প—পল্‌সেটিলা, ভেরেট্রম।

•শীতানুভব—আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, কল্‌চিকম, ইপি-কাক, লাইকোপোডিয়ম, সল্‌ফর, ভেরেট্রম।

পায়ে খিল ধরা—সল্‌ফর।

নিদ্রালুতা—ব্রাইওনিয়া।

উদ্গার—ক্যামোমিলা।

শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়া—ভেরেট্রম।

হাত পায়ে বেদনা—এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা।

অবসন্নতা—সল্‌ফর।

বায়ু নিঃসরণ হওয়া—একোনাইট, এলোজ, এপিস, আর্জেণ্টম-নাট্রিকম, গমিগটী, পডোফাইলম্।

দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ—এস্‌কিউলস, ব্রাইওনিয়া, কার্ব্বোভেজ, আইরিস ভার্গি, ফস্ফরিক এসিড।

শব্দ পূর্ব্বক বায়ু নিঃসরণ—আর্জেণ্টম-নাইটিকম।

মাথা ধরা—সল্‌ফর।

মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য—সল্‌ফর।

ললাটে শীতল ঘর্ম্ম—ভেরেট্রম।

ঐ টন্‌টনানি বেদনা—কলোসিন্থ।

উত্তাপ—এলোজ, সল্‌ফর্।

রক্তস্রাব—ফস্ফরস্।

ক্ষুধা—এলোজ।

অস্ত্রে ক্ষত হওয়ার ন্যায় বেদনা—এপিস।

বমনোদ্রেক—আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম, আর্সেনিক, বেলে-ডোনা, ক্যামোমিলা, চেলিডোনিয়ম, কলোসিন্থ, ক্রোটন, ইপি-কাক্, সল্‌ফর, ভেরেট্রম।

ঘর্ম্ম—একোনাইট, বেলেডোনা, ক্যামোমিলা, ক্রোটন।

শীতল ঘর্ম্ম—সল্‌ফর, ভেরেট্রম।

„ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে—গমিগটী।

উত্তপ্ত ঘর্ম্ম—সল্‌ফর।

রেক্টমে জ্বালা—এলোজ, এলিউমিনা, এমোনিয়া-মিউ-রিয়েটিকা, আর্সেনিক, ক্যাপ্‌সিকম, গ্র্যাফাইটিস্।

ঐ টেনে ধরার ন্যায়—আর্সেনিক।

রেক্টমে বেদনা—এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম্।

ঐ খিল ধরা—আর্জেণ্টম নাইট্রিকম্।

ঐ চাপ বোধ—লাইকোপোডিয়ম্।

„ বাহির হইয়া পড়া—এণ্টিমোনিয়ম-ক্রুডম, ক্যাম্থারিস, ক্রোটন।

„ ভারী বোধ—ক্যাপ্‌সিকম।

„ কষ্টবোধ—ক্রোটন।

„ ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায়—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব।

„ দল দল করা—ক্যাপ্‌সিকম্।

অসুখ বোধ—এস্‌কিউলস্।

„ সেক্রমে জ্বালা—ক্যাপ্‌সিকম্‌।

„ বেদনা—এস্‌কিউলস্‌; পডোফাইলম।

চীৎকার করা—কল্‌চিকম্‌।

কম্পন—বেলেডোনা।

গা বমি বমি করা—ক্রোটন।

কোঁথ দেওয়া—একোনাইট, এস্‌কিউলস, ইথিউজা, এলোজ, এলুমিনা, এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা, এপিস, আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম, আর্সেনিক, ব্যাপ্‌টিসিয়া, বেলেডোনা, ক্যাপ্‌সিকম্‌, কল্‌চিকম, কলোসিন্থ, গ্র্যাফাইটিস, আইরিস-ভার্সি, মার্কুরিয়স কর, নক্সভমিকা, প্লম্বম, পডোফাইলম, সল্‌ফর।

পিপাসা—ব্রাইওনিয়া, ক্যামোমিলা, চায়না।

মূত্রনালীতে জ্বালা—কলোসিন্থ।

বেগ দেওয়া—এলোজ, এপিস, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, আর্ণিকা, ক্যান্থারিস, গমিগটী, মার্কুরিয়স্‌-কর্‌।

প্রস্রাবে বেগ দেওয়া—এলোজ, এলুমিনা।

অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ—এলুমিনা।

মাথা ঘোরা—কষ্টিকম, ক্যামোমিলা।

বমন—আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, ইপিকাক, ভেরেট্রম।

দুর্ব্বলতা—এস্‌কিউলস্‌।

(গ) মলত্যাগের পর।

তলপেটে বেদনা—এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা, পল্‌সেটিলা।

ঐ কর্ত্তনবৎ বেদনা—আর্সেনিক, কলোসিন্থ, লেপ্টেণ্ড্রা, মার্কিউরিয়স-কর, পডোফাইলম।

" খালি বোধ—ভেরেট্রম।

„ গড় গড় করা—চেলিডোনিয়ম।

„ অবশ হওয়া—ভেরেট্রম।

„ ক্ষত বোধ—সল্‌ফর।

দুর্ব্বল বোধ—লেপ্টেণ্ড্রা, ফস্‌ফরস, পডোফাইলম।

মলদ্বারে কামড়ানি—ক্যান্থারিস।

মলদ্বারে জ্বালা—ক্যান্থারিস, ক্যাপসিকম, কার্ব্বো-ভেজ, কলোসিন্থ, গমিগটী, আইরিস ভার্সি, নক্‌সভমিকা, ফস্‌ফরস, সল্‌ফর।

মলদ্বারে চুলকানি—এলোজ, কার্ব্বোভেজ।

„ বেদনা—কল্‌চিকম, কলোসিন্থ।

„ খোঁচাবিদ্ধের ন্যায়—আইরিস ভার্সি।

মলদ্বার বাহির হইয়া পড়া—আর্সেনিক, পডোফাইলম, সল্‌ফর।

মলদ্বারে ছুঁচবিদ্ধের ন্যায়—ক্যান্থারিস, গ্র্যাফাইটিস, গমিগটী, পল্‌সেটিলা, সল্‌ফর।

মলদ্বারে ক্ষত হওয়ার ন্যায়—এলুমিনা, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, এপিস, ক্যামোমিলা, গ্র্যাফাইটিস, গমিগটী, পডোফাইলম, সল্‌ফর।

,, চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ—এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা।

,, হুলবিদ্ধের ন্যায়—ক্যান্থারিস।

,, ভার বোধ—এলোজ।

পৃষ্ঠদেশে উত্তাপ সঞ্চালিত হইয়া বেড়ায়—পডোফাইলম।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা—ক্যাপ্‌সিকম।

নিম্নদেশে শীতানুভব—পল্‌সেটিলা।

,, দল দল করা—এলুমিনা।

শীতানুভব—ক্যান্থারিস।

নিদ্রালুতা—ইথিউজা, ব্রাইওনিয়া, কল্‌চিকম।

শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বলতা ও শক্তিহীন হইয়া পড়া—ইথিউজা, এলোজ, আর্সেনিক, চায়না, কল্‌চিকম, কলোসিন্থ, ক্রোটন, গ্র্যাফাইটিস, ফস্ফরস, পডোফাইলম, ভেরেট্রম।

অবসন্নতা—এলোজ, ক্রোটন, ফস্ফরস।

রক্তস্রাব—এলোজ, গ্র্যাফাইটিস।

উত্তাপ—ব্রাইওনিয়া।

অত্যন্ত ক্ষুধা—লেপ্টেণ্ড্রা।

বমনোদ্রেক—একোনাইট, কষ্টিকম, ক্রোটন।

নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা—এলোজ, লেপ্টেণ্ড্রা।

নাভিতে চাপ দেওয়া—ক্রোটন।

হৃৎকম্পন—আর্সেনিক।

ঘর্ম্ম—একোনাইট, আর্সেনিক।

ঘর্ম্ম ললাটে—ক্রোটন।

,, শীতল—এলোজ।

,, মুখে—সল্‌ফর।

,, মাথায়—ভেরেট্রম।

রেক্টম জ্বালাযুক্ত—এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা, আর্সেনিক।

,, উত্তপ্ত—এপিস।

,, হইতে মল চোয়াইয়া পড়ে—কার্ব্বোভেজ।

,, চাপযুক্ত বোধ—সল্‌ফর।

,, বাহির হইয়া পড়া—এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, ক্রোটন, আইরিস।

রেক্টমে খোঁচা বিদ্ধের ন্যায়—এপিস।

,, মোচড়ানের ন্যায়—ক্যামোমিলা।

,, দল দল করা—এপিস।

রেক্টম ঢক ঢক করিয়া নড়া—চায়না।

,, দুর্ব্বল বোধ—লেপ্টেণ্ড্রা।

বেগ দিলে অথবা কোঁথ দিলে বেদনার উপশম—একোনাইট, এস্‌কিউলস, এলোজ, এলুমিনা, আর্ণিকা, আর্সেনিক,

ক্যাম্থারিস, ক্যামোমিলা, কল্‌চিকম, কলোসিন্থ, গমিগটী, নক্স-ভমিকা।

সেক্রমে জ্বলন—কলোসিন্থ।

„ কম্পন—ক্যাম্থারিস।

„ ঐ জলপানের পর—ক্যাপ্‌সিকম।

কোঁথ দেওয়া থামিলেই নিদ্রা—কল্‌চিকম, সল্‌ফর।

পাকাশয়ে চাপ দেওয়া—ক্রোটন।

কোঁথ দেওয়া—এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা, ব্যাপ্‌টিসিয়া, বেলেডোনা, ক্যাম্থাবিস, ক্যাপসিকম, কল্‌চিকম, ইপিকাক, মার্কুরিয়স-কর, ফস্ফরস, প্লম্বম, সল্‌ফর।

পিপাসা—ক্যাপ্‌সিকম।

বেগ দেওয়ার নিবৃত্তি হয় না—ইথিউজা, ক্রোটন, লাইকোপোডিয়ম, মার্কুরিয়স-কর, নক্স-ভমিকা।

মাথাঘোরা—কষ্টিকম।

মুখে জল উঠা—কষ্টিকম।

দুর্ব্বলতা—আর্সেনিক, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, কার্ব্বোভেজ, ইপিকাক, নেট্রম-মিউরিয়েটিকম, ভেরেট্রম।

সাধারণ আনুষঙ্গিক।

১। মন ও মানসিক অবস্থা।

ঔদাস্য—ক্যাম্ফর, জ্যাট্রফা, ফস্ফরিক এসিড।

বাগ—এলোজ, আর্সেনিক।

ঐ শান্ত হইলে—নেট্রম-মিউরিয়েটিকম।

২, ৩। চক্ষু ও কর্ণ।

কানে ভোঁ ভো করা—চায়না।

চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীল দাগ পড়া—আর্সেনিক, কিউ-প্রম, ইপিকাক্, লাইকোপোডিয়ম, ফস্ফরস, সল্ফর।

চক্ষু আবর্ত্তিম—বেলেডোনা।

„ বিবর্ণ ও কোটরপ্রবিষ্ট—বেলেডোনা।

„ অনিমেষ—ব্রাইওনিয়া, ক্যাম্ফর, লাইকোপোডিয়ম।

„ অর্দ্ধ-মুদ্রিত—বেলেডোনা, পডোফাইলম, সল্ফর।

„ বেদনাযুক্ত—এপিস।

„ কনীনিকা বিস্তৃত—ভেরেট্রম।

„ „ বাহির হইয়া পড়া—আজেণ্টম নাইট্রিকম, বেলেডোনা, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, চায়না, ইপিকাক।

„ ঊর্দ্ধনেত্র—এপিস।

„ এক-দৃষ্টি—ব্রাইওনিয়া।

„ পার্শ্ব-দৃষ্টি—এলুমিনা, সিনা।

চক্ষু বসিয়া পড়া—ক্যাম্ফর, কিউপ্রম, আইরিস ভার্সি, ফস্ফরস, পল্‌সেটিলা, ভেরেট্রম।

চক্ষু সঙ্কোচহীন—লাইকোপোডিয়ম।

ঐ পীতবর্ণ—চেলিডোনিয়ম, নক্সভমিকা।

৪। নাসিকা।

নাসিকা হইতে রক্ত পড়া ও মুখ ফেকাশে—ইপিকাক।

নাসিকার মধ্যে ছিদ্র হওয়া—সিনা।

ঐ চতুর্দ্দিকে ফেঁকাশে বর্ণ—সিনা।

নাসিকারন্ধ্র ক্ষতযুক্ত ও ফাটা—এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম।

৫। মুখমণ্ডল।

কপোল রক্তবর্ণ—এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা, ক্যাপ্‌সিকম, ক্যামোমিলা।

ঐ এক দিকে রক্তবর্ণ, অপর দিকে ফেঁকাশে—ক্যামোমিলা।

চিন্তাভাব—ইথিউজা, ক্যান্থারিস, কিউপ্রম।

ভয়সূচক চিহ্ন—একোনাইট।

মুখমণ্ডল বিকৃত—ইথিউজা, কিউপ্রম।

" ঈষৎ নীলবর্ণ—একোনাইট, ক্যাম্ফর, কিউপ্রম, ভেরেট্রম।

,, ধূসরবর্ণ—আর্জেণ্টম নাইট্রিকম।

মুখমণ্ডল পরিবর্ত্তনশীল—ফস্ফরস।

,, ঠাণ্ডা—আর্সেনিক, বেলেডোনা, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যাম্ফর, কিউপ্রম, ভেরেট্রম।

,, পতনাবস্থার ন্যায়—ইথিউজা, ক্যাম্ফর।

,, বিবর্ণ—আর্সেনিক, ক্যাম্ফর, কিউপ্রম।

,, মাটির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট—আর্সেনিক, চায়না, নক্স-ভমিকা।

,, চাক্যচিক্য-যুক্ত—একোনাইট, ইথিউজা, এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা, ব্যাপ্টিসিয়া, বেলেডোনা, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যাপ্‌সিকম, লাইকোপোডিয়ম, নক্সভমিকা, ফস্ফরস।

,, গাঢ় রক্তবর্ণ—ব্যাপ্‌টিসিয়া।

,, ,, শয়নকালে—একোনাইট।

মুখমণ্ডল ঈষৎ সবুজবর্ণ—কার্ব্বোভেজ।

ঐ ফেঁকাসে—এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, এপিস, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, আর্ণিকা, আর্সেনিক, বেলেডোনা. ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব, ক্যাম্ফর, ক্যাম্থারিস, কার্ব্বোভেজ, চায়না, সিনা, কল্‌চিকম, কিউপ্রম, ইপিকাক্, নেট্রম মিউরিয়েটিকম, নক্সভমিকা, ফস্ফরস, ফস্ফরিক এসিড, প্লম্বম, সোরিনম, পল্‌সেটিলা, সল্‌ফর।

মুখমণ্ডলের ও নাসিকার-চারি পার্শ্ব ফেঁকাসে—সিনা।

নিদ্রা হইতে উঠিবার সময় মুখ ফেঁকাসে—একো-নাইট।

মুখমণ্ডল রুগ্নের ন্যায়—আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম, কষ্টিকম, লেপ্টেণ্ড্রা, প্লম্বম, সল্ফর।

মুখমণ্ডল বসিয়া যাওয়া—এপিস, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, আর্ণিকা, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব।

মুখমণ্ডল শীতল-ঘর্ম্মযুক্ত—আর্সেনিক, ক্যাম্ফর, সল্ফর।

„ স্ফীত—এপিস।

„ পীতবর্ণ—আর্সেনিক, নক্সভমিকা।

„ মোমের ন্যায়—এপিস, আর্সেনিক।

„ সঙ্কুচিত—আর্জেণ্টম নাইট্রিকম্, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব, সোরিনম।

ওষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ—একোনাইট্, আর্সেনিক, ভেরেট্রম।

" নীলবর্ণ—আর্সেনিক, কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্, কিউপ্রম, ভেরেট্রম।

" শীতল—আর্সেনিক, কিউপ্রম, ভেরেট্রম্।

" ফাটা—আর্সেনেক, ব্রাইওনিয়া, ক্যাপ্সিকম্।

" শুষ্ক—একোনাইট, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম্, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, চায়না, ক্রোটন, ভেরেট্রম্।

„ লালবর্ণ—এলোজ, সল্ফর।

„ স্ফীত—ব্রাইওনিয়া, ক্যাপ্সিকম্।

" উপর স্ফীত—ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব, নেট্ম্ মিউরিয়েটিকম্।

৬। মুখ।

মুখে ঘা—ইথিউজা, আর্সেনিক, ব্যাপ্‌টিসিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া, গমিগটী, মার্কুরিয়স্‌ কর, নেট্রম মিউরিয়েটিকম, সল্‌ফর।

মুখ কোন বস্তু চর্ব্বণের সময়ের ন্যায় নড়া—বেলে-ডোনা।

মাড়ি হইতে রক্ত নির্গমন—আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, ব্যাপ্‌টিসিয়া, কার্ব্বোভেজ, নক্‌সভমিকা।

মাড়ি ক্ষতযুক্ত—আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, জেল্‌সিমিয়ম্‌।

" স্পাঞ্জের ন্যায়—নেট্রম মিউরিয়েটিকম্‌।

" স্ফীত—কাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যামোমিলা, জেল্‌সিমিয়ম, নক্‌সভমিকা, ফস্ফরিক এসিড্‌।

মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত জ্বালা—আইরিস ভার্সি।

মুখে জ্বালা—আইরিস ভার্সি।

মুখে ঘায়ের কিনারায় ফাটা ও চামড়া পড়া—এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, নেট্রম মিউরিয়েটিকম।

মুখ বিকৃত—বেলেডোনা।

" শুষ্ক—এস্‌কিউলস, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব, ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌, ক্যাম্থারিস, ক্যামোমিলা, কিউপ্রম, নেট্রম মিউরিয়েটিকম্‌, পল্‌সেটিলা।

মুখে-ফেনাযুক্ত শ্লেষ্মা উঠা—ফস্ফরিক এসিড।

মুখ উত্তপ্ত—কল্‌চিকম্‌।

মুখব্যাদান—বেলেডোনা।

মুখে ক্ষত—ব্যাপ্‌টিসিয়া, ক্যান্থারিস্।

„ ছোট ছোট ফুস্কুড়ি—নেট্রম মিউরিয়েটিকম্।

মুখে দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা—নেট্রম মিউরিয়েটিকম, ফস্‌ফরিক এসিড, পল্‌সেটিলা।

রক্তসংযুক্ত লালা—আর্সেনিক।

লালা বৃদ্ধি—এণ্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম, বেলেডোনা, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, কার্ব্বোভেজ, চায়না, কল্‌চিকম্, ইপিকাক্, আইরিস ভার্সি, পল্‌সেটিলা, সল্‌ফর, ভেরেট্রম।

লালা সূত্রবৎ—পল্‌সেটিলা।

মিষ্ট আস্বাদযুক্ত লালা—কিউপ্রম।

মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া—লাইকোপোডিয়ম,নক্স-মিকা, পডোফাইলম্, পল্‌সেটিলা।

মুখ হইতে পচা গন্ধ বাহির হওয়া—লাইকো-পোডিয়ম।

তিক্ত স্বাদ—একোনাইট্, এলোজ, এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা, আর্ণিকা, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, ক্যামোমিলা, চেলিডোনিয়ম, চায়না, কলোসিন্থ, গ্র্যাফাইটিস্, গমিগটী, আইরিস ভার্সি, লাইকোপোডিয়ম, নক্সভমিকা, ফস্ফরস, পল্‌সেটিলা, সল্‌ফর, ভেরেট্রম।

তিক্ত স্বাদ, জল ভিন্ন অন্যান্য বস্তুতে—একোনাইট।

তিক্তস্বাদ, অন্যান্য খাদ্যে—ব্রাইওনিয়া, চায়না।

" অন্যান্য খাদ্যগ্রহণের অনেক পরে—পল্‌সেটিলা।

স্বাদহীনতা—কিউপ্রম, নেট্রম্ মিউরিয়েটিকম্, পল্‌সেটিলা।

ধাতুনির্ম্মিত বস্তুর ন্যায় স্বাদ—চেলিডোনিয়ম, মার্কুরিয়স কর।

স্বাদ পচা—আর্ণিকা, ক্যাপ্‌সিকম, গ্র্যাফাইটিস, আইরিস ভার্সি, নক্সভমিকা, পল্‌সেটিলা, সল্‌ফর, ভেরেট্রম।

" তীব্র—কার্ব্বোভেজ।

" লবণাক্ত—ফস্ফরস।

" " খাদ্য দ্রব্যে—সল্‌ফর।

" চট্‌চটে—আর্ণিকা, ক্যামোমিলা।

" অম্ল—আর্ণিকা, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যাপ্‌সিকম ক্যামোমিলা, চেলিডোনিয়ম, চায়না, গ্র্যাফাইটিস, লাইকোপোডিয়ম, নক্সভমিকা, ফস্ফরস, সল্‌ফর, ভেরেট্রম।

" " খাদ্য দ্রব্যে—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যাপ্‌সি লাইকোপোডিয়ম্।

খাদ্য দ্রব্যে ঘাসের ন্যায় স্বাদ—সল্‌ফর।

মিষ্ট স্বাদ—কিউপ্রম, ফস্ফরস, সল্‌ফর।

জলবৎ স্বাদ—ক্যাপ্‌সিকম্।

দন্ত কড়মড়ি—বেলেডোনা, চায়না।

দাঁতে বেদনা—আর্জেণ্টম নাইট্রিকম।

দাঁত স্পর্শ করিলে অসহ্য বোধ হয়—আর্জেণ্টম নাইট্রিকম।

জিহ্বা জ্বালা—কলোসিন্থ, গ্নিগটী।

" বাহির হইলে ধরা—এপিস।

" ময়লাহীন—ইপিকাক্, ফস্ফরস।

" লেপযুক্ত—গ্রাফাইটিস।

" " ও কাল—আর্সেনিক।

" " ও ধূসরবর্ণ—আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, সল্ফর।

" " দাগবিশিষ্ট—বেলেডোনা।

" " পুরু—নক্সভমিকা।

" " সাদা—এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, ব্রাইওনিয়া, ক্যামোমিলা, চেলিডোনিয়ম, চায়না, কলোসিন্থ, জেলসিমিয়ম, আইরিস ভার্সি, নক্সভমিকা, ফস্ফরস, পড়োফাইলম, পল্সেটিলা, ভেরেট্রম।

জিহ্বার চারি ধারে লাল লেপযুক্ত দাগ পড়া—সল্ফর।

জিহ্বা পীতবর্ণ লেপযুক্ত—ব্রাইওনিয়া, ক্যামোমিলা, চায়না, কলোসিন্থ, জেল্সিমিয়ম, লেপ্টেণ্ড্রা, নক্সভমিকা, পড়োফাইলম, ভেরেট্রম।

জিহ্বা পীত ও ধূসরবর্ণ লেপযুক্ত কিন্তু উহার মধ্যস্থলে লাল বর্ণ ও চারি ধারে চাকচিক্য—ব্যাপ্‌টিসিয়া।

জিহ্বা শুষ্ক—এলোজ, এপিস, আর্সেনিক, ব্যাপ্‌টিসিয়া, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যামোমিলা, ফস্ফরস, পডোফাইলম, সল্‌ফর, ভেরেট্রম।

„ গোল দাগযুক্ত—নেট্রম মিউরিয়েটিকম্।

„ আর্দ্র—বেলেডোনা, ফস্ফরস।

জিহ্বা লাল—এলোজ, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, কলোসিন্থ, ভেরেট্রম।

ঐ পুড়িয়া যাওয়া—কলোসিন্থ।

ঐ চাকচিক্যবিশিষ্ট—এপিস্।

ঐ চট্‌চটে—চেলিডোনিয়ম, ফস্ফরিক এসিড।

ঐ ক্ষতযুক্ত—ক্যান্থারিস, মার্কুরিয়স-কর।

জিহ্বার মধ্য পর্য্যন্ত ফুট ফুট লাল দাগ—এস্করস

জিহ্বাগ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ—এপিস।

৭। গলনলী।

গলনলী শুষ্ক—এস্‌কিউলস।

ঐ গহ্বরে চাপ বোধ ও কোন বস্তু আটকিয়া থাকার ন্যায় বোধ—কষ্টিকম্।

গলনালীতে খেঁচুনী ও কথা বন্ধ—কিউপ্রম।

৮। গলকোষ।

গলকোষে জ্বালা—ক্যাম্ফর।

ঐ গিলবার সময় চাপিয়া ধরা } —এলুমিনা, কল্‌চিকম।

৯। ক্ষুধা।

অত্যন্ত ক্ষুধা—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, কলোসিন্থ, লাইকোপোডিয়ম, নেট্রম মিউরিয়েটিকম, সোরিনম, সল্‌ফর, ভেরেট্রম।

" " পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত —সল্‌ফর।

ক্ষুধার নিবৃত্তি না হইলে মাথাধরা—লাইকোপোডিয়ম।

" " " দুর্ব্বলতা—ফস্ফরস।

মানসিক ক্ষুধা অর্থাৎ এক সময় বোধ হয় ক্ষুধা লাগিয়াছে ও তৎপরেই লাগে নাই বোধ হয়—সিনা।

ক্ষুধার হ্রাস অথবা একেবারেই থাকে না—এগোনিয়া মিউরিয়েটিকা, এপিস, আর্ণিকা, বেলেডোনা, ক্যান্থারিস, চেলিডোনিয়ম, চায়না, কল্‌চিকম, গমিগটী, আইরিস ভার্সি, নক্সভমিকা, পডোফাইলম, পল্‌সেটিলা, সল্‌ফর, ভেরেট্রম।

উত্তমরূপ ক্ষুধা—এলোজ, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব।

অম্ল বস্তু খাইতে অনিচ্ছা—বেলেডোনা।

বিয়ার মদ খাইতে ,,—বেলেডোনা, নক্স-ভমিকা।,

রুটী খাইতে ”—লাইকোপোডিয়ম, নেট্রম মিউরিয়েটিকম, নক্সভমিকা, পল্‌সেটিলা।

ব্যঞ্জন খাইতে অনিচ্ছা—আর্ণিকা।

কাফি ” ,, —লাইকোপোডিয়ম, নেট্রম মিউরিয়েটিকম, নক্সভমিকা।

জলপান করিতে ,,—ক্যাম্থারিস।

মৎস্য খাইতে ”—পল্‌সেটিলা।

খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে ”—আর্ণিকা, বেলেডোনা, ক্যাম্থারিস, ক্যামোমিলা, কল্‌চিকম, ইপিকাক্।

তৈলাক্ত বস্তু গ্রহণে ,, —পল্‌সেটিলা।

অত্যন্ত গরম সিদ্ধ বস্তু গ্রহণে অনিচ্ছা—লাইকোপোডিয়ম।

মাংস খাইতে অনিচ্ছা—এলোজ, এলুমিনা, আর্ণিকা, বেলেডোনা, গ্র্যাফাইটিস, লাইকোপোডিয়ম, পল্‌সেটিলা, সল্‌ফর।

সিদ্ধ মাংস খাইতে অনিচ্ছা—চেলিডোনিয়ম।

দুগ্ধ পান করিতে ”—পল্‌সেটিলা।

স্তন্য পান করিতে ”—এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম।

অম্ল বস্তু খাইতে ”—গ্র্যাফাইটিস।

ধূমপান করিতে অনিচ্ছা—লাইকোপোডিয়ম।

মিষ্ট দ্রব্য ভোজনে "—কষ্টিকম, গ্র্যাফাইটিস।

তামাক খাইতে "—ক্যাম্থারিস, নক্সভমিকা।

অম্ল বস্তু খাইবার ইচ্ছা—এলুমিনা, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, আর্ণিকা, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, চায়না, সিনা, পডোফাইলম, সোরিনম, ভেরেট্রম।

আতা খাইবার ইচ্ছা—এলোজ।

বিয়ার " "—এলোজ, পল্‌সেটিলা, সল্‌ফর।

তিক্ত বস্তু " "—নেট্রম মিউরিয়েটিকম।

ব্রাণ্ডি " "—নক্সভমিকা, সল্‌ফর।

চা খড়ি " "—নক্সভমিকা।

কয়লা " "—এলুমিনা।

কাফি " "—ব্রাইওনিয়া, ক্যাপ্‌সিকম, কার্ব্বো-ভেজ।

পোড়া মাটী " "—এলুমিনা।

শীতল খাদ্য গ্রহণ অথবা জল পানের ইচ্ছা—আর্সেনিক, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, ফস্ফরস, ভেরেট্রম।

সুখাদ্য খাইবার ইচ্ছা—ইপিকাক।

মাটী খাইবার "—এলুমিনা।

ডিম্ব " "—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব।

তৈলাক্ত বস্তু খাইবার ইচ্ছা—নক্সভমিকা।

ফল খাইবার ইচ্ছা—ভেরেট্রম।

গরম জল পানের ইচ্ছা—চেলিডোনিয়ম্, কিউপ্রম।

অজীর্ণ বস্তু খাইবার „ —এলুমিনা।

রসাল „ „ „ —এলোজ, ফস্ফরিক এসিড।

লিমনেড „ „ —পল্‌সেটিলা।

দুগ্ধ „ „ —চেলিডোনিয়ম।

মৎস্য „ „ —নেট্রম মিউরিয়েটিকম।

পরিষ্কার নেকড়া খাইবার „ —এলুমিনা।

শ্রান্তিহারী বস্তু „ „ —ফস্ফরিক এসিড।

শুষ্ক চাউল „ „ —এলুমিনা।

লবণ „ „ —নেট্রম মিউরিয়েটিকম্।

লবণাক্ত খাদ্য „ „ —ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, নেট্রম মিউরিয়েটিকম।

মাদক দ্রব্য „ „ —আর্ণিকা, আর্সেনিক, কিউপ্রম, পল্‌সেটিলা।

চিনি „ „ —আর্জেণ্টম নাইট্রিকম্।

মিষ্ট দ্রব্য „ „ —ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, ইপি-কাক্, লাইকোপোডিয়ম।

চা খড়ী „ „ —এলুমিনা।

গরম খাদ্য „ „ —কিউপ্রম।

মদ্যপান করিবার ইচ্ছা—ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, চেলিডোনিয়ম, চায়না।

পিপাসা—এলোজ, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, আর্ণিকা, ব্যাপ্টিসিয়া, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, কষ্টিকম, ক্যামোমিলা, চায়না, কল্‌চিকম, কলোসিন্থ, নেট্রম মিউরিয়েটিকম, নক্সভমিকা, ফস্ফরস, ফস্ফরিক এসিড, পডোফাইলম, সল্‌ফর, ভেরেট্রম।

অসহ্য পিপাসা—আর্সেনিক, ক্যান্থারিস, কল্‌চিকম।

সর্ব্বদা „—ইথিউজা, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যামোমিলা, সল্‌ফর।

পিপাসা এবং জল খাইলে উহা শব্দ করিয়া উদরস্থ হয়—কিউপ্রম।

পিপাসা ও অধিক পরিমাণে জলপান—ভেরেট্রম।

„ „ „ „ কিন্তু অনেক ক্ষণ অন্তর—ব্রাইওনিয়া।

পিপাসা, অল্প পরিমাণ ও শীঘ্র শীঘ্র জলপানের—এপিস, আর্সেনিক, বেলেডোনা, চায়না।

পিপাসা কিন্তু জল পান না করা—এ্যাফাইটিস।

ঐ সন্ধ্যাকালে—নেট্রম মিউরিয়েটিকম।

ঐ রাত্রিকালে—এণ্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব।

ঐ অতৃপ্তিকর—একোনাইট, আর্সেনিক, ক্যাম্ফর, ক্যান্থারিস, কল্‌চিকম, কিউপ্রম, নেট্রম-মিউরিয়েটিকম, ভেরেট্রম।

পিপাসাহীনতা—এণ্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম, এপিস, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, ব্যাপ্‌টিসিয়া, ক্যাম্ফর, কান্থারিস, ক্যাপ্‌সিকম, জেল্‌সিমিয়ম, ইপিকাক্, লাইকোপোডিয়ম, পডোফাইলম, পল্‌সেটিলা।

১০। উদ্গার।

উদ্গার উঠা—এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, আর্সেনিক, বেলে-ডোনা, কার্ব্বোভেজ, চায়না, ইপিকাক, আইরিস ভার্সি, লাইকো-পোডিয়ম।

উদ্গার তিক্ত—এমোনিয়ম মিউরিয়েটিকম্।

ঐ দুর্গন্ধযুক্ত—আর্ণিকা, কার্ব্বো-ভেজ, গ্র্যাফাইটিস, সোরিনম।

ঐ উচ্চ শব্দে—আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, কার্ব্বোভেজ।

„ তীব্র—কার্ব্বোভেজ, গ্র্যাফাইটিস।

„ পচা ডিম্বের গন্ধের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট—আর্ণিকা, সোরিনম।

„ অম্ল—আর্ণিকা, সোরিনম।

হিক্কা—ইথিউজা, কার্ব্বোভেজ, নক্সভমিকা।

১১। বমন ও বমনোদ্রেক।

বমনোদ্রেক—এপিস, আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম, আর্ণিকা, আর্সেনিক, ব্যাপ্‌টিসিয়া, বেলেডোনা, ক্যাম্ফর, কল্‌চিকম, কলোসিন্থ, ক্রোটন, গমিগটী, ইপিকাক, আইরিস ভার্সি,

লেপ্টেণ্ড্রা, লাইকোপোডিয়ম, নেট্রম্ মিউরিয়েটিকম, নক্স-ভমিকা, প্লম্বম, পডোফাইলম্, সলফর, ভেরেট্রম।

বমনোদ্রেক ও তৎসঙ্গে উকি—কলোসিন্থ, ক্রোটন, পডোফাইলম।

" " সদ্য মাংস ভক্ষণে—কষ্টিকম।

বমনোদ্রেক, উঠিলে—ব্রাইওনিয়া।

" খাদ্য দ্রব্য দর্শনে—আর্সেনিক, কল্‌চিকম।

" খাদ্য দ্রব্য আঘ্রাণে—কল্‌চিকম।

" ব্যঞ্জন আঘ্রাণে—কল্‌চিকম।

" ডিম্ব " —কল্‌চিকম।

" তৈলাক্ত মাংস আঘ্রাণে—কল্‌চিকম।

" মৎস্য আঘ্রাণে—কল্‌চিকম।

" গলাধঃকরণে—কল্‌চিকম।

বমন—একোনাইট, ইথিউজা, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, আর্ণিকা, আর্সেনিক, ব্যাপ্‌টিসিয়া, বেলেডোনা, ক্যাম্ফর, কার্ব্বো-ভেজ, কলোসিন্থ, গমিগটী, ইপিকাক্, আইরিস ভার্সি, লেপ্টেণ্ড্রা, নেট্রম মিউরিয়েটিকম, প্লম্বম্, সল্‌ফর, ভেরেট্রম।

বমন, অম্ল বস্তু—আইরিস ভার্সি।

ঐ পিত্ত—একোনাইট, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, এপিস, আর্সেনিক, চায়না, কলোসিন্থ, কিউপ্রম, ইপিকাক্, আইরিস ভার্সি, পডোফাইলম, পল্‌সেটিলা, ভেরেট্রম।

বমন, তিক্ত—এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, এপিস, ব্রাইওনিয়া, কল্‌চিকম, পলসেটিলা।

বমন কাল বস্তু—আর্সেনিক।

" রক্তসংযুক্ত—একোনাইট, আর্সেনিক।

" ধূম্ররবর্ণ বস্তু—আর্সেনিক।

,, খাদ্য দ্রব্য গ্রহণে ও জলপানে উপশম বোধ —ফস্ফরস।

,, পানীয় বস্তু—একোনাইট, এণ্টিমোনিয়ম ক্রু আর্ণিকা, আর্সেনিক, ভেরেট্রম।

,, পানীয় বস্তু উদরস্থ হইয়া গরম হই[1], —ফস্ফরস।

" পানীয় বস্তু তৎক্ষণাৎ—আর্সেনিক, ক্রোটন।

" সহজ—ক্রোটন।

,, যাহা আহার করা যায়—এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, আর্সেনিক, ক্যামোমিলা, চায়না, কলোসিন্থ, ক্রোটন, ইপিকাক্, আইরিস-ভার্সি, পল্‌সেটিলা, ভেরেট্রম।

বমন ,, ,, তৎক্ষণাৎ—আর্সেনিক, ইপিকাক্।

" " " অম্ল—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, পডোফাইলম।

" ফেনাযুক্ত—ইথিউজা, ক্রোটন, ভেরেট্রম।

" দুগ্ধফেননিভ শুভ্র—ইথিউজা।

যমন, ঈষৎ সবুজবর্ণ—ইথিউজা, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, কলোসিন্থ।

„ উষ্ণ—পডোফাইলম।

„ দুগ্ধ—ইথিউজা, আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম।

„ দধির মত দুগ্ধ—ইথিউজা, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব।

„ „ „ অধিক পরিমাণে—ইথিউজা।

„ অম্লগন্ধযুক্ত—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব।

„ শ্লেষ্মা—একোনাইট, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, ইপিকাক্, পল্‌সেটিলা।

„ „ দুর্গন্ধযুক্ত—ইপিকাক্।

„ „ ফেনাযুক্ত—পডোফাইলম।

„ „ স্বচ্ছ—আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, আর্সেনিক।

„ „ সবুজবর্ণ—ইথিউজা, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, ইপিকাক্, পডোফাইলম, ভেরেট্রম।

„ „ জেলির ন্যায়—ইপিকাক্।

„ „ চট্‌চটে—ক্যামোমিলা।

„ „ ঈষৎ পীতবর্ণ—আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, কল্‌চিকম, ইপিকাক্, ভেরেট্রম।

„ „ তৈলসংযুক্ত—ইথিউজা।

„ বমনোদ্রেকের নিবৃত্তি হইলে—এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম।

বমন, নিদ্রার পর—ইথিউজা, কিউপ্রম।

" " ও ক্লান্তির পর—ইথিউজা।

" শক্ত বস্তু—ব্যাপ্‌টিসিয়া।

" অম্ল—এন্টিমোনিয়ম ক্রুডম, এগিস, ক্যাল-কেরিয়া কার্ব্ব, ক্যামোমিলা, আইরিস ভার্সি, পডোফাইলম, পল্‌সেটিলা।

" শুষ্ক জলবৎ—চায়না, ক্রোটন, কিউপ্রম, সল্‌ফর।

" চামড়ার ন্যায়—কিউপ্রম।

১২। পাকাশয়।

পাকাশয়ে জ্বালা—আর্সেনিক, ক্যাম্ফর, ক্যামোমিলা, কল্‌চিকম, ক্রোটন।

পাকাশয় ঠাণ্ডা—ক্যাপ্‌সিকম, কল্‌চিকম।

পাকাশয়ে শীতল প্রস্তর থাকা বোধ—একোনাইট।

পাকাশয়ের চতুর্দ্দিকের কাপড় আল্গা করিবার ইচ্ছা—লাইকোপোডিয়ম, নক্সভমিকা।

পাকাশয়ের চতুর্দ্দিকের কাপড় কাটিয়া দিবার " —নেট্রম মিউরিয়েটিকম।

পাকাশয় বিস্তৃত হওয়া—লাইকোপোডিয়ম।

" কষ্টপূর্ণ বোধ—নেট্রম মিউরিয়েটিকম।

" ফাঁপা (শূন্য) বোধ—ফস্ফরস, সল্‌ফর।

পাকাশয় অবসন্ন—এলুমিনা।

" " পূর্ব্বাহ্ণ ১০—১১টা পর্য্যন্ত—সলফর।

" পরিপূর্ণ বোধ—আর্ণিকা, লাইকোপোডিয়ম।

" বেদনাযুক্ত—আর্সেনিক, কলোসিন্থ, কিউপ্রম, লাইকোপোডিয়ম।

" চাপা বোধ—ক্যাম্ফর, কষ্টিকম্, ক্রোটন, ভেরেট্রম।

" দুর্ব্বল—ব্যাপ্‌টিসিয়া, লাইকোপোডিয়ম, নক্সভমিকা, সলফর।

পাকাশয়ে খেঁচুনী—কিউপ্রম।

" টনটনানি—ক্যাম্ফর, লাইকোপোডিয়ম।

১৩। তলপেট।

তলপেটে জ্বালা—এপিস, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, আর্সেনিক, ক্যান্থারিস, কার্ব্বোভেজ, কল্‌চিকম।

তলপেট ঠাণ্ডা—আর্ণিকা।

তলপেটে বেদনা—এস্‌কিউলস, এলোজ, এলুমিনা, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, ব্রাইওনিয়া, ক্যাম্ফর, ক্যান্থারিস, চায়না, কফিয়া, কল্‌চিকম, কলোসিন্থ, ক্রোটন, কিউপ্রম, গমিগটী, ইপিকাক্, আইরিস ভার্সি, নক্সভমিকা, পডোফাইলম, পল্‌সেটিলা, ভেরেট্রম।

তলপেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা—একোনাইট, আর্ণিকা,

বেলেডোনা, ক্যামোমিলা, চায়না, সিনা, কলোসিন্থ, লেপ্টেণ্ড্রা, নক্সভমিকা, প্লম্ব, সল্ফর।

তলপেটে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা—এলোজ, কলোসিন্থ, ইপিকাক্, নক্সভমিকা।

„ চিমটী কাটার ন্যায় বেদনা—এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা, চায়না, সিনা, ইপিকাক, নক্সভমিকা, সলফর।

„ ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা—বেলেডোনা, ক্যামোমিলা।

„ টানিয়া ধরা—আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, বেলেডোনা, প্লম্বম।

„ খিল ধরা—কিউপ্রম।

„ বিস্তৃত (ফাঁপা)—একোনাইট, এলোজ, এপিস, আর্ণিকা, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যাপ্সিকম, কার্ব্বোভেজ, ক্যামোমিলা, কষ্টিকম্, চায়না, কফিয়া, কল্চিকম, কলোসিন্থ, ক্রোটন, কিউপ্রম, গ্র্যাফাইটিস, আইরিস-ভার্সি, নেট্ম মিউরিয়েটিকম্, ফস্ফরস, ফস্ফরিক এসিড, লাইকোপোডিয়ম।

তলপেটে কষ্টবোধ—লেপ্টেণ্ড্রা।

„ শূন্যতা বোধ—ফস্ফরস, পডোফাইলম।

„ ভুট ভাট করা—আর্ণিকা, চায়না, ফস্ফরিক এসিড, লাইকোপোডিয়ম্।

তলপেট পূর্ণ বোধ—এলোজ, গ্র্যাফাইটিস, লাইকোপোডিয়ম।

তলপেট গড় গড় করা—এলোজ, গমিগটী।

„ শক্ত—এ্যাফাইটিস।

„ উত্তাপযুক্ত—এলোজ, পডোফাইলম।

„ চাপ দেওয়া—এলোজ, কিউপ্রম।

„ ভিতরে প্রবিষ্ট—প্লম্বম, পডোফাইলম, ভেরেট্রম।

„ ডাকা—এস্‌কিউলস, এলোজ, আর্ণিকা, কলোসিন্থ, গমিগটী, আইরিস ভার্সি, লাইকোপোডিয়ম, ফস্‌ফরিক এসিড, পল্‌সেটিলা।

তলপেটে টনটনানি—একোনাইট, এলোজ, এপিস, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, বেলেডোনা, ক্যাম্থারিস, কফিয়া, কলোসিন্থ, ক্রোটন, কিউপ্রম, গমিগটী, মার্কুরিয়স কর, নক্সভমিকা, ভেরেট্রম।

ঐ সঙ্কোচন—আর্জেণ্টম নাইট্রিকম।

„ দুর্ব্বলতা—নেট্রম মিউরিয়েটিকম।

বায়ুনিঃসরণ—এগোনিয়া মিউরিয়েটিকা, কার্ব্বোভেজ, চায়না, নক্সভমিকা, ফস্‌ফরিক এসিড।

বায়ুনিঃসরণ দুর্গন্ধযুক্ত—আর্ণিকা, চায়না, সোরিনম, সল্‌ফর।

„ বদ্ধ ও গড় গড় করা—লাইকোপোডিয়ম।

„ দুর্গন্ধযুক্ত—এলোজ, ফস্‌ফরস।

„ পচা—কার্ব্বোভেজ।

হাইপোকণ্ড্রিয়াতে চাপ দিলে বেদনা—আর্জেণ্টম নাই-ট্রিকম, কষ্টিকম।

দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়াতে বেদনা—ব্যাপ্‌টিসিয়া।

" " " কাশিতে—সোরিনম।

" " " ঠাণ্ডা জলপান কালে—লেপ্টেণ্ড্রা।

" " বেদনা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে—সোরিনম।

" " " হাসিতে—সোরিনম।

" " " দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে—সোরিনম।

" " " চাপ দিলে—সোরিনম।

" " " বেড়াইবার সময়—সোরিনম।

যকৃৎ স্ফীত—চায়না।

প্লীহা স্ফীত—চায়না।

১৪। মলদ্বার।

মলদ্বার হইতে মুখ পর্য্যন্ত জ্বালা—আইরিস ভার্সি।

" পরিপূর্ণতা ও ক্ষতযুক্ত বোধ—এসকিউলস।

মলদ্বার সদা সর্ব্বদাই খোলা আছে বোধ—ফস্‌ফরস।

মলদ্বারে চুলকানি—এস্‌কিউলস।

মলদ্বার হইতে অজ্ঞাতসারে মল নির্গমন—এপিস, ফস্‌ফরস।

রক্তস্রাব—এস্‌কিউলস, এলোজ, গ্র্যাফাইটিস, ফস্ফরস।

সরলান্ত্রে বা রেক্‌টমে কোন পদার্থ চলিয়া বেড়াইতেছে বোধ—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব।

সরলান্ত্রে কর্ত্তনবৎ ও চিমটীকাটার ন্যায় বেদনা—এলোজ।

সরলান্ত্র অত্যন্ত শুষ্ক বোধ—এস্‌কিউলস।

" পরিপূর্ণ বোধ—এস্‌কিউলস।

" সরলান্ত্রে চুলকানি ও উত্তাপ—এস্‌কিউলস।

" হারিস বাহির হওয়া—ক্রোটন।

সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী স্ফীত বোধ—এস্‌কিউলস।

১৫। প্রস্রাব।

প্রস্রাব করিতে কষ্ট ও বেদনা—এপিস, ক্যান্থারিস।

মূত্রস্থলীতে বেগ দেওয়া—আর্ণিকা, মার্কুরিয়স ভাইভস।

প্রস্রাব অন্তে জ্বালা—ক্যান্থারিস, আইরিস-ভার্সি।

মূত্রকৃচ্ছ্র—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যাপ্‌সিকম, নক্‌সভমিকা,

বার বার প্রস্রাব ত্যাগ—এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, এপিস, ক্যান্থারিস, কলোসিন্থ, নক্সভমিকা, ফস্ফরিক এসিড।

অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ—এলোজ, বেলেডোনা, কষ্টিকম, ক্যামোমিলা, নেট্রম মিউরিয়েটিকম।

কেবল মলত্যাগকালে মূত্রত্যাগ—এলুমিনা।

মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে চীৎকার করা—লাইকোপোডিয়ম।

ক্বচিৎ মূত্রত্যাগ—কিউপ্রম।

মূত্র তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট—মার্কুরিয়স কর।

" রক্তমিশ্রিত—মার্কুরিয়স কর।

" ধূসরবর্ণ—আর্ণিকা, লেপ্টেণ্ড্রা।

" পরিষ্কৃত—একোনাইট, ব্রাইওনিয়া।

" মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট—ফস্ফরিক এসিড।

" গাঢ়—ব্রাইওনিয়া, চায়না, কল্চিকম।

দুর্গন্ধযুক্ত—ব্যাপ্টিসিয়া, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব, কার্ব্বো-ভেজ, কলোসিন্থ, গ্র্যাফাইটিস।

মূত্র ধরিয়া রাখিলে সাদা গুঁড়ার মত পড়ে—সিনা, ফস্ফরিক এসিড।

মূত্র ঈষৎ নীলবর্ণ—আর্সেনিক, চেলিডোনিয়ম।

" উষ্ণ—ক্যামোমিলা।

" জেলির ন্যায়—সিনা, কলোসিন্থ।

মূত্রে পিঁয়াজের গন্ধ—গমিগটী।

মূত্র ফেঁকাশেবর্ণ—চেলিডোনিয়ম, ফস্‌ফরস, ফস্‌ফরিক এসিড্।

" অধিক পরিমাণে—এলোজ, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, এপিস, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, বেলেডোনা, চেলিডোনিয়ম, ফস্‌ফরস, ফস্‌ফরিক এসিড।

" বন্ধ—আর্সেনিক, ক্যান্থারিস, কলোসিন্থ, মার্কুরিয়স কর, ভেরেট্রম।

" অল্প পরিমাণে—একোনাইট, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, আর্ণিকা, আর্সেনিক, কল্‌চিকম, কিউপ্রম, মার্কুরিয়স কর।

মূত্র লাল সেডিমেণ্টযুক্ত—এণ্টিমোনিয়ম।

ঐ গাঢ় ঐ—গ্র্যাফাইটিস।

" অম্লগন্ধবিশিষ্ট—গ্র্যাফাইটিস।

" উগ্রগন্ধবিশিষ্ট—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব।

" একেবারে বন্ধ—আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ক্যান্থারিস, কার্ব্বোভেজ, কিউপ্রম, লাইকোপোডিয়ম, মার্কুরিয়স কর, ভেরেট্রম।

" জলবৎ—আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, ফস্‌ফরস, ফস্‌ফরিক এসিড।

" সাদা—সিনা, ফস্‌ফরিক এসিড।

" পীতবর্ণ—চেলিডোনিয়ম।

১৬। জননেন্দ্রিয়।

জননেন্দ্রিয়ে পূঁয ও রসযুক্ত ক্ষত—সল্‌ফর।

১৭। বক্ষঃস্থল।

নিঃশ্বাস ঠাণ্ডা—কার্ব্বোভেজ।

„ দুর্গন্ধপূর্ণ—আর্ণিকা, ব্যাপ্টিসিয়া, ক্যাপ্‌সিকম, জেল্‌সিমিয়ম।

বক্ষঃস্থল সেঁটে ধরা—ভেরেট্রম।

” আক্ষেপ ও সেঁটে ধরা—আজেণ্টম নাইট্রিকম, কিউপ্রম, ভেরেট্রম।

বক্ষঃস্থলে চাপ দেওয়া—ভেরেট্রম।

শিশুদিগের দন্তোদগমনসময়ে খক্ খক্ করিয়া সরল কাশী—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব।

হৃৎকম্পন, কোন সময়ে বেশী, কোন সময়ে অল্প আঘাত—এলুমিনা।

শ্বাস ফেলিতে কষ্ট—আজেণ্টম নাইট্রিকম, পল্‌সেটিলা।

” মৃদু—চায়না।

” কঠিন বা বিরামযুক্ত—এপিস, আজেণ্টম নাইট্রিকম, কার্ব্বোভেজ কিউপ্রম।

শ্বাস ফেলিতে গেলে বাধা উপস্থিত হয়—কিউপ্রম, ইপিকাক, সল্‌ফর।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস—আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্।

স্বর মৃদু—ক্যাম্ফর।

„ ভঙ্গ—ক্যাম্ফর, কার্বোভেজ, ভেরেট্রম্।

„ হীন—কার্বোভেজ।

হাইতোলা—পডোফাইলম্।

১৮। পৃষ্ঠ ও গলদেশ।

পৃষ্ঠে বেদনা, চাপ দিলে উপশম বোধ—নেট্রম্-মিউরিয়েটিকম্।

শীতবোধ—জেল্সিমিয়ম্।

কটি ও বস্তি প্রদেশে যন্ত্রণা—এস্কিউলস।

কটি ও বস্তি প্রদেশের পার্শ্বে বেদনা—এস্কিউলস।

পৃষ্ঠে দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নীচে বেদনা—চেলিডোনিয়ম।

অংশ ফলকাস্থি বা স্ক্যাপুলাদ্বয়ের মধ্যে জ্বালা—ফস্ফরস।

ঐ ঐ উত্তাপ—লাইকোপোডিয়ম।

„ ভারি বোধ, দাঁড়াইলে—আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্।

গণ্ডদেশে বাতজনিত বেদনা—একোনাইট।

গণ্ডদেশ সরু হইয়া যাওয়া— ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, নেট্‌ম মিউরিয়েটিকম্।

স্কন্ধদ্বয়ে বাতজনিত বেদনা—একোনাইট।

১৯। শাখা প্রশাখা (হস্ত পদ ইত্যাদি)।

পায়ের গোড়ালি দুর্ব্বল—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, কষ্টিকম নেট্রম-মিউরিয়েটিকম, সল্‌ফর।

বাহুতে খিলধরা—কিউপ্রম, ফস্ফরিক এসিড, ভেরে-ট্রম।

হস্ত বরফের ন্যায় শীতল—কল্‌চিকম্।

পদ শীতল—বেলেডোনা, কার্ব্বোভেজ, লাইকোপোডিয়ম, পল্‌সেটিলা, সল্‌ফর।

পায়ের তেলো উত্তপ্ত—সল্‌ফর।

হস্ত নীলবর্ণ—এপিস।

" ঠাণ্ডা—সল্‌ফর।

" " বমনের পূর্ব্বে—ভেরেট্রম্।

" " মস্তক উষ্ণ—বেলেডোনা।

হস্তে খিলধরা—কিউপ্রম, ফস্ফরিক এসিড, ভেরেট্রম।

হস্ত, উষ্ণ, বমনের পর—ভেরেট্রম।

হাতের তলা উষ্ণ—ফস্ফরস, সল্‌ফর।

পা শীতল—একোনাইট, আর্ণিকা, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, কার্ব্বোভেজ, কল্‌চিকম।

ঐ খিল ধরা—ক্যাম্ফর, কল্‌চিকম, কিউপ্রম, পডোফাই লম্‌, সল্‌ফর, ভেরেট্রম।

পায়ের বক্র স্থানে খিল ধরা—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব।

„ দুর্ব্বলতা—এলোজ, আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম।

হাত পায়ের নখ নীলবর্ণ—একোনাইট।

উরু শীতল ও চটচটে—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব।

„ ক্লান্ত বোধ—লাইকোপোডিয়ম।

„ ভারি বোধ ও নত হইয়া পড়া—এলোজ।

বমন আস্তে আস্তে যেন হাঁটা শিক্ষা করিতেছে —ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, কষ্টিকম।

২০। নিদ্রা।

স্বপ্ন, বোধ হয় যেন ঘরে চোর আসিয়াছে— লেট্রম মিউরিয়েটিকম।

„ শ্রমযুক্ত—ব্যাপ্‌টিসিয়া।

„ কালীন কাঁদিয়া উঠা—এপিস, বেলেডোনা, ক্যাল্‌-কেরিয়া কার্ব্ব, সোরিনম্‌।

„ চক্ষু মুদ্রিতভাবে—বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, ইপি-কাক্‌, পডোফাইলম্‌, সল্‌ফর।

ভাল নিদ্রা হয় না—এগিম, আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম, ব্যাপ্, টিগিয়া, বেলেডোনা, ক্যামোমিলা, সিনা, নেট্রম মিউরিয়েটিকম, পডোফাইলম, সোরিনম।

স্বপ্নে ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠা—লাইকোপোডিয়ম, সোরিনম।

ঐ দাঁত কড়মড়ানি—সিনা, পডোফাইলম।

" জাগিয়া উঠা ও রাগ প্রকাশ—লাইকোপোডিয়ম।

" সর্ব্বশরীরে কম্পান ও খেঁচনী—বেলেডোনা, ক্যামোমিলা, ইপিকাক্।

নিদ্রা দোলায় উঠিয়া—সিনা।

" কালীন চমকিয়া উঠা—ইথিউজা, বেলেডোনা।

" ঘর্ম্ম—চায়না, সোরিনম।

" বার বার জাগিয়া উঠা—ক্যাল্‌কেরিয়া, কার্ব্বোভেজ।

" " গরম বোধ করিয়া—ফস্ফরস্।

" পূর্ব্বাহ্ণ ৩ টার সময় জাগিয়া উঠা—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, নক্সভমিকা।

নিদ্রালুতা—এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, আর্ণিকা, বেলেডোনা, চায়না, জেলসিমিয়ম, ইপিকাক্।

" দিবসে—নক্সভমিকা, ফস্ফরস, পডোফাইলম, সোরিনম, সল্‌ফর।

নিদ্রা, আহারের পর—নক্স্‌ভমিকা, ফস্‌ফরাস, লাইকো পোডিয়ম।

„ কিন্তু নিদ্রা হয় না—বেলেডোনা, চেলিডোনিয়ম।

অনিদ্রা—একোনাইট, ব্যাপ্‌টিসিয়া, ক্যাপ্‌সিকম, সিনা, কফিয়া, কলোসিন্থ, ফস্‌ফরস, নেট্রম মিউরিয়েটিকম।

নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা—বেলেডোনা, ফস্‌ফরিক এসিড।

নিদ্রালুতা—এপিস, বেলেডোনা, কার্ব্বোভেজ, সল্‌ফর।

২১। জ্বর।

(ক) শীত।

শীত—ক্যাম্ফর।

শীতানুভব—আর্জেণ্টম নাট্রিকম, ক্যাম্ফর, মার্কুরিয়স-কর, পল্‌সেটিলা, সলফর।

ঐ অগ্নির উত্তাপ হইতে দূরে গেলে—এলোজ।

ঠাণ্ডা—ইপিকা, ক্যাম্ফর।

কম্পন—একোনাইট, ক্যাম্ফর।

ঐ আভ্যন্তরিক—একোনাইট।

(খ) উত্তাপ।

উত্তাপ—একোনাইট, ব্যাপ্‌টিসিয়া, জেল্‌সিমিয়ম।

ঐ শুষ্ক—একোনাইট, এপিস, আর্সেনিক, বেলেডোনা, সল্‌ফর।

উত্তাপ আভ্যন্তরিক কিন্তু বাহিরে ঠাণ্ডা—আর্সেনিক, ক্যাম্থারিস।

উত্তাপ কিন্তু গায়ে কাপড় সহ্য হয় না—নক্স-ভমিকা।

ঐ ও তৎসঙ্গে কেরোটিড ধমনী পদ পদ করা—বেলেডোনা।

(গ) ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্ম—একোনাইট, চায়না।

„ বিহীন—এলুমিনা, গ্র্যাফাইটিস।

„ ঠাণ্ডা—ইথিউজা, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব, ক্যাম্ফর, কিউ-প্রম, সল্‌ফর।

” শরীরের আবৃত অংশে—একোনাইট।

” পরিশ্রমকালীন—চায়না, সোরিনম।

„ ঈষৎ সবুজবর্ণ—আর্সেনিক।

” রাত্রিতে—চায়না, ফস্‌ফরস, ফস্‌ফরিক এসিড, সোরিনম।

” দুর্গন্ধপূর্ণ—আর্ণিকা, র‍্যাপ্‌টিসিয়া, গ্র্যাফাইটিস।

” অধিক পরিমাণে—সোরিনম।

” নিদ্রাকালীন, চায়না, ফস্‌ফরস, সোরিনম।

” চট্‌চটে অর্থাৎ অল্প আঠাযুক্ত—ক্যামোমিলা।

(ঘ) নাড়ী।

নাড়ী পূর্ণ—একোনাইট, ব্যাপ্‌টিসিয়া, জেল্‌সিমিয়ম।

,, শক্ত—একোনাইট, ইথিউজা, বেলেডোনা, চায়না।

,, বিলুপ্ত—আর্সেনিক, কার্ব্বোভেজ।

,, ক্ষণবিলুপ্ত—কার্ব্বোভেজ।

,, এলো মেলো—চায়না।

,, দ্রুত—একোনাইট, ইথিউজা, আর্সেনিক, বেলেডোনা, চায়না।

,, স্বল্পগতি—কিউপ্রম।

,, ক্ষুদ্র—ইথিউজা, বেলেডোনা, কিউপ্রম।

,, দুর্ব্বল—কিউপ্রম, মাকু'রিয়স কর।

২২। ত্বক্‌।

ত্বক নীলবর্ণ—কিউপ্রম, ভেরেট্রম।

,, শীতল—আর্সেনিক, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব।

,, ,, রাত্রিতে—ক্যাম্ফর।

,, ,, ও বর্ণের পরিবর্ত্তন-বিরহিত—ক্যাম্ফর।

,, মলিন, মসৃণ, ও পীতবর্ণ ঢাকা ঢাকা দাগবিশিষ্ট —সোরিনম্‌।

,, শুষ্ক—একোনাইট, এলুমিনা, এপিস, আর্সেনিক, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, গ্র্যাফাইটিস, সল্‌ফর।

ত্বক ক্ষুদ্র ব্রণবিশিষ্ট—মোরিনম।

„ টিমটী কাটিলে ভাঁজবিশিষ্ট হয় ও ঐরূপ থাকে—ভেরেট্রম্।

„ খস্‌খসে—এলুমিনা, সলফর্।

„ উত্তপ্ত—একোনাইট, এপিস, আর্সেনিক, ক্যাল্‌কেরিয়া।

ত্বকে চুলকানি, বোধ হয় যে পূঁযের ন্যায় বাহির হয়—জেল্‌সিমিনম্।

„ রক্ত ও নীলবর্ণ দাগ—আর্সেনিক।

„ মাটির মত বর্ণ—চেলিডোনিয়ম, নক্‌সভমিকা, পডোফাইলম।

„ সঙ্কোচন—সল্‌ফর, ভেরেট্রম।

২৩। সাধারণ লক্ষণ।

শোথ—এপিস, আর্সেনিক, চায়না।

উদরী—এপিস, আর্সেনিক, কল্‌চিকম।

গরম বোধ হয় ও গাত্রে বস্ত্র রাখিতে পারা যায় না—ক্যাম্ফর।

সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতবোধ—এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা, আর্ণিকা, ব্যাপ্‌টিসিয়া, পমিগটী, মার্কুরিয়স কর।

পতনাবস্থা—আর্সেনিক, ক্যাম্ফর, ক্যান্থারিস, কার্ব্বোভেজ।

খিল ধরা—ক্যাম্ফর, কার্ব্বোভেজ, কিউপ্রম, আইরিস ভার্সি, ফস্‌ফরিক এসিড, পডোফাইলম, সল্‌ফর, ভেরেট্রম।

দুর্ব্বলতা—এলুমিনা, এপিস, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, আর্ণিকা, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, কষ্টিকম, চায়না, কল্‌চিকম, গ্র্যাফাইটিস, গমিগটী, আইরিস ভার্সি, লেপ্টেণ্ড্রা, লাইকোপোডিয়ম, নক্সভমিকা, ফস্‌ফরস, পডো-ফাইলম, সোরিনম, সল্‌ফর, ভেরেট্রম।

ওলাউঠা রোগ চিকিৎসা।

ওলাউঠা।

এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ শরীরস্থ হইয়া ওলাউঠা আরম্ভ হয়। ইহা অনেকেই বিশ্বাস করেন, কিন্তু সেই বিষাক্ত পদার্থটী কি তাহা এখন পর্য্যন্তও নির্দ্ধারিত হয় নাই এবং সেটী কোথা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহারও নিশ্চয়তা নাই।

জর্ম্মণদেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত পেটেন্‌কফার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ওলাউঠার ভেদ বমন ভূমির উপরে পড়িয়া মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ জল সহযোগে বর্দ্ধিত হয় এবং তাহা হইতেই এই বিষাক্ত পদার্থ জন্মিয়া থাকে; পরে উহা পানীয় জল, দুগ্ধ বা অন্যবিধ খাদ্য দ্রব্যের সহিত শরীরস্থ হইয়া রোগ উৎপাদন করে। কেহ কেহ বলেন, বায়ুর পরিবর্ত্তনে ওলাউঠার উৎপত্তি। অপরিষ্কৃত জলপানে এই পীড়া জন্মে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। যাহাহউক, এ বিষয়ে এখনও কিছু স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। তবে ওলাউঠার ভেদবমনে যে এই বিষ উৎপন্ন হয়, তাহার কতকটা প্রমাণ পাওয়া যায়।

যে জন্যই হউক ওলাউঠা সংক্রামক পীড়া। ইহার সংস্পর্শে সুস্থ ব্যক্তি পীড়িত হইতে পারে। এই রোগ যখন আরম্ভ হয়, তখন প্রায়ই বহুব্যাপিরূপে প্রকাশ পাইয়া অনেক লোকের প্রাণ-সংহার করে।

লক্ষণ—ওলাউঠা অনেক প্রকারে আরম্ভ হয়। কখন

কখন প্রায়ই গ্রীষ্মকালে লোকের পেট দুষিত হইতে থাকে; কখন বা দাস্ত পরিষ্কার হয় না, আবার হয়ত পর দিন অতিরিক্ত হরিদ্রাবর্ণ জলবৎ মলসংযুক্ত ভেদ হয়; ক্ষুধা কমিয়া যায়, ক্রমে ক্রমে কঠিন আকারে পীড়া প্রকাশ পায়।

আবার কখন কখন কোন প্রকার পূর্ব্ব লক্ষণ না থাকিয়া একেবারে ভয়ানক ভেদ বমন হয়, রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং জীবনী শক্তির হ্রাস হইয়া মৃত্যুর আশঙ্কা উপস্থিত হয়। এই শেষোক্ত প্রকার ওলাউঠাই অতিশয় ভয়ানক; ইহাতে রোগীর উত্থানশক্তি একবার মাত্র ভেদ বমন হইয়াই তিরোহিত হয়। শীঘ্র শীঘ্র অতিরিক্ত চাউল-ধোয়া জলের মত ভেদ এবং শ্লেষ্মা ও জল বমন হইতে থাকে। প্রস্রাব অল্প হইয়া পরিশেষে একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। চক্ষু বসিয়া যায়, মুখমণ্ডল বিবর্ণ, শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ও নাড়ী ক্ষীণ হয়; হস্তপদে খিল ধরিতে থাকে।

উপরি-লিখিত অবস্থা উপস্থিত হইলেও রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে। জলবৎ ভেদ ক্রমে হলুদবর্ণ মলে পরিণত হয়, চর্ম্ম উষ্ণ হয়, মুখে রক্তের আভা প্রকাশ পায় ও প্রস্রাব হইলেই সকল সুবিধা বোধ হয়। ওলাউঠার লক্ষণ সকল লোকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু ভেদ বমন থামিয়া যে বিকারাবস্থা উপস্থিত হয়, অথবা প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যে সমুদয় কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা অনেকেই অবগত নহেন।

বিকারাবস্থা অতিশয় ভয়ানক; রোগী নানা প্রকার প্রলাপ বকে, কখন বা সম্পূর্ণ অজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কখন বা তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, শরীরের তাপ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, নাড়ী পূর্ণ

ও দ্রুতগতি, ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, আবার কখন কখন বা বমন অথবা বমনোদ্রেক মাত্র হইয়া রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। হিক্কা একটী ভয়ানক উপসর্গ, ইহা উপস্থিত হইলে নিবারণ হওয়া সুকঠিন। হোমিওপেথিমতের চিকিৎসায় এই পীড়া অত্যধিক ভয়ানক আকার ধারণ করিতে পারে না। অতএব সকলেরই রোগীর শেষ অবস্থা উপস্থিত হইবার অগ্রেই এই মতাবলম্বী বিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, নতুবা মৃত্যুসময়ে একবার মনের ক্ষোভ নিবারণার্থ ইহার আশ্রয় গ্রহণ করা বৃথা।

চিকিৎসা—প্রতিষেধক চিকিৎসাই এ রোগে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যাহাতে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ওলাউঠার ভেদ বমন হইতেই এ রোগের উৎপত্তি, অতএব রোগীর মল,মূত্র প্রভৃতি নিকটস্থ কোন জলাশয়ে বা বাটীর নিকটে যেখানে সেখানে পরিত্যাগ করা উচিত নহে, কোন দূরস্থ স্থানে বা মাটীর নীচে পুঁতিয়া ফেলা উচিত। রোগীর গৃহ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তাহাতে গন্ধক, ধুনা প্রভৃতির ধুম দেওয়া কর্ত্তব্য। গৃহে পরিষ্কার বায়ু সঞ্চারের ব্যবস্থা করা উচিত। রোগীর বস্ত্রাদি গরম জলে সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে দেওয়া উচিত, অথবা একেবারে ধোপাবাড়ী পাঠাইলেও ক্ষতি নাই।

যখন চারি দিকে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন সকলেরই অতি সাবধানে আহার বিহার করা কর্ত্তব্য। অতিশয় মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম, মদ্যপান, রাত্রিজাগরণ, গুরুপাক প্রভৃতি অপক্ক ফল মূলাদি ও অতিরিক্ত তৈলাক্ত পদার্থ একবারে কতক দিনের জন্য পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ওলাউঠায় অতি অল্প ঔষধই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভেরেট্রম, কিউপ্রম ও ক্যাম্ফর সকল গৃহেই রাখা কর্ত্তব্য। পেট দুষিত বা দুই, তিন বার ভেদ হইলেই ইহার অন্যতর ঔষধ ব্যবহার করিলে সমুদায় কষ্ট দূর হয়। রোগ আর বৃদ্ধি হইতে পারে না।

ওলাউঠার ঔষধের মধ্যে ইপিকাকুয়ানা, ভেরেট্রম, কিউপ্রম, আর্সেনিক, ক্যাম্ফর ও কার্ব্বোভেজিটেবিলিস প্রধান। পরীক্ষা দ্বারা ইহাদের উপকারিতা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু রোগের সময়ের বা তৎপরবর্ত্তী উপসর্গের জন্য অন্য কয়েকটী ঔষধ আবশ্যক হয়।

ক্যাম্ফর—ডাঃ রুবিণী এই ঔষধের অতিশয় গোঁড়া, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ওলাউঠার প্রথমাবস্থায়, ও পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে দাস্ত হইবামাত্র ইহার ব্যবহারে ফল পাওয়া যায়, রোগের বর্দ্ধিতাবস্থায় ইহা দ্বারা কোন উপকার হয় না। কেহ কেহ শরীর শীতল ও নাড়ী ক্ষীণ হইলেও ইহা সেবনের ব্যবস্থা করেন।

ভেরেট্রম এলুবম—ওলাউঠার ভয়ানক ভেদ বমনের পক্ষে এটি অতি উপকারী ঔষধ। পাঁচ, সাত বার সেবন করাইলেই ভেদ বমন থামিয়া বা অল্প হইয়া যায়, রোগ আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। চাউল-ধোয়া বর্ণহীন ভেদের পক্ষে, বিশেষতঃ যদি পেটে বেদনা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধ আরও নির্দ্দিষ্ট জানিতে হইবে। কিন্তু রোগ বৃদ্ধি হইলে এবং নাড়ী অপ্রাপ্য, অতিশয় তৃষ্ণা, অস্থিরতা প্রভৃতি ভয়ানক লক্ষণসমূহ উপস্থিত হইলে আর ইহাতে কোন উপকার হয় না, কেবল সময় নষ্ট হয় মাত্র।

ইপিকাক্—ভেদ অপেক্ষা বমন বা বমনোদ্রেক অধিক থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এটী প্রকৃত পক্ষে ওলাউঠার ঔষধ নহে, কিন্তু ওলাউঠার পূর্ব্ববর্ত্তী পেটের পীড়ার ঔষধ; বিশেষতঃ বালক ও শিশুদিগের পীড়া হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

কিউপ্রম—যদি ভেদ, বমন বর্ত্তমান থাকে বা থামিয়া গিয়া হাত পায়ে খিল ধরিতে থাকে; মনস্তাপ না হয়, কিন্তু পেট টিপিলে গড় গড় করিতে থাকে ও বোধ হয় ভিতরে মল আছে; পিপাসা থাকে ও জল শব্দের সহিত উদরস্থ হয়; রোগী অজ্ঞান হয় অথবা তাহার দাঁত-কপাটি লাগিতে থাকে, এবং কাটবমন হইতে থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধ নির্দ্দিষ্ট। কিউপ্রমে খিলধরা না থামিলে সিকেলি দেওয়া যায়। সচরাচর তৃতীয় ডাইলিউসন কিউপ্রম এসেটিকম দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের একটি রোগীর ইহা সেবনে বোগ বৃদ্ধি হইয়াছিল, পরে ১২শ ডাইলিউসন ব্যবহারে এক ঘণ্টার মধ্যে উপশম বোধ হয়।

আর্সেনিক—রোগের অতিশয় ভয়ানক অবস্থায় এই ঔষধ আমাদের একটী প্রধান সহায়। নিম্নলিখিত অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। ভয়ানক দুর্ব্বলতা ও শক্তিহীনতা, নাড়ী ছাড়িয়া যাওয়া, বুক ধড় ফড় করা, অতিশয় শ্বাসকষ্ট ও অস্থিরতা, শয্যাকণ্টক, ভয়ানক তৃষ্ণা, জলপান করিবামাত্র বমন হইয়া উঠিয়া পড়া, পাকাশয়ে ও অন্ত্রে জ্বালাবোধ, প্রস্রাব বন্ধ হওয়া, এই সমস্ত লক্ষণে আর্সেনিক দিবামাত্র উপকার হয়। নাড়ি অল্প অল্প পাওয়া যায় ও অন্যান্য যন্ত্রণা ক্রমে ক্রমে দূর হয় ও প্রস্রাব হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে ৩০শ ডাইলিউসন

ব্যবহৃত হয়। কখন কখন ষষ্ঠ বা তদপেক্ষা নিম্ন ডাইলিউসনেও উপকার হয়।

কার্বোভেজিটেবিলিস—যদি রোগী মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, নাড়ী পাওয়া না যায়, এবং নিঃশ্বাস বন্ধের ভাব বোধ হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বিদেশীয় চিকিৎসকগণ ইহার তত প্রশংসা করেন নাই, কিন্তু আমরা ইহাকে আর্সেনিক অপেক্ষা কিছুতেই হীন বলিতে পারি না। বিশেষতঃ আর্সেনিকের সমুদয় লক্ষণ না থাকিলে ও উহাতে কোন উপকার না হইলে প্রায়ই এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার হয়। ইহার ষষ্ঠ ও ৩০শ উভয় ডাইলিউসনই রাখা কর্ত্তব্য, কারণ প্রথমটীতে উপশম না হইলে দ্বিতীয়টীতে অর্থাৎ ৩০শে অবশ্যই ফল পাওয়া যাইবে।

এসিড্ হাইড্রোসায়েনিক—ইহার কার্য্য ঠিক উপরের ঔষধটীর ক্রিয়ার মত, কিন্তু যদি ওলাউঠার প্রারম্ভ হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রোগীর শয্যাপার্শ্বে মৃত্যু উপস্থিত হয়, তবে ইহা দ্বারা সেটী দূর হইতে পারে, বিশেষতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্রের পক্ষে ইহার কার্য্য অসাধারণ।

প্রসিদ্ধ ডাং হেম্পেল বলেন, "একোনাইট অমিশ্র আরক বা ১ম ডাইলিউসন ওলাউঠার অতি আশ্চর্য্য ঔষধ।" অনেকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। ডাং হিউজ বলেন "হয়ত সময়ে একোনাইট ওলাউঠার প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য হইবে"। আমরাও এ বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কলিকাতা নগরীর কোন বিখ্যাত ভদ্র পরিবারের কর্ত্রীর ওলাউঠা হয়। হোমিওপেথিক অন্যান্য ঔষধ প্রথমে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার

পেটের বেদনা ও অন্যান্য লক্ষণ দূর হয় নাই, আমরা একোনাইট ১ম ব্যবহার করিয়া দুই ।৩ন ঘণ্টার মধ্যেই আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হই। নাড়ী পাওয়া গেল, গায়ে উষ্ণ বোধ হইল এবং পেটের বেদনার এমন উপশম হইল যে, তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি সুস্থ হইলেন। আরও দুই তিনটী রোগীকে আমরা কেবল এই ঔষধে রোগমুক্ত করিয়াছি।

কয়েকটী উপসর্গের চিকিৎসা—ওলাউঠার পর সামান্য জ্বর হইলে একোনাইট দিলেই যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়। কিন্তু বিকারাবস্থা উপস্থিত হইলে, এবং মাথা ধরা, চক্ষু রক্তবর্ণ, প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে, বেলেডোনা; অজ্ঞানাবস্থা, প্রলাপ ও কাশী থাকিলে ব্রাইওনিয়া; পেট ফাঁপিয়া উঠিলে নক্সভমিকা; এবং পেটজ্বালা থাকিলে আর্সেনিক ফলপ্রদ।

হিক্কা অতিশয় ভয়ানক হইলে বেলেডোনা, সাইকিউটা, কার্ব্বোভেজ, পল্‌সেটিলা, নক্সভমিকা প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। যদি কৃমি জন্য রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় ও মস্তিষ্কলক্ষণাদি প্রকাশ পায়, তাহার পক্ষে সিনা মহৌষধ; অধিকাংশ স্থলেই ২০০ ডাইলিউসনে অধিক উপকার হয়। কাশীতে আমরা একটী রোগী দেখিতে যাই, তাঁহার ভয়ানক বিকার ও প্রলাপ উপস্থিত হয়। সিনা সেবনে তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

প্রস্রাব বন্ধ থাকিলে প্রথমে ক্যান্থারিস ষষ্ঠ ডাইলিউসন দেওয়া যায়। তৎপরে যদি বোধ হয় প্রস্রাব জমে নাই, তবে টেরিবিন্থিনা দিলেই উপকার হয়। আর্সেনিক সেবনে প্রস্রাব-বন্ধ নিবারিত হইয়া থাকে। ইহাতে উপকার না হইলে

উপরি-উক্ত ঔষধ দুইটী এবং কখন কখন কেলিবাইক্রমিকমও দেওয়া যায়।

ওলাউঠার পর দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য চায়না বা ফস্ফরিক এসিড ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

আহারের অনিয়মে কখন কখন ভেদ হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে ওলাউঠার সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না। গৃহস্থদিগের এ গুলি বিশেষরূপে জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

মলের সঙ্গে অপক্ক খাদ্য দ্রব্য বাহির হইলে চায়না প্রযোজ্য। ঘৃতপক্ক ও তৈলাক্ত দ্রব্য, অতিশয় মেদযুক্ত খাদ্য ভোজনে পীড়া হইলে পল্‌সেটিলা দেওয়া যায়। অপক্ক ফল আহার ও অম্ল দ্রব্য ভোজন জনিত পীড়ায় আর্সেনিক উপকারী। মদ্যপান, রাত্রি-জাগরণ প্রভৃতি অনিয়ম জন্য রোগ হইলে নক্সভমিকা ফলপ্রদ।

ঔষধ ব্যবহার—ওলাউঠার ঔষধ সমুদায় নিম্ন ডাই-লিউসনে ব্যবহৃত হয়। তৃতীয় ও ষষ্ঠই প্রয়োজনীয়, বিশেষ বিশেষ ডাইলিউসন যেখানে আবশ্যক, তাহা যথাযথ স্থানে লিখিত হইয়াছে। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, উচ্চ ডাইলিউসনই অধিক উপযোগী।

এই সমুদায় ঔষধ, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে এক ফোঁটা আরক অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া অর্দ্ধ, এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। রোগের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইলে কখন কখন ১৫ মিনিট অন্তর এক এক মাত্রা দেওয়া যায়। চারি, পাঁচ বার ঔষধ দিলেই উপকার হইবে; তাহা না হইলে অন্য ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। বালকের পক্ষে অর্দ্ধ ফোঁটা। এক ফোঁটা আরক অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া দুই বার খাইতে দিলেই অর্দ্ধ

ফোঁটা দেওয়া হইল। শিশুর পক্ষে ১ ফোঁটা আরক ৩ বার দিলেই চলিবে। ঔষধ পরিষ্কৃত জলে মিশাইয়া দিতে হইবে। ক্যাম্ফর পৃথক স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। ইহার ২।৩ বা ১০ ফোঁটা পরিষ্কার চিনিতে মিশাইয়া ১০।১৫ মিনিট অন্তর খাওয়াইতে হইবে।

পথ্য—রোগের বর্দ্ধিত অবস্থায় কিছুই দেওয়া উচিত নহে। বমন অতিরিক্ত হইলে ও অতিশয় পিপাসায় ঠাণ্ডা জল বা বরফ অল্প অল্প দেওয়া যায়; পরে ভেদ বমন থামিয়া গেলে জলসাগু,বা জলবার্লি ও পরে একটু একটু মৎস্যের ঝোল দেওয়া যাইতে পারে। রোগ আরোগ্য হইলেও অতি সাবধানে পথ্য দেওয়া উচিত। ভালরূপ ক্ষুধা হইলে ও অন্য কোন উপসর্গ না থাকিলে অন্ন পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

সমাপ্ত।